মানিকজোড়

করুণা প্রকাশনী। কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
৩ জানুআরি ১৯৬১

প্রকাশক
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ, টেমার লেন
কলকাতা — ৯

মুদ্রাকর
শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রিণ্টার্স
১৩৮, বিধান সরণী
কলকাতা — ৪

প্রচ্ছদ
দেবাশীষ রায়

নামরতন সামন্ত, রতন সামন্ত এমন চরিত্রের মানুষ যে, দীন মজুরদের প্রচুর খাটিয়েও পেট ভরে তাদেরকে খাবারটুকুও খেতে পর্য্যন্ত দেয়না। খাবার তো দূরের কথা, মানুষজনকে সারাদিন খাটিয়ে, তাদের পারিশ্রমিক প্রাপ্য টুকুও পর্য্যন্ত দেয় না, আবার যদিও বা মজুরদের পারিশ্রমিক দিয়ে থাকে তাও আবার তাদের ঠিক সময়ে দেয় না।

রতন সামন্তর সিন্দুকে যদি কোন রকমে একটি বার মা লক্ষ্মীর কৃপায় টাকা পয়সা ঢুকেছে তো কার আর সাধ্য যে, রতন তার ঐ সিন্দুক থেকে টাকা বের করায়, সে বাড়ির ছেলে পুলে নাতি নাতনির এমনকি নিজেরও যত আপদ বিপদই হোক না কেন, তবুও রতন সামন্ত তার সিন্দুক থেকে কোন মতেই টাকা আর বের করছে না।

রতন সামন্ত শুধুই কি কিপটে, আবার সেই সঙ্গে সে চুয়াড়ও বটে,

এই রকম কিপটে মানুষের কথা আপনারাও কি কেউ কখনও শুনেছেন, না দেখেছেন? বাপরে বাপ, রতন সামন্ত এমন কিপটে মানুষরে বাবা! সে এতই হাড়গিলে কিপটে যে, মানুষকে প্রচুর খাটিয়েও দুমুঠো খাবার পর্য্যন্ত শান্তিতে খেতে দেয়না, অথচ রতন সামন্ত যে গরীব তাও নয়। আবার মধ্যবিত্ত একথাও সে বলা যায় না। তার প্রচুর জমি জমাও আছে, আবার সেই সঙ্গে তাঁর ছেলেরা যা টাকা পয়সা উর্পাজন করে থাকে তা সবই রতন সামন্তর হাতে, তাই সে প্রচুর টাকা কড়ি সম্পত্তির মালিকও বটে।

তবুও দেখুন, রতন সামন্তর ব্যবহার-কেমন দেখুন, আসলে এটা রতন সামন্তর স্বভাব। আবার এটা রতন সামন্তর স্বভাব বললেও হয়না, যাকে বলে একেবারে হাড় গিলে কিপটে স্বভাবের মানুষ।

ভগবানকে বলিহারি, এমন কিপটে মানুষকে কেউ কখনও পৃথিবীতে পাঠায়? এই পৃথিবীতে অনেকেই অনেক কিপটে মানুষ দেখেছেন আবার অনেকেই অনেক কিপটে মানুষের কথা শুনেছেন, কিন্তু রতন সামন্তর মত এই রকম হাড় গিলে কিপটে মানুষের কথা বোধ হয় কেউ কখনও শুনেওনি আর দেখেও নি। এই রতন সামন্ত যে কী ধরনের কিপটে তা বোঝাই দায়? আর মা লক্ষ্মীতো যত এই কিপটারই ভাণ্ডার ভর্ত্তি করেই চলেছে। রতন সামন্তর মা-লক্ষ্মীর ভাণ্ডার খালি আর হয় না, আর মা লক্ষ্মী কখনও খালিও করেনা, আর এই জন্যেই ত রতন সামন্ত কুটুম বাটুম ঘরের ছেলে মেয়ে বউ

কাচ্চা-কাচ্চা এমনকি বাড়ির কাজের লোক দীন মজুর এক মাথা থেকে সবাইকে কোন রকমে আধপেটা খাইয়ে মা লক্ষ্মীকে বাঁচিয়ে রেখে, মা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার সে বাড়িয়েই চলেছে। শুধু কী এরাই? এমন কি রতন সামন্ত নিজেও। কোন রকমে রতনা সারাদিনে দু'খার আহারাদি করে, এর বেশি না। রতনার যে টুকু না খেলে না। তবে লোকের খেতে পেলে রতন সামন্তর খুব মজা। রতন কিপটে নিজেও ভাতে দুবেলা জল ঢেলে জলে থলে এক পেট খেয়ে পেট ভর্ত্তি করে আহার্য করে নিল, ব্যাস রতন সামন্তর সারাদিনের আহার তাহলেই তার একে বারে খিধেই উঠে গেল। দিনে দুবার, একবার দুপুর দুপুর করে জল খাবার, বেলায় আর একবার বিকেলে সন্ধ্যে সন্ধ্যের সময় ঠিক সূর্য যাবার আগে সামন্তর কী শীতকাল কী গ্রীষ্মকাল। আটকালবার মাসে সবদিন। তিনশ পঁয়ষট্টি দিনই সমান। ভাতে জল ঢেলে জলে থলে একপেট ভর্ত্তি করে আহার্য করে নিল, ব্যাস তাহলেই রতন সামন্তর সারা দিনে রতের মা লক্ষ্মীর অন্ন একেবারে শিকেয় উঠে গেল। আর তাতেই রতন সামন্তর মা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দিনদিন হু হু করে বেড়েই চলেছে। রতন সামন্ত নিজে খাবে না ঠিক আছে, কিন্তু মানুষকে পেট ভর্ত্তি করে না খাইয়ে রতন সামন্তর ঘরে দিন দিন মা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার এত যে কী করে হু হু করে বেড়েই চলেছে তা একমাত্র মা লক্ষ্মীর ভগবানই জানে? এমন কিপটে মানুষ পৃথিবীতে খুব কমই দেখা যায়। নাই বললেও চলে।

আপনারাতো বোধ হয় সকলেই এই রকম কিপটে মানুষ কেউ কখনও দেখেনও নি আর এই ধরনের কিপটে মানুষের কথা শুনেনওনি, যদিও বা আপনারা সকলে কিপটে মানুষ দেখে থাকেন বা কিপটে মানুষের কথা শুনে থাকেন তা হলে বোধ হয় এই রকম রতন সামন্তর মত হাড় কিপটে মানুষের কথা কেউ কখনও শুনেওনি আর দেখেনওনি।

সেই যাই হোক রতন সামন্ত কেমন চরিত্রের মানুষ এইবার তার কথায় তার চরিত্রে আসা যাক।

এই বার এই লেখনিতে রতন সামন্তর চরিত্রের বিশ্লেষণ ছোট্ট করে করা যাক।

হঠাৎ একদিন রতনের বাড়িতে কুটুম্ব এসেছে। সর্ম্পকে রতনের নিজের বউয়ের দাদা হয়। অর্থাৎ সর্ম্পকে রতন সামন্তর নিজের সম্বন্ধী হয়। তো সেই কারণে রতনকে তার স্ত্রী ডেকে জিজ্ঞেস করে বলল, হেগো? অনেক দিন বাদে আমার দাদা এসেছে বাড়িতে। তার সঙ্গে আবার দাদার শালাও এসেছে। পুকুরে গিয়ে এক আধটা মাছ টাছ ধর দিখিনে। না হলে কি দিয়ে যে এখন নতুন কুটুম্বকে ভাত দিই বলত দেখি?

রতন তার স্ত্রীর কথা শুনে মুখ বাঁকিয়ে নাক তুলে ভঙ্গি করে বলল, উঁ, দাদা এসেছে। দাদা এসেছে বললেই হল, দাদা এসেছে তো আমি কী করব শুনি, ঘরে যা

আছে তাই রাঁধ আর তোর দাদাকে দিগগে যা। উঁ, নতুন কুটুম্ব এসেছে নতুন কুটুম্ব। নতুন কুটুম্ব এসেছে বললেই হল। তুই নিজে এসবি আয়। না করে আবার সঙ্গে করে একজন সঁতাকে সঙ্গে করে বেঁধে এনেছে বঠে।

রতনের কথা শুনে তার স্ত্রী বলল, মরণ, ভঙ্গি ছাড়া লোক, মুখে ভাষা দেখোনা, সর্ব্বক্ষণ মুখে চুয়াড় ভাষা লেগেই আছে।

রতন তার স্ত্রীর কথা শুনে নিজ স্ত্রীকে গালি দিয়ে বলল, বলি এই এই শালি তুই আমার মুখে কি চুয়াড়ি ভাষাটা শুনলি শুনি? আমিত ঠিকি বলেচি, তুই এসবি আয়, না করে আবার একজন বড় কুটুম্‌কে পোঁদে করে সঙ্গে বেঁধে লিয়ে আমার বাড়িতে এসে হাজির হয়েচে গো আর বড় কুটুমের খাতির করা কি আর চার চারটি খানি কথা। সে কত টাকা খরচ।

রতনের স্ত্রী স্বামীর মুখে এই রকম কথা শুনে বলল মরণ! এ কেমন লোকরে বাবা, যে বাড়িতে কোন আত্মীয় স্বজন পর্য্যন্ত আসা চলবেনা।

রতন তার স্ত্রীর কথা শুনে আবার গালি দিয়ে বলল বলি, এই শালি, আমি কি তোকে এই কথা বললুম যে তোর ভাইদের বোনের বাড়ি আসা চলবেনি। আমিত তোকে শুধু বললুম ঘরে যা আছে এখন তাই দিয়ে রাঁধগে যা বঠে।

রতনের স্ত্রী জানে যে তার স্বামী একটা চুয়াড় মানুষ আবার তার উপর তার স্বামী আস্ত একটা হাড় কিপটে মানুষ। তাই রতনের স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে আর বেশি কথা না বলে, স্বামীকে এইবার ভাল মুখেই বলে উঠল, হেগো সেতো না হয় আমার দাদাকে যা হোক দিয়ে ভাত দিয়ে দিব। কিন্তু দাদার যে শালা এসেছে তাকে কি দিয়ে ভাত দিই বলত? পুকুরের মাছ কত সাপে খাচ্চে। কত বকে খাচ্চে তাও তুমি ধরবে না? এত কিপটে মানুষ আমি আমার জন্মে দেখিনে বাপু।

আবারও স্ত্রীর কথা শুনে রেগে গিয়ে রতন সামন্ত নিজের বউকেই গালি দিয়ে বলে উঠল বলি শালি, উশালাকে কে শালাকে পোঁদে করে আমার ঘরে বেঁধে লিয়ে এসতে বলেচে? শালা নিজে এসবি আই না করে আবার কুন শালাকে সঙ্গে করে পোঁদে বেঁধে লিয়ে আমার ঘরে এসে হাজির হয়েচে গো। এমনিই বলে শালা আমার নাতি নাতনি গুলা পোঁদের বাঁধন আলগা করে দেয় বঠে। তার উপর আবার শালা আমার ঘরে বড় কুটুম্‌ এসে হাজির হয়ে বঠে।

রতন সামন্ত এমন ধরনের কিপটে মানুষ যে তার বাড়িতে কোন আত্মীয় স্বজন পর্য্যন্ত আসা চলবেনা। বাড়িতে আত্মীয় স্বজন এলে পাছে রতনার মা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ফুরিয়ে যায়।

তো রতনের স্ত্রী স্বামীর মুখে এই ধরনের কথা বার্তা শুনে বিরক্ত হয়ে বলল, আঃ আস্তে বলনা ওরা যে সামনের ঘরেতেই বসে আছে শুনবে যে। একটু ভালভাবে কথা বলতে পারনা; সবর্বক্ষণ মুখে চুয়াড়ি ভাষা।

রতন ও স্ত্রীর কথায় রেগে গিয়ে আবার গালি দিয়ে বলল, বলি এই শালি, তুই আমার মুখে কী খারাপ কথাটা শুনলি শুনি? আমিত ঠিকি বলেচি? তোকে বোনের ঘর এসতে ইচ্ছে করেচে, তুই নিজে বোনের ঘর আয়, না করে আবার একজনকে সঙ্গে করে লিয়ে পোঁদে বেঁধে এনেচে গো। নুতুন কুটুম বাড়িতে এলে কি আর চারটি খানি কথা, আমি বলে কত কষ্ট করে সিন্দুকে সব টাকা পয়সা গোছকরে রাখি বঠে, না করে, আর রতন সামন্ত'ত সত্যি কথা বললেই ওমনি রতন সামন্ত চুয়াড় হয়ে গেল না বঠে?

রতনের মুখে এই রকম কথা শুনে তার স্ত্রী দাঁত চিপে বলে উঠল, আঃ তুমি চুপ করবে, আমার পুড়া কপাল, নইলে এই রকম লোককে নিয়ে আমায় ঘর করতে হয়। বলি তুমি কি কিছু ব্যাবস্থা করবে না আমি ওদেরকে সরাসরি বাড়ি যাবার কথা বলে দেব।

রতন তার স্ত্রীর কথা শুনে বলল. বলি তুইকি এখনি রান্না-বান্না সেরে লিলি নাকি শুনি? শালির এখুনি চায় শালির যেমন তর শয়নি।

স্বামীর কথা শুনে রতনের স্ত্রী দাঁত চিপে আবার বলে উঠল মরণ জ্বালা আগে থেকেও বলা চলবে না, বলি কারও বাড়িতে কুটুম আসতে না আসতেই রান্না বান্না হয় নাকি শুনি? মরণ কোথাকার। একটা বদমাস লোক কোথাকার বাড়ির বৌদের সব কথাতেই বলে কিনা শালি শালি।

পরক্ষণে রতন আবার তার বউকে গালি দিয়ে বলে উঠল, বলি এই শালি, মুখে বেশি বড় বড় কথা না বলে তাহলে যা ভাতের হাড়িই এখন চালটা তুলগে যানা দেখি এখন কী করা যায়, না হয় আমি এক্ষুনি মাছ ধরে এনেই দিই বঠে। না করে শালি শুধু শুধু আমার মাথাটাকে গরম করে বঠে।

পরক্ষণে রতনের বউ চুয়াড় স্বামীর সঙ্গে আর কোন বাক্যলাপ না করে স্বামীর কাছ হতে চলে গেল।

তো রতন পরক্ষণে নিজে নিজেই ঘাড় নাড়তে নাড়তে উঠল, দাঁড়া, ঐ শালাদেরকে শীতকালে জলে নামাতে হবে। কত শালারা যখন তখন কুটুম্ব ঘরে এসে হাজির হয় বঠে। শালা ব্যাটারা যেমন কত পুকুরে মাছ ছেড়ে দিয়ে গেইল। আর শালা ঐ শালিটা আমাকে বলে গেল কিনা পুকুরে মাছ, তাও ধরবেনি, উঁ পুকুরের মাছ বলে শালিদেরকে শুধু মাছি খাইয়ি যাব। শালারা কত আমার পুকুরে চাষ করে দিয়ে গেছে বঠে যেমন শালা।

এদিকে মনিবের কথা শুনতে রতনের চেলা অর্থাৎ রতনের বাগাল ভোলা আড়াল হতে খিল খিল করে হাসতে লাগল, মনিবের কথা শুনে ভোলা মুখে হাত দিয়ে খিল খিল করে হেসে বলে উঠল, শালা কিপটা বুড়া বউদিদিদের জ্যাঠাইয়ের কত ভদ্দর ভদ্দর কথা আর শালা কিপটা চুয়াড় রতনের মুখে কি যাচ্ছে তাই ভাষা। শালা বুড়ার কোন কথা বলার ভঙ্গি ভাঙ্গা নাই পর্যন্ত আমি এই চুয়াড় লোকের সঙ্গে থাকতে পারি, আমি বাবা সব সময় ঐ বউ দিদিদের মত ভদ্দর কথা বলব, আমি এই কিপটা বুড়ার সঙ্গে থাকতে পারি, কিন্তু আমি ওত আমার মনিবের মত চুয়াড় নই। হুঁ হুঁ।

এদিকে রতন কাঁধে জাল তুলে নিয়ে ঘাড় নাড়তে নাড়তে নিজে নিজেই বলে উঠল, দাঁড়া। এখন মাছ ধরতে নয়। একটু খানিক বাদে।, আগে ভাতের হাড়িই চালটাতুলা হয়ে যাক তার পরত পুকুরে ঐ শালাদের কে লিয়ে মাছ ধরতে যাব এই কথা বলে রতন তার ঘাড় হতে জালটা নামিয়ে বাড়ির বৌদের চাল নেবার অপেক্ষায় চোরের মত চুপিচুপি দূর হতে লক্ষ্য করতে লাগল।

তো রতনের বড় ব্যাটার বউ অর্থাৎ এ বাড়ির বড় বৌ ভাঁড়ার ঘরে ঢুকে বস্তা থেকে চাল বের করে নিয়ে ঠিক ঠাক পরিমাণ মত সেরে করে মেপে মেপে ভাতের জন্যে আগের থেকে ভাঁড়ার ঘরে রেখে দিয়ে তার নিজের কাজে বাইরে বেড়িয়ে গেল।

এদিকে এমন সময় রতন খুড়া তো দূর হতে চোরে মত দাঁড়িয়ে বড় বৌয়ের সেরে করে চাল মাপা দেখে ঘাড় নাড়তে নাড়তে বলতে লাগল,র দাড়া শালা তোদের কত আরামে কুটুম ঘরে বসে বসে মাছের ঝোল খাওয়া দাঁড়া শালা দাঁড়া। তোদের আমি বেশটি করে মাছের ঝোল ভাত খাওয়াচ্ছি।

রতনের বড় ছেলের বউ আগের থেকে ভাঁড়ার ঘরে চাল মেপে রেখে ভাতের হাড়িই জল দিয়ে কুঁয়ো থেকে জল আনতে গিয়েছে। তো রতন সামন্ত এই সুযোগে করেছে কি চুপি চুপি করে চারিদিকে চোরে মত এদিক-সেদিক তাকিয়ে ভাঁড়ার ঘরের মধ্যে ঢুকল। রতন সামন্ত ভাঁড়ার ঘরে ঢুকে সেরে মাপা চাল থেকে টপাক করে এক সের চালকে কমিয়ে বস্তার মধ্যে রেখে দিল। রতন বস্তার মধ্যে সেরেক কান্যে চালকে কমিয়ে রেখে হাত ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, শালারা পেট ভর্ত্তি করে আরামসে আমার ঘরে বসে চাকুম চুকুম করে খাবে বঠে না। উ শালারা বস্তা ভর্ত্তি আমার ঘরে চাষের ধানের তিয়ার করা চাল পেয়েছে যেমন শালারা কত রোদে জলে পুড়ে ধান তিয়ার করে রেখে গেইল বঠে। এই কথা বলে রতন সামন্ত আবার বকের মতো চুপি চুপি করে চারিদিকে তাকিয়ে ভাড়ার ঘর হতে বাইরে বেড়িয়ে এল।

এদিকে বাড়ির বড় বৌ কুঁয়ো থেকে জলটল তুলে এনে আগের থেকে সেরে

মাপা চাল নিতে ভাঁড়ার ঘরের মধ্যে ঢুকল, ভাঁড়ার ঘরে ঢুকে চালের পালিই হাত দিয়ে বড় বৌ নিজে নিজেই বলে উঠল আমি যে এত চাল মেপে রেখে গেসলুম, তুবও পুটুলির চাল এত হালকা আবার কম কম লাগছে কেনো? আমিত ঠিকি চাল মেপে রেখে গেসলুম তাহলে কী?

বাড়ির বড় বৌ ভেবে চিন্তে পরক্ষণে নিজে নিজেই বলে উঠল, যাকগে যা হয় হবে। এখন একেই রান্না করে নিইগেযা।

এদিকে আবার রতন সামন্ত কাঁধে জাল তুলে নিয়ে নিজের সম্বন্ধীকে হাঁক মেরে ডেকে বলে উঠল, এই যে দাদা, চল দিখি তুমি আমার সঙ্গে তুমি কেমন মাছ্ ধরতে পার?

সম্বন্ধী জামাইয়ের কথা শুনে হেসে বলে উঠল, কী বললে তুমি আমায় রতন? আমি মাছ্ ধরব? আমি কি মাছ্ ধরতে জানি, তাই আমি মাছ্ ধরব? তাও আবার পুকুরে তোমার ঐ মাথা ঘুরানি জালখিইয়ে। শেযে আমিই জাল খিয়াতে গিয়ে মাথা ঘুরে তোমাদের ঐ পুকুরের জলে পড়ে হাবু ডুবু খাব।

সম্বন্ধীর কথা শুনে রতন মুখ গোমরা করে বলে উঠল, হ্যাঁগো দাদা তুমি আর তোমার শালা, কেনেগো দাদা, তোমরা শহুরের বাবু বলেকি পুকুরের মাছ্টা পর্য্যন্ত ধরতে জান না। শুধুই খেতে জান আর তাছাড়া তোমরা তো আমাদের এখিনে সেই কবে থেকে এসছ আর যাচ্ছ এতক্ষণা বোধ হয় তোমরা নিশ্চয় আমার এই মাথা ঘুরানি জাল খিইয়ে পুকুরে মাছ ধরতে শিখে গেছ।

সম্বন্ধী জামাইয়ের কথায় আর নাও বলতে পারল না। তাই বলে উঠল চল তাহলে, তুমি অত করে বলছ যখন। যা শীত গো রতন?

রতন কাঁধে জাল তুলে নিয়ে মাছ্ ধরতে যাবার সময় তার বাগাল ভোলাকে হাঁক মেরে ডেকে বলল কীরে ভোলা, তুই কুথায় গেলিরে ভোলা, চলাই দিখি তুই একবার আমার সঙ্গে পুকুর ঘাটে আয় ভোলা চলাই বলচি।

এদিকে ভোলা'ত রতনার ডাক শুনেও তবুও ভোলা ইচ্ছে করেই মনিবের ডাক না শুনার ভান করে সাড়া আর দিল না। ভোলা দূর থেকে দাঁড়িয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে মনিবের দিকে নিজের বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে বলে উঠল, কাঁচ কলাটি কত আমায় নাম ধরে ডাকবি ডাক, শালা কিপটা চুয়াড় বুড়া, আমি তোর ডাকে সাড়া দিলেত।

রতন সামন্তর ডাকে ভোলা সাড়া না দিতেই রতন তার বাগালকে রেগে গিয়ে গালি দিয়ে বলে উঠল, দাঁড়া শালা ভোলা আমি মাছ ধরে এসি বঠে, তার পর তোকে আমি দেখাব, কত তুই আমার ডাক শুনতে পেয়েও আমার ডাকে সাড়া দিওনি, লুকিয়ে আছু পরে এসে তোর পিটকে পাজাব।

ভোলাত মনিবের কথা শুনে দূর হতে দাঁড়িয়ে মুখে হাত দিয়ে চেপে ফিক ফিক করে হাসতে লাগল।

এদিকে জামাইএর কথা শুনে সম্বন্ধী হেসে বলে উঠল, বলি রতন তুমি ও ভাবে কার সঙ্গে কথা বলচ? কেউতো এখানে নাই দেখছি।

রতন সম্বন্ধীর কথা শুনে মুখের বিকৃতি করে বিড় বিড় করতে লাগল।

পরক্ষণে রতন কুটুম্বদের সঙ্গে করে নিয়ে মাছ ধরতে পুকুর ঘাটে গিয়ে হাজির হল।

তো রতন সামন্তর পুকুর ঘাটে গিয়েও তার এক চিন্তা, পাছে সম্বন্ধীরা মাছ ধরলে পারা পুকুর থেকে বেশি করে মাছ ধরে নেয়। সেই জন্যে রতন পুকুর ধারে এসে মনে মনে ঘাড় নেড়ে ভাবতে লাগল শালা সম্বন্ধীকে তো একদম মাছ ধরতে দিওয়া চলবেনি। শালা পুকুরে জাল লিয়ে মাছ ধরতে নামলে তো এক্ষুনি যত খুশি মাছ ধরে বসবে বঠে।

তাই রতন মনে মনে এই কথা ভেবে পরক্ষণ বাদে ফন্দি এঁটে সম্বন্ধীকে মাথা নাড়তে নাড়তে বলে উঠল শুনগো দাদা তুমি আর তোমার শালা এই পুকুর পাড়ে দাঁড়াও গো দাদা, জানগো দাদা, তোমাকে এই ঠাণ্ডায় অত কষ্ট করে আর জলে নামতে হবেনে বঠে। আমি একাই মাছ ধরে লিবগো দাদা, যদি তোমার এই কন্ কনা জলে নামলে পরে আবার ঠাণ্ডা লেগে যায়। কেমন ঠাণ্ডা পড়েছে বল দিখিনে বঠে দাদা।

জামাইয়ের কথা শুনে সম্বন্ধী বলে উঠল, যা বলেচ রতন, যা শীত শীত করছে না।

পরক্ষণ বাদে রতন জাল খিইয়ে ইচ্ছে করেই গোটা দুই তিনেক চারা মাছ ধরে নিয়ে সম্বন্ধীকে বলল, জানগো দাদা, আমি জাল খিয়াতে খিয়াতে একেবারে আলা হয়ে গেলুম বঠে। তবুও মাছ আর পড়লনে গো দাদা, জলের মাছ জলেই রইল বঠে। এখন এই দুটা ছোট ছোট মাছে কী হবে বলত দাদা? ঘরের সব মেয়ারা রান্না বান্না করে কার পাতে যে মাছ দিবে তার ঠিক নাই। চলগো দাদা বরং ঐদিকটাই আর দুচারটা খি দিই বঠে। দেখি মাছ পড়ে বঠে কিনা?

জামাইয়ের কষ্ট দেখে সম্বন্ধী বলে উঠল, না না রতন, আমাদের আর মাছের দরকার নেই, যা মাছ পড়েছে পড়েছে, এই বার ঘর চল। এই ঠাণ্ডা জলে থেকে শেষে তোমারও ঠাণ্ডা লেগে যাবে রতন।

সম্বন্ধীর কথা শুনে রতন মনে মনে ঘাড় নেড়ে ঠোঁটে দাঁত চেপে বলল, শালা আবার ও আমি মাছ ধরি, এই সুযোগে এখিন থেকে জাল লিয়ে কেটে পড়ি।

রতন সামন্ত এই কথা ভেবে পরক্ষণে তার সম্বন্ধীকে বলে উঠল, চলগো দাদা, অত করে তুমি বলছ যখন, তখন আর মাছ ধরে কাজ নাই বঠে।

জামাইয়ের কথা শুনে সম্বন্ধী বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই চল।

তো রতন সামন্ত পুকুর থেকে দু-তিনটে চারা মাছ ধরে এনে নিজের স্ত্রীকে হাঁক মেরে ডেকে বলল, কিগো লতার মা, তুই কুথায় গেলি গো? এই লে, অনেক কষ্টে মাছ ধরে এনেচি বঠে। এই কথা বলে তার ট্যাঁক হতে (ওলাতলে) ছেঁচ তলে মাছ গুলাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

পরক্ষণে রতনের বউ স্বামীর গলা শুনতে পেয়ে ঘর হতে বেড়িয়ে এসে বলল, এই যে, কোথায় তোমার মাছ?

স্ত্রীর কথা শুনে রতন চোখ কপালে তুলে ঘাড়নেড়ে বলল, ঐ তো ওলা তলে পড়ে আছে, তুই দেখতে পাউনি।

রতনের বউ ছোট্ট ছোট্ট তিনটে চারা মাছ পড়ে থাকতে দেখে বলে উঠল, কী তুমি এই টুকু টুকু তিনটে মাছ ধরে এনেছ? তাও বা আবার পুকুরে এক মাছ থাকতে। এই মাছ কার পাতে দেবে বলতে পার তুমি? এমন চিট লোক জন্মেও দেখিনে বাপু আমি। পুকুরের মাছ কত নই ছয় হচ্ছে, আর তবুও কিনা তুমি দুটা চারা।

রতন তার স্ত্রীর কথা শুনে চোখের মুখের ভঙ্গি করে বলতে লাগল, কী করব বল লতার মা? আমি কি আর ইচ্ছে করে মাছ ধরিনি? তোর দাদাদের কেই জিজ্ঞেস করনা, আমি'ত মাছের জন্যে অত অত বড় গোটা পুকুরটাই জাল খিইয়ে খিইয়ে একেবারে আলা হয়ে গেলুমগো লতার মা, তবুও জালে মাছ আর পড়ল নিগো লতার মা, জলের মাছ জলেই রয়ে গেল। দেখ লতার মা, তুই বরং এক কাজ কর। ঐ মাছ গুলাকেই ক্ষুদ্দু ক্ষুদ্দু করে সবারির একটু একটু করে ভাগ করে লে। কী বল লতার মা. আমি ঠিক বলিনি? সবারির আঁশ জল হলেই হবে। এই টুকু হলেও তবুওতো মাছ, কি গো লতার মা? আমি ঠিক কইলুম, নে বঠে? আর তাছাড়া পুকুরের মাছ লই লচ্ছারে যাচ্ছে বলে তোর ভাইদের কি শুধু মাছি খাওয়াব নাকি শালি।

রতনের মুখে এই রকম কথা বার্তা শুনে তার বউতো একেবারে রেগে আগুন হয়ে গেল। কিন্তু স্বামীর এই রকম কথায় রেগে আগুন হলেই বা সে আর কিই বা করবে। আর রাগ করলেই বা কী হবে। সেইতো তাকে এই রকম কিপটে স্বামীকে নিয়েই স্বামীর ঘর করতেই হবে। আর এইভাবে এতদিন বদ স্বামীকে নিয়ে ঘর কন্না করেও এসেছে। তাই রতনের বউ স্বামীর মুখে এই রকম কথাবার্তা শুনে তাকে আর কোন কিছু কথা জিজ্ঞাসা করল না আর স্বামীর সঙ্গে কোন তর্কবিতর্কও করল না, রতনের বউ স্বামীর কথা শুনে স্বামীর কাছ হতে ঘরের ভেতর চলে গেল। স্বামীর সঙ্গে কথা কাটাকাটি হলে পাছে রতন তার বউকে দাদার সামনেই অভদ্র ভাবে বাজে ভাষায় গালি

গালাজ বাখনা-বাখনি করে বসে। সেই ভয়ে রতনের বউ আর স্বামীর সাথে কোন কথা বলল না, স্বামীর কাছ হতে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ল।

তো বাড়ীর মেয়েরা সব জলজায়গা করে যতটুকু তাদের সামর্থ ঠিক ততটুকুই তাঁদের সামর্থ অনুযায়ী যত্ন সহকারে অতিথি আপ্পায়ন করল।

এদিকে রতনের বড় ব্যাটার বউ শ্বশুরকে ডেকে বলল বাবা, আপনিও একবারে খেতে বসে যান না, আপনাকেউ না হয় মামাবাবুদের সঙ্গে একবারে খেতে দিয়ে দিই।

রতন তার বড় ব্যাটার বউয়ের কথা শুনে বলে উঠল, না না আমি এখন খাবুনে, আগে তোরা কুটুম সেবা কর, তার পর না হয় আমি খাব বঠে।

শ্বশুর মশাইয়ের কথা শুনে বাড়ীর বড় বউ শাশুরী মাকে ডেকে বলল, মা তাহলে আপনি ভোলাকে ডেকে দিন, ভোলাকে একহাতে খাইয়ে গোছ করে দিই, আর তার জায়গাটা করেদিন।

রতনের স্ত্রী বাড়ির বড় বউমার কথা মত অতিথিদের সামনে বাড়ির বাগালকে ডেকে বলল, এই ভোলা, তুই কোথায় গেলিরে আয়, তুই একটা জায়গা নিয়ে বসে যাবি আয়। আমি তোকে এক ঘটি জল দিয়ে দিচ্ছি।

এদিকে ভোলা'ত খাবার জন্যে আগে ভাগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে ওঁত পেতে বসে থাকে, আর এখন আছেও। কারণ ভোলা জানে যে, বাড়িতে কোন আত্মীয় স্বজন এলে কারও খাওয়া হও আর না হও তাতে তারি বেশি খাবার সুবিধে হয়। আর সেই জন্যেই ভোলা সবার খাবার সময় বাড়ির কেঁদালে ওঁত পেতে বসে থাকে। আর বাড়ির মেয়েদের খাবার ডাক পেলেই ওমনি ছুটে এসে খাবার জায়গায় বসে যায়, আর তাই ভোলাএবারেও বাড়িতে কুটুম এসেছে দেখে আগে ভাগে থেকেই খাবার জন্যে ওঁত পেতে রেডি হয়ে ঘরের কেঁদালে বসেওছিল। তো বাড়ির বাগালের আসন সব সময় অন্য জায়গাই থাকে। আর এবাড়ির গিন্নী ভোলার নাম ধরে ডাকা মাত্রই ওমনি ভোলা খাবার জায়গায়নিজের আসন পেতে ছুটে এসে বসে পড়ল।

পরক্ষণে নিজের স্ত্রীর কথা শুনে রতন'ত মনে মনে ঠোঁট নাড়াতে নাড়াতে আস্তে করে বিড় বিড় করতে লাগল। আর রতন বিড় বিড় করে বলতে লাগল শালা আমার বলে খেটে খেটে দম নিকালা হয়ে যায় বঠে। আর বাবুরা আমার ঘরে চাকুম মুল্লা খেয়ে টাউ টাউ করে চাকুম চুকুম মুখে শব্দ করে ভাত খেয়ে মরে বঠে।

এদিকে বাড়ির বড় বৌ ভোলাকে থালা ভর্ত্তি এক থালা ভাত এনে দিল। আর রতনের তো তাই দেখে তার চোখ গেল একে বারে কপালে উঠে পরক্ষণে ভোলাকে এক থালা ভর্ত্তি ভাত দিয়েছে রতন'ত তাই দেখে বাড়ির বড় বউমাকে বলে উঠল,

আরে আরে এই টুকু একটা বাগালকে এত ভাত দিও বঠু কেনে? আরে বাবা, উ এত ভাত খেতে পারবে, এখুনি পাতে গাদাকমান্যে ভাত ফেলে রাখবে। এখুনি নষ্ট করবে, ভোলার পাত থেকে ভাত তুলে রাখ বলচি। তুল, বাকি ভাত সে বেলা খাবি। আর শালা বাগালটাও দিনদিন দমকা পাজি হয় বঠে।

মনিবের কথা শুনে ভোলা ঘাড় নেড়ে হাত ঘিরা দিয়ে বলল নাগো বড় বৌদিদি, আমি এই ভাত গুলা সব খেয়ে নুব। আজ আমার দমে ক্ষিদা পেয়েছে গো বড় বৌ দিদি।

রতন সামন্ত ভোলার কথা শুনে কুটুম্বদের সামনে তাকে আরে কিছু বলতে পারল না। রতন ভোলার কাছ হতে সদর দুয়ারে এসে ঘাটের উপর ঠ্যাঙ ঝুলিয়ে বসে সদরের জানালা দিয়ে অতিথিদের খাওয়া দেখতে লাগল।

এদিকে ভোলা ভাত খেতে বসে এই টুকু মাছের লেজা দেখে, মাছের ল্যাজাটা হাতে করে নিয়ে তুলে উপর দিকে তাকিয়ে চোখ দুটো বড়করে বলল, ওরে বাব! এত বড় মাছের ল্যাজা! এই কথা বলে ভোলা মাছের ল্যাজাটা পাতের মধ্যে রেখে দিয়ে চটা পট গপা গপ গালের উপর গাল ভর্ত্তি করে মুখে ভাত তুলতে লাগল।

পরক্ষণে বড় বৌ ভাত এনে অতিথিদের বলে উঠল, মামাবাবু আপনাকে দুটি ভাত দিই?

মামাবাবু ভাত খেতে খেতে হাত ঝেড়ে বলল, হুঁ, হুঁ, অঃ বলছ যখন অত করে দুটি ভাত দাও তাহলে।

আবার বড় বৌ রতনের সম্বন্ধীর শালাকে ভাত দিতে গিয়ে বলল, আর মামাবাবু আপনাকে দুটি?

রতনের সম্বন্ধীর শালা বলল, আমাকে? দাও দুটি তাহলে, তুমি ব'লচ যখন।

এদিকে রতন'ত ঘাটের উপর ঠ্যাঙ ঝুলিয়ে বসে অতিথিদের খাওয়ার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে তাদের খাওয়া দেখতেই রইল। আর তাই দেখে'ত রতন সামন্ত বিড় বিড় করতে করতে বলতে লাগল শালা, রাক্ষস গুলা, আমার ঘরে এসে ক্ষিদে মরে বঠে। আমার বলে কত কষ্টের ভাত। আমি বলে দিন রাত খেটে মরে যাই বঠি। আর উশালারা আমার ঘরে—।

তো ভোলার খাওয়া হয়ে যেতে ভোলা বাঁ হাতে ঘটি আর ডান হাতে থালা বাসন নিয়ে পুকুর ঘাটে ধুতে চলল। আর তাই দেখে'ত রতন করেছে কি ঘাট থেকে উঠে গামচা ঘাড়ে করে নিয়ে ঘাটে গিয়ে ভোলাকে বলল, যা ভোলা, তুই আজকে বেশ ছাড়াটা পেলি, শুধু ঐ শালা শালার ব্যাটার জন্যে।

ভোলা মনিবের কথা শুনে হিহি করে হেসে বলল, বেশ করেছে ওরা তোমার বাড়িতে এসেচে। ভগবান করুন এই কিপটার ঘরে সবদিন যেন কেউ না কেউ আসে তবে'ত বাবারে বাবা, নিজের একমাত্র মেয়ে লতা, লতাটাকেও দুচারটা দিন বেশি করে বাপের বাড়িতে থাকতে পর্য্যন্ত দেয়নি। লতাদির মুখের সামনেই বলে কিনা তোরা এবার বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে যাদিখিনে বাপু। তোরা এবার তোদের শ্বশুর ঘর করগে যা। এমন কিপটে বুড়া জন্মেও দেখিনে বাবা। নিজের মেয়েটাকে পর্য্যন্ত বাপ হয়ে বাপের বাড়িতে থাকতে দেয়নি। দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়।

ভোলার কথা শুনে রতন তাকে গালি দিয়ে বলল, উঁ, এখনত শালা বাপের কালে আমার মত কিপটা দেখিনিত। উঁ শালার যেমন কত বয়স রে শালা, শালা এককোঁটা বাগাল সেও আবার আমাকে বলে কিনা— ·। শালা হরেন খুড়াকে মানে আমাদের হরেণ মুখুজ্যেকে কখনও দেখেছিলি শালা, তাই তুই জানবি। হরেন খুড়া আমার চেয়েও— আর সেই জন্যেই তো তার সিঁন্দুকে কত পয়সা জমাচ্ছিলরে শালা। এককোঁটা বাগাল হয়ে আবার আমাকে বলে কিনা কিপটা। আবার আমাকে জ্ঞান দেয় বঠে শালাবাগাল ......ঐ হরেন মুখুজ্যে আমার চেয়ে কত কিপটা যে শালা হরেন মুখুজ্যে সব মজুরদের খাইয়েও তাদেরও তাদেরকে ক্ষুদ সিদ্ধ করে ক্ষুদ সিদ্ধর বদলে জল সিদ্ধ খাওয়াতরে শালা বাগাল, আর উঁ .... ফোঁটা বাগাল কিনা আমাকে বলে বঠে কিনা।

মনিবের কথা শুনে ভোলা বলল, ঠিকি'ত বলেচি, কিপটেকে কিপটে বলেচি। উঁ কিপটেকে কিপটে বলবেনেত, আবার হাত খোলা বলবে, শালা বুড়ার সবসময় হাত মুঠা কোথাকার।

ভোলার কথা শুনে রতন তাকে গালি দিয়ে বলল, উঁ, শালার খেয়ে দেয়ে তেজ হয়ে বঠে। শালার আবার বলে কিনা, সবদিন কেউ না কেউ ঘরে কুটুম এলেই ভাল, তাহলে যে শালার ব্যাটার হাতে পাঁচ পা। উঁ আমাদের ঘরে কেউ না কেউ ওমনি সবদিন এসবে বললেই হল। শালা হারাম জাদা বাগাল কোথাকার। তোর সাহসত মন্দ নয়, শালা বাগাল হয়ে কিনা তুই আমার সঙ্গে সেই কখন থেকে সমানে কথা বলে চুলু বঠু। তাও আবার মনিবের সামনে।

পরক্ষণে ভোলা রতনের কথা শুনে মনিবের কাছ হতে হিহি করে হাসতে হাসতে থালা বাসন নিয়ে চলে গেল।

এদিকে বাড়ির মেয়েরা বাড়ীর সব ছেলে, পুলেদের খাইয়ে দাইয়ে এবার নিজেরা খেতে যাবে, এমন সময় দেখল যে হাড়িতে ভাত বাড়ন্ত।

আর শাশুড়ীতো হাড়িতে ভাত বাড়ন্ত দেখে সব বৌমাদের বলে উঠল, আরে বৌমা

তোমরা, সব ছেলে পুলের মা হয়ে গেলে, আর এখনও তো তোমরা ঠিকঠাক রান্না বান্না করতেও জানলে না। আবার হাড়িতে কত চাল নিতে হবে তাও তোমরা এখনও জানলেনা পর্য্যন্ত।

শাশুড়ীর কথা শুনে বাড়ির বড় বৌমা বলে উঠল, না মা আমিও ঠিকি মেপে মেপেই চাল নিয়েছিলুম, তবুও যে কেনো এতো ভাতের বাড়ন্ত হল।

বড় বৌমার কথা শুনে শাশুড়ী মা বলল, ঠিক আছে, ঠিক আছে, যা হবার তা হয়েচে, এখন তোমার শ্বশুরের জন্যে ভিক্ষে ভাত বেড়ে রেখে দিয়ে বাকি ভাত আমাদের তিন শাশুড়ী বউ এর জন্যে বেড়ে নিয়ে এস, আমরা তিন শাশুড়ী বউ মিলে বাকি ভাত ভাগাভাগি করে ওকেই এখন খেয়ে নিই। চলে এস সববৌমারা। অনেক বেলা হল। তোমরা আর দেরী করনা।

সারাদিন খাটা খাটুনির পর বাড়ির বৌদের কী আর কিপটে শ্বশুরের জ্বালায় এই টুকু খাবারে পেট ভরে? কিন্তু বাড়ির বৌয়েদের এতে কিছু করার নেই। তাই বাড়ির বৌয়েরা ঐ আধপেটা খাবার খেয়ে দেয়ে হড় হড় করে গলায় জল ঢেলে পেট ভর্ত্তি করে নিয়ে এঁটো বাসনপত্র গুটিয়ে নিয়ে পুকুর ঘাটে বাসন ধুতে উঠে চলল।

এদিকে মেজবৌ বড় বৌ মিলে ঘাটে বাসন ধুতে লাগল। মেজ বউ ঘাটে বসে ধুতে ধুতে বড় বৌকে বলল, জানগো দিদি, এই ভাবে এই কিপটা বুড়ার ঘরে সারাদিন খাটাখাটুনি করেও যদিনা আমরা দুটি পেট পুরে খাবার টুকুও পর্য্যন্ত না পাই, তাহলে আমাদের খুব শীঘ্রই শ্মশানে যেতে হবে গো দিদি।

মেজবউ এর কথা শুনে বড় বউ বলল, আঃ মেজ। তুই মুখ পুড়ি কী সব অলক্ষ্যনে কথা বলছিস? আবার শ্বশুর মশাই গুরুজন মানুষ। আর শ্বশুর মশাইকে কিনা তুই কিপটে বুড়া বলছিস।

বড় বৌ এর কথা শুনে মেজ বৌ কপাল তুলে ভ্রু কুঁচকে বলল, দেখো দিদি যা সত্যি আমি তাই বলচি, এই ভাবে আমাদের অত কাজ করে কী। আর না খেয়ে দেয়ে বাঁচা সম্ভব? না আর কোন মানুষ বাঁচাতেই পারে?

পরক্ষণে বড় বৌ একটু খানিক ভেবে চিন্তে বলে উঠল, আচ্ছা মেজ, আমিত বেশি করেই চাল মেপে নিয়েছিলুম, তবুও কেনো যে এতো ভাতের বাড়ন্ত হল বল দিখিনে মেজ?

বড় বৌ এর কথা শুনে মেজ বৌ তার চোখ দুটো বড় বড় করে গোল্লা পাকিয়ে হাত নাড়তে নাড়তে বলল, জানগো দিদি আমার মনে হয় সব ঐ কিপটা বুড়ারি কাজ। আমি আর এইভাবে বেশিদিন এই কিপটা বুড়ার শ্বশুর ঘর করতে পারবনে। এবারে

তোমার দেওর বাড়ি আসুক, বাড়ি এলেই ও আমি তোমার দেওরকে মুখের ওপর রাফ সাফ বলে দেব, আমায় এবার বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দাও ও আমার দ্বারাই তোমার কিপটে বাপের ঘর করতে পারব না, আর আমার দ্বারাই হবেও না।

মেজ বৌ এর কথা শুনে বড় বৌ হেসে বলল, মেজ, তোকে আমার দেওর বাপের বাড়ি পাঠাবে?

বড় বৌ এর কথা শুনে মেজ বৌ মুখ বাঁকিয়ে বলে উঠল, হুঁ, আর বলি হারি, আর এই বাড়ির ছেলে গুলাও হয়েচে তেমনি। কিপটা বাপের কথায় উঠ আর বস। উঠ আর বস। আর শুধু কি কিপটা যাকে বলে এক নম্বর চুয়াড়টা তুমি যাই বল দিদি, এমন শ্বশুর কিন্তু দেখা যায়নি, যে বাড়ির বৌদের সব সময় তুই তাক্ষা করে কথা বলে চলেছে। আর এই বাড়ির ছেলে গুলোও এমন না, ঐ চুয়াড়, কিপটা বুড়া বাপের কথায় উঠ বস করেই চলেছে। মাসের শেষে যা মাইনা পায় তাও আবার সব মাইনা ঐ কিপটা বাপের হাতে এনে তুলে দেয়। হুঁ, যেমন চুয়াড় শ্বশুর তেমনি হাড় গিলাও দেখতে।

মেজ বৌ এর কথা শুনে বড় বৌ মৃদু হেসে বলল, মেজ, তাদের কী আর দোষ বল, সেতো সব ঘরের ছেলেরাই বাপের হাতে টাকা এনে তুলে দেয়, এটা কী আর নুতুনরে মেজ?

মেজ বৌ বড় বৌ-এর কথা শুনে, বলল, হুঁ, যতসব আদিক্ষেতা।

পরক্ষণে বড় বৌ একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, চল মেজ, এবারে ঘরে চল, অনেকখানি বেলা গড়িয়ে গেল, আবার শ্বশুর মশাইকে খেতে দেবার সময় হয়ে এসেচে।

এদিকে এইবার বেলা গড়িয়ে এসেচে। তাই রতন খুড়ার এবার খাবারও সময় হইয়েছে।

এদিকে আবার বাড়ির দুই বৌ-ই চুয়াড় শ্বশুরের ভয়ে শ্বশুর মশাইকে আজ আর ভাত খেতে দিতে গেল না, সেই জন্যে বড় বৌ শাশুড়ী মাকে ডেকে বলল, মা আপনি আজ বাবার ভাতের থালাটা ধরে দিয়ে আসুন, না হলে আবার আমাদের যা নাই তাই ভাষা বলবে।

এদিকে আবার রতন সামন্ত'ত রাতের অন্ন দিনের শেষে একে বারে খাওয়া সেরে ফেলে, রতন খুড়া রাতের জন্য আর আহারাদির ঝামেলার ব্যবস্থা রাখে না। রাতের খাবার একেবারেও খেলে সেতো যে কেউ বেশি খাবার খাবেই। তাই রতন খুড়ার ঐ একথালা ভাতে কি আর পেট ভরে? ঐ এক থালা ভাতে রতন খুড়ার পেট আর ভরল না। এক থালা ভাতে রতন খুড়ার পেট না ভরতেই এবাড়ির গিন্নীকে অর্থাৎ তার স্ত্রীকে

ডেকে বলল, কিগো লতার মা, তুই আমাকে ভাতের থালা ধরে দিয়ে কুথায় গেলিগো? আমাকে আর চারটি ভাত দিয়ে যানা গো লতার মা।

গিন্নীতো স্বামীর কথা শুনতে পেয়ে একটু কাছে এসে মাথার ঘোমটাটা আরও একটু সামনের দিকে টেনে নিয়ে একগাল পান চিবোতে চিবোতে বলল, তোমাকে এখন আর অত ভাত খেতে হবেনে। আজ ভাত বাড়ন্ত। উঠে হাত মুখ ধুয়ে এক ঘটি জল খেয়ে নাওগে যাও। দেখবে তাহলেই পেট ভরে যাবে।

স্ত্রীর কথা শুনে রতন বলল, কেনোগো, সে কিগো লতার মা? হাত ধুয়ে লিব কি গো? তুইত জানুলতার মা, আমি'ত আবার রাতের অন্ন দিনে একে বারে সেরে ফেলি।

লতার মা একটু খানিক রাগান্বিত হয়ে মেজাজ দেখিয়ে বলে উঠল, বললাম না, হাড়িতে আর ভাত নেই। আজ ভাত বাড়ন্ত। এখন খাবার থালা থেকে উঠে গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে নিগগে যাও। আবার না হয় রাতের বেলা খেও।

গিন্নীর কথা শুনে'ত রতন বলে উঠল, কী রাতের বেলা? বলিও ও লতার মা, আমি কি কখনও রাতের বেলা ভাত খাই?

রতনের কথা শুনে গিন্নী বলল, রাতের বেলা তোমাকে ভাত না খেতে কে মাথার দিব্যি দিয়েচে শুনি?

তো রতন তার বউ এর কথা শুনে নিজের স্ত্রীকেই গালি দিয়ে বলল, শালিদের'ত আর রোদে জলে পুড়ে খাটতে হয়নি, মুখের সামনে হাতের গোড়ায়সবকিছু আওজানা পেয়ে যাচ্ছে। আর সব শালিরা রাশি রাশি সারাদিনে চারবার পাঁচ বার করে খেয়ে দেয়ে আমাকে একেবারে সর্বশান্ত করে দেয় বঠে গো, আর সব শালিরা বলে কিনা, আমার বেলায় যত ভাত বাড়ন্ত।

লতার মাতো স্বামীর কথা শুনে দাঁত চিপে বলল, তিনবার চারবার না খেতে, তোমাকেই বা কে মাথার দিব্যি দিয়েচে শুনি? নিজের ছেলে পুলেরা খাচ্চে, নাতি নাতনিরা খাচ্চে তাতেও তোমার কপালে চোখ উঠে যাচ্ছে না, তাওতো আবার ছেলে তিনটা বাইরে বাইরেই থাকে। তারা তোমার এই ঘরের ভাত কদিনি বা খায় শুনি? এমন হাড় গিলে কিপটে বুড়া দেখা যায় নারে বাবা।

পরক্ষণে রতন আবার নিজের বউকে গালি দিয়ে বলল, আহাদেখো, মাগীদের খেয়ে দেয়ে গায়ে বল হয়েছে দেখো? আমি বলে সারাদিন মাঠে গোঠে খেটে খেটে মরিবঠি। আর আমারি বেলায় বলে কি ভাত নাই। শালি আমারি বেলায় যত আধ পেটা না?

লতার মা বলল, আজকে বউমারা হাড়িই কম চাল তুলেচে, আজকে সবাই আধ পেটায় খেয়েচে।

রতন খুড়াতো বউ-এর কথা শুনে মুখের ভঙ্গি করে বলল, উঁ সবাই আধপেটা খেয়েচে, আমাকে ওমনি মিথ্যা কথা বললেই হল, আমি দেখিনে যেমন, আমি বলে সদর থেকে জানলা দিয়ে খাটে বসে বসে দেখলুম বঠে। সবাই দুবার তিনবার, যতবার খুশি ভাত লিয়ে খায় বঠে। আবার ঐ টুকু একটা বাগাল, তাকেও তো তোর ঐ বড় ব্যাটরে বউ এক থালা ভর্ত্তি রাশ করে এনে ভাত দিল। আর বাগালটাও ওমনি অত ভাত দিবার সঙ্গে সঙ্গে গিলে লিল। যত সব লক্ষ্মীছাড়া গুলাইকি আমার কপালে এসে হাজির হয় বঠে। হাই হাই হাইরে। আমাকে এর সবর্বশান্ত করে তবে ছাড়বেরে।

স্বামীর কথা শুনে লতার মা বলে উঠল, হ্যাঁ হ্যাঁ, সবাই লক্ষ্মী ছাড়া আর তুমি হলেগে ঘরের লক্ষ্মী। এই আমি তোমায় বলে দিলুম। তোমার জন্যেই আমাদের বাড়িতে একদিন না একদিন ঠিক একটা অঘটন ঘটবেই। বাপরে বাপ মানুষ না কী। ভদ্র বাড়ীর মেয়ে গুলাকে এ বাড়িতে এনে কি শাস্তিই না দিচ্ছে।

রতন তার স্ত্রীর কথা শুনে বলে উঠল, উঁ, ভদ্য ঘরের বৌ, ওদের বাবাদের অনেক ভাগ্য ভাল, আমার মত ঘরে ওদের মেয়াছেনাকে দিয়েচে। এত বড় দিল্লাত ঘর, এত সম্পত্তি ওদের বাবাদের আছে, না ওদের বাবারা পাবে কুথায় শুনি? শুধুকি তাই, আবার মুখের গড়ায় সব কিছু আওজানা আছে, তাতেও বাবুদের সব মন পোষেনি। হুঁ, বলি তোর ব্যাটার বউদের বাপেরা কি কখনও আমার মতে এত সম্পত্তি দেখেছে। না ওদের এত সব কিছু আছে।

রতন এইভাবে এঁটো হাত নিয়ে উবু হয়ে বসে পাতের গড়ায় সমানে নিজের বউ এর সাথে দীর্ঘক্ষণ ঝগড়া করে যেতে লাগল।

পরক্ষণে লতার মা, মাথার ঘোমটা সামনের দিকে টেনে নিয়ে বলল, বাপরে বাপ, এত বজ্জাত লোক পৃথিবীতে একটার বেশি আর দুটা মিলবে না। এমন হাড় গিলে কিপটে লোক জন্মেও দেখিনে বাবা। ভাগ্যিস আমার দাদারা খেয়ে দেয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলে গেছে, না হলে শুনলে পারে, আমার দাদার শালা কি যে মনে করত, কে জানে?

এদিকে এবাড়ির বড় বৌ যেখানে থাকে মেজ বৌও সেখানেই থাকে। দুই বৌ-ই সব সময় একি জায়গায় জুটি বেঁধেই থাকে। তাই দুই বৌ মিলে শ্বশুর মশাইয়ের এঁটো থালা নিয়ে আবার পুকুর ঘাটে ধুতে চলল, আর দুই বউ-এর যত কথা হয় ঐ পুকুর ঘাটেই। তো বাড়ির বড় বৌ বাসন ধুতে ধুতে মেজ বউকে বলল, আচ্ছা মেজ, তুই-ই বলত? আমিযে সাড়ে তিনসেরের জায়াগায় চার সের চাল নিলুম তবুও কেনোযে এত ভাতের বাড়ন্ত হল বল দিখিনে মেজ? তাও আবার সবদিন। এই দেখনা মেজ, আমিকি সবদিনই তরকারি এত এত নুন দিয়ে রান্না করি নাকি? তাই তরকারি সবদিন

এত নুন হবে? তাও আবার লোকের এক আধদিন হয়। এযে আবার দেখছি সবদিন, নুনে তো মুখ একে বারে পুড়ে যায়? তরকারি একটুও কেউ মুখ দিতে পারেনে? আবার তবকারি খেলেতো মনে হয়, সবজির জায়গায় যেন নুনেরি তরকারি হয়েচে। তাও আবার... ঘরের লোকের রান্না হলে নয়, মজুরা সব আমাদের বাড়িতে কাজ করলেই হয়।

বড় বৌ এর কথা শুনে মেজ বৌ তার হাত নেড়ে মুখের ভঙ্গি করে বলে উঠল, জানলে দিদি, কেনো যে এমন হচ্চে, আমিও তো তাই ভাবছি। কী করে যে এমন হয়? শালা শ্বশুরটা কবে যে মরবে, তবে আমার গায়ে হাওয়া লাগবে। দুটা বেশি করে মনের সুখে কোন কিছু খেতে পর্য্যন্ত পাবুনে। যত শালা ঐ কিপটা বুড়ার জ্বালায়?

বড় বৌ মেজ বৌ এর কথা শুনে বলল, আঃ মেজ, এ কথা কখনও আর মুখে আনিবিনে, শ্বশুর মশাই এমন কথা যদি কখনও শুনে না, তাহলে আমাদের আর রক্ষে রাখবেনে।

তবুও মেজ বৌ কথা বলতে আর ছাড়ল না, জায়ের কথা শুনে আবার বলে উঠল, নাগো দিদি, তুমি যাই বল, আমার'ত সবসময় ঐ কিপটা বুড়াটাকেই কেমন যেন সন্দেহ সন্দেহ হয়। জান দিদি, আমার মনে হয় ঐ সবের মূলে ঐ কিপটা বদমায়িস পাজি বুড়াটারি হাত আছে, না হলে আমাদের ঘরে কেই বা এমন আছে বলত দিদি, যে এই রকম কাজ করবে? আর তাছাড়া ঘরের সব ছেলেরা তো যে যার সে তার কাজে সব সময় বাইরের কাজে ব্যস্ত। তারাতো ঘরে মাসে একবার আসে। তাও আবার দুচারদিনের বেশি, এই কিপটা বুড়ার অন্ন গিলার জো নাই।

মেজ বৌ-এর মুখ হতে এইরকম কথাবার্তা শুনে বড় বৌ বলল, আঃ মেজো, আমি বললাম না তোকে চুপ করতে।

মেজ বউ আবার বলে উঠল, সত্যি দিদি আমাদের কপালে এই লেখাছিল। আর দেখো দিদি, সব ছেলে গুলানও হয়েচে তেমনি, বাপ যা বলচে তাই শুনে চলেছে। হুঁ, ছোট দেওরকে অনেক ভালো বলতে হয়। সে তার কিপটা বাপকে টিকিটিও পাত্তা পর্য্যন্ত দেয় না।

বড় বৌ মৃদু হেসে বলল, সে তুই যা বল মেজো, আমাদের শাশুড়ী মা কিন্তু খুব ভাল, একে বারে মায়ের মতো। নিজের মায়ের চেয়েও অধিক।

মেজ বউ বড় বউএর কথা শুনে বলল, যা বলেচ দিদি, ভাগ্যিস শাশুড়ীমাটা ভাল। শ্বশুর মশাইয়ের মত হলে নইলে যে আমাদের কি দুর্গতি নাই হোত?

বড় বৌ হেসে বলল, চল, মেজো, সন্ধ্যে হয়ে এল বলে কথা, এবার বাড়ি চল। ওদিকে আবার.....।

মেজ বৌ বলল, হ্যাঁ এবার চল দিদি, নইলেতো ঐ বুড়া আবার—।

রতন খুড়ার ছেলেরা সব বাইরে কাজ করে। তাই মাস-এর শেষ হলেই প্রতিমাসের শেষে ছেলেরা সব তাদের বেতন নিয়ে ঐ একটি বারই বাড়ি আসে। আর সব ছেলেরা তাদের বাইরে থাকার খরচ খরচা বাদে বাকি টাকা (মাইনা) তাদের কিপটা বাপের হাতে তুলে দেয়। আর সেই সঙ্গে নিজেদের ছেলে পুলে ও সহধর্মীনিদের সঙ্গে দুচার দিন এক সঙ্গে বাড়িতে দিন কাটিয়েও যাই।

আবার রতন খুড়ার ছেলেরা বলতে তো বড় ছেলে আর মেজ ছেলে কে বোঝায়। রতনা খুড়ার তিন নম্বর ছেলে অর্থাৎ রতনের ছোট ছেলে যদিও বা রয়েচে। সেতো তার কিপটা বাপকে, নিজের টিকিটিও পাত্তা পর্য্যন্ত দেয়নি।

তো মাস শেষ হতেই প্রতিমাসের মতো এমাসের শেষে এবারেও রতনেব ছেলেরা সব বেতন নিয়ে বাড়ি ফিরল। ছেলেরা বাড়ি ফিরতেই রতন নিজের থেকেই তার বউকে ডেকে বলল, কি গো লতার মা, বিমলার মা, তোর দুই ব্যাটাযে ঘরে এল, তো এরা সবাই কুথাই গেল? তোর ব্যাটারা আমার কাছে এসে এখনও যে হাজিরা দিলনেগো লতার মা?

স্বামীর ডাকে লতার মা বলল, হ্যাঁ এসেছে, তাতে তোমার কি হয়েছোটা শুনি?

রতন বউয়ের কথা শুনে বলল, দেখ লতার মা, তোকে আর আমাকে অত দাঁত কিস কিসাতে হবেনে। যা তুই এবার তোর ব্যাটাদের দিকে আমার কাছে পাঠি দিবি যা দিখিনে বঠে।

রতনের কথা শুনে লতার মা তার স্বামীকে বলল, কেনো, তুমি টাকা গুনবে, আর তুমি নিজে গিয়ে ব্যাটাদেরকে ডেকে টাকার কথা বলতে পারনা? আবার আমার হাত দিয়ে টাকা চাইবার কথা বলা হচ্ছে না? বলি এরা কি তোমার ছেলে পুলে কেউ নয়? ছেলেদের উপর তোমার মনে কি একটুকুও কোন মায়া দয়াও নাই? বুঝেছি, এইবার টাকা গুনবার সময় হয়েছে না, সেই জন্যেই ছেলেদের খোঁজ নেওয়া হচ্ছে না? কই আর তো সারামাস ছেলেদের কোন খোঁজ নাওনে? ছেলে পুলেরা সব কোথায় আছে, কেমন আছে, কী খাচ্ছে কই সেদিকেতো খোঁজ নাওনি? আবার এখন ছেলে গুলাকে আসতে পর্য্যন্ত তর দেয়নি, তারা কতদূর রাস্তা গাড়ি চড়ে এসেচে, কোথায় ছেলে গুলা হাত মুখ ধুয়ে দুটি মুখে খাবার তুলবে, না করে ছেলে গুলা আসতে না আসতেই বাবুর ওমনি হাতে থুতু দিয়ে টাকাগুণবার সময় হয়ে গেছে না?

রতন'ত বউয়ের কথা শুনে নিজের স্ত্রীকেই গালি দিয়ে বলল, ধুস শালি, ব্যাটা ছেনা হয়েছে কিসের জন্যে শুনি? ব্যাটা ছেনা হয়েছে তো টাকা রোজগারের জন্যে।

তার উপর আবার ব্যাটা ছেনা। বলি ব্যাটা ছেনাদের আবার খোঁজ করতে হয় নাকি শুনি? শুধু তোর ঐ ছোট ব্যাটা নির্ম্মলাটাই ফাঁকে ফাঁকে ঘুরে বেড়াচ্চে। আর আমাকে ফাঁকি দিয়েও মারে বঠে। আমাকে আর আজ পর্য্যন্ত তোর ছোট ব্যাটা একটা টাকাও আমার হাতে তুলে দিলনে গো। আর আমার মনে হয় শালা ব্যাটা নির্ম্মলাটা আমার হাতে কুনুদিনি একটা কানাকড়ি তুলে দিবেও নে। আমায় ফাঁকি মেরেই ঘুরে বেড়াই বঠে শালা নির্ম্মলাটা, আর তোর ছোট ব্যাটাটা আমাকে গোল্লাও দেখাবেও। দাঁড়া শালা নির্ম্লা আমাকে কত ফাঁকি মারা আমি তোকে দেখে তবে ছাড়ব, নইলে আমার নাম রতন সামন্তই নয়। শালা নির্ম্মলা কত আমাকে গোল্লা দেখাও বঠু?

স্বামীর কথা শুনে লতার মা বলে উঠল, উঁ, গোল্লা দেখাবেনেত কি, বেশ করেচে, তোমায় আমার নির্ম্মল একটা কানা কড়িও ছোঁয়াইনে, উঁ, ওরা সারামাস টাকা রোজগারের জন্যে কোথায় পড়ে থাকে তার একটুও খোঁজ নেয়না যে, তার হাতে কি ওরা টাকা তুলে দেবে শুনি? উঁ মুখের থুতু বের করে হাতে মাখিয়ে খাটে বসে বসে ঠ্যাং হেলিয়ে খুব টাকা গুনবে না?

লতার মায়ের কথা শুনে রতন তার বউকে আবার গালি দিয়ে বলল, দাঁড়া শালি দাঁড়া, তোর ছোট ব্যাটারও মাথায় একটি বার কুনু রকমে টুপিটা পড়াতে দে, তারপর তোর ছোট ব্যাটাকে দেখব, কত আমার হাতে একটা কানা কড়িও দেয়নি, ফাঁকে ফাঁকে ঘুরে বেড়ায় বঠে। তখন আমি তোর ঐ ছোট ব্যাটাকে দেখে তবে ছাড়ব। তোর ঐ ছোট ব্যাটা তখন আমাকে কানাকড়ি না দিয়ে কুথায় যায়। তখন দ্যাখব বঠে।

রতনের স্ত্রী তার স্বামীকে ভেঙচি কেটে বলল, উঁ, আমার ব্যাটারা ছিল বলে সেই তরে তোমার ঐ সিন্দুকে অত টাকার গরম না?

স্ত্রীর কথা শুনে রতন বলল, উঁ, তোর ব্যাটারা ঢের তো টাকা রোজগার করে, তার আবার দেমাক, বলি তোর ছোট ব্যাটার বিয়া হলে, তোর ঐ বড় ব্যাটা মেজ ব্যাটাদের মত দুটা করে ছেনা পেনা হলে তখন তোর ঐ ছোট ব্যাটা ছেনা পেনা বউ বাচ্চা কাচ্চাকে লিইয়ে গিয়ে কুথায় রাখবে, আবার কী খাওয়াবে শুনি?

স্বামীর কথা শুনে লতার মা বলল, ভারী ভঙ্গি ছাড়া লোকরে বাবা, তখন আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেইচে, এখন আবার ছেলে বউদের জ্বালিয়ে মারচে।

রতন আবার তার বউ-এর কথা শুনে গালি দিয়ে বলে উঠল, আঃ ধূরশালি তুই এখন যা দিখিনে শালি, বেশি বড় বড় কথা না বলে, গিয়ে তোর ব্যাটাদেরকে এখন আমার কাছে পাঠিয়ে দে,

এই কথা বলে রতন খাটের উপর বসে অঙ্গভঙ্গি করে ঠ্যাং হেলাতে লাগল। লতার মা তাঁর স্বামীর কথা শুনে, স্বামীকে গালি দিয়ে দাঁত চিপে বলল, তোমার মুখে আগুন।

পরক্ষণে রতনের বৌ ছেলেদের নাম ধরে ডেকে বলল, হারে বিমল, শ্যামল তোদেরকে তোদের বাপ ডাকচেরে।

এদিকে রতন খাটে বসে নিজের ঠ্যাঙ দুলাতে দুলাতে উঠে বলে উঠল, না, একটু ঘরের ভিতর দিয়ে যাই, সব শালাদের মতি গতি মোটেই ভাল নয় বঠে। এই কথা বলে রতন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল।

এদিকে বিমল মায়ের কথা শুনে বলে উঠল, আচ্ছা মা, বাবা আমাদেরকে কেনো ডাকচে, আমরা জানিত নাকি? টাকার জন্যে তো? আচ্ছা মা, তুমিই বল? এই সবেমাত্র অত দুর রাস্তা এসেচি। বাড়ি ফিরে আগে দুটি কিছু মুখে দিই, তারপর না হয় বাবাকে গিয়ে বাবার হাতে টাকাটা দিয়ে আসব।

দাদার কথা শুনে মেজ ভাই শ্যামলও বলে উঠল, মা দাদা ত ঠিকি বলেচে, বাবা এত বদমায়িস কেনো বলত? বাবা যে সব সময় অত টাকা টাকা করচে, বলি বাবাকি টাকা সঙ্গে করে নিয়ে স্বর্গে যাবে নাকি শুনি?

এদিকে এমন সময় রতন ছেলেরা সব কি করচে, তাই দেখতে ঘরের ভেতর প্রবেশ করল, আর রতন'ত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেই তার মেজ ছেলের মুখ হতে স্বর্গে যাবার কথা শুনে, ওমনি আচমকাই ছেলেকে গালি দিয়ে বলে উঠল, কী, কী বললি হারামজাদা, আমি বদমায়িস? আবার আমি টাকা সঙ্গে করে লিয়ে স্বর্গে যাব, হ্যাঁ বলি তুই কি আমার মরণ কামনা করচু নাকি শুনি? ব্যাটা হয়ে কিনা তুই আবার বাপের মরণ কামনা করু। আরে যে ব্যাটা বাপের মরণ কামনা করে তার চেয়ে এমন ব্যাটা থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল, আবার ভদ্দর কথায় আমাকে গালি দেওয়া হচ্ছে না? আবার তিন মা ব্যাটাই মিলে আমাকে স্বগ্যে যাবার ব্যাবস্থা করা হয় বঠে না?

শ্বশুর মশাইয়ের চিৎকার শুনে'ত দুই বউ ও রান্না ঘর হতে ঘটনা স্থলে ছুটে এসে সব কথা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগল, আর মেজ বউতো শ্বশুর মশাইয়ের কথা শুনে মুখ ঘোরাতে লাগল।

তো পরক্ষণে লতার মা, তাঁর স্বামীর কথা শুনে বলে উঠল, আঃ, তুমি কেমন বাপ বলত? টাকার জন্যে ছেলের মরণ কামনা করচ? আর তাছাড়া ও তোমাকে কখনি বা গালি দিল? তাছাড়া ও তো সত্য কথাই বলেচে।

রতন তার বউ এর কথা শুনে অঙ্গ ভঙ্গি করে বলে উঠল, আচ্ছা লতার মা, তুইয়ি বলত? আমি যে টাকা কড়ি গুলা যত্ন করে মাসের পর মাস আমার ঐ সিন্দুকে গোছ করে তুলে রাখি বঠি। তা সবি কার জন্যে বলত? তোর জন্যে, না আমার জন্যে? না আমার ঐ লতার জন্যে? এই সব টাকা'ত যত সব তোর এই হারাম খোর ব্যাটাদেরী জন্যে।

লতার মা বলে উঠল, আঃ, তুমি এখন যাওতো।

পরক্ষণে রতন, আঙ্গুল হেলিয়ে তার বড় ছেলে বিমলকে বলতে লাগল, এই বিমল দে, এ মাসের মাইনা এনে আমার হাতে দে বলচি?

বাপের কথা শুনে বিমল বাধ্য ছেলের মত গড় গড় করে বলে উঠল, দিচ্ছি বাবা, তুমি একটু দাঁড়াও আমি এখুনি স্যুটকেশ থেকে টাকা গুলা বের করে এনে তোমার হাতে দিচ্ছি।

রতন'ত ছেলের কথা শুনে বলল, উঁ, আবার স্যুটকেশের মধ্যে টাকাকে গোছ করে রাখা হয়েছে বঠে।

পরক্ষণে রতন, তার মেজ ছেলে শ্যামলকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে গালি দিয়ে বলে উঠল, হারাম জাদা, তুই আবার আমার মুখের দিকে হাঁ করে দাঁড়িয়ে কি দেখু বঠু? যা, এমাসের টাকাগুলা আনগে যা বলচি।

বাপের কথা শুনে শ্যামল বাপকে মুখে কিছু বলতে না পেরে, রেগে আগুন হয়ে জ্বলে যেতে লাগল আর রেগে গিয়ে বাপের কাছ হতে চলে যাবার সময় বলেউঠল হুঁ।

এদিকে আবার রতনের দুই বউমাও দূর হতে দাঁড়িয়ে শ্বশুরের সব কথা শুনছিল। তার থেকে থেকে রতনের বড় বৌমা শ্বশুরেরর কথা শুনে মুখে হাতে দিয়ে ফিক ফিক করে হেসে চলল, কিন্তু মেজ বৌ শ্বশুর মশাইয়ের কথা শুনে একেবারে রেগে জ্বলে যেতে থাকল। পরক্ষণে দুই বউমা সেখান হতে প্রস্থান করল। আর তার সাথে সাথে মেজ বউ মুখের ভঙ্গি করে বলে উঠল, হুঁ।

তো পরক্ষণ বাদে বিমল টাকাগুলো এনে বাপের হাতে দিয়ে বলল, এই নাও বাবা।

রতন'ত তার বড় ছেলে বিমলের হাত থেকে টাকা গুলো নিয়ে থুতু দিয়ে গুনতে লাগল, রতন টাকা গুলো থুতু দিয়ে গুনে বিমলকে বলল, হারে বিমল এ মাসের মাইনা এক কম দেখছি কেনে?

কিপটে বাপের কথা শুনে বিমল বলে উঠল, বাবা, আমি বাড়ি আসার পথে লতার ঘর গিয়েছিলুম। আমি যখন লতার ওখানে গিয়েছিলুম তখন লতার ছেলের শরীরটা খুব খারাপ ছিল কিনা, তাই ওখানে আমার বাড়ি আসার পথেই অনেক গুলা টাকা খরচ হয়ে গেছে বাবা।

বড় ছেলের কথা শুনে রতন বলে উঠল, উঁ, নিজে পাইনি খেতে, আর লতাকে গেছে দিতে। বলি, তার জন্যে'ত জামাই আছে। আমি কি এমনি এমনি অত গুলা টাকা

খরচ করে লতার বিয়া দিয়েচি? শুন বিমল তুই যা টাকা দিয়েচু দিয়েচু। আর কাউকে কুনুদিন আমাকে না বলে কারও হাতে টাকা দিবিনে। যা তুই এবার হাত মুখ ধুয়ে খাগে যা।

পরক্ষণ বাদে রতনের মেজ ছেলে শ্যামলও টাক গুলো এনে বাপের হাতে তুলে দিল। শ্যামল তার বাপের হাতে টাকাগুলো তুলে দিতে ঐ একি ভাবে রতন মুখ থেকে থুতু বের করে নিয়ে হাতে থুতু দিয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে মুখের শব্দ করে টাকাগুলো গুনতে লাগল। টাকা গুলো গুনে রতন বলল, হারে শ্যামল তোরও এবারে টাকা কম দেখছি যে। তোদের দুই ভাইয়ের এবারে কী ব্যাপার বলত ? বিমল'ত না হয় লতার ব্যাটার শরীর খারাপ হয়েছিল বলে সেখিনে অনেক গুলা টাকা খরচ করে এসেছে। কিন্তু তুই আবার কাকে দিয়ে এলি শুনি? বলি তোরা কি দুই ভাইয়ে যুক্তি করেচু নাকি ব'লত? না তোদের আগে থেকে সব কথা ঠিক ঠাক হয়েছিল বঠে?

শ্যামল বাপের কথা শুনে গলা খেঁকিয়ে বলে উঠল, দেখো বাবা আমিত চোরের ভয়ে সব টাকা এক কাছে কোনদিন রাখিনি, তাই আমি প্রতি দিনের মত আজও আমার জামার বুক পকেটে আর প্যান্টের পকেটে টাকা গুলো ভাগাভাগি করে রেখে ছিলুম। কিন্তু বাবা আমি আসার পথে আমার বুক পকেট থেকে টাকাটা ছিনতাই হয়ে গেল। এই দেখোনা বাবা, আমি সত্যি বলচি, আমার জামার বুক পকেটটানা এখনও কাটা।

রতন ছেলের কথা শুনে নাকি সুরে কাঁদো কাঁদো ভাবে বলল, আমিত জানি, লোকের রাতের বেলা টাকা ছিনতাই হয়। কিন্তু তোর যে আবার দিনে দুপুরে টাকা পকেট থেকে ছিনতাই হয়ে গেল। হ্যাঁরে শ্যামলা তুই টাকাটা সরিয়ে রেখে দেও নিত?

বাপের কথা শুনে শ্যামল বলল, না বাবা তুমি বিশ্বাস কর টাকাটা সত্যিই পকেট থেকে চুরি হয়ে গেছে, আর কোন বারে এই রকম হইয়েছেকি, তুমি বল বাবা?

রতন ছেলের কথা শুনে ঘাড় নেড়ে বলল, ও তাই বল, টাকাটা তোর পকেট থেকে চুরি হয়ে গেছে, তো কই দেখি কুথায় তোর পকেট কাটা?

তো রতন সত্যি সত্যিই জামার পকেট কাটা দেখে ছেলেকে বলল, আঃ এইবার থেকে টাকা ভাল করে সাবধানে রাখবি, তোর দাদার মত স্যুটকেশে করে টাকা ভরে তবে আনবি, এবারে শুধু শুধু সব টাকা গুলা জলে গেল গো। যা এবারের টাকা গুলা সব জলেই গেল। হ্যারে শ্যামল তুই সত্যি সত্যিই ইচ্ছে করেই টাকা গুলান সরি দেও নিত?

রতনের কথা শুনে লতার মা বলে উঠল, আঃ মরণ, কেউ কখনও নিজের জামা ঐ ভাবে কেটে নষ্ট করতে পারে।

রতন শ্যামলকে বলল, হারে শ্যামল তুই সত্যি বলু বঠু তরে? যে তোর পকেট থেকে সত্যি সত্যিই টাকা গুলা ছিনতাই হয়ে গেছে বঠে।

বাপের কথা শুনে ছেলে বলল, হ্যাঁ বাবা, তুমি বিশ্বাস কর, আচ্ছা বাবা, তুমিই বল, তোমার হাতে তো এতদিন টাকা এনে দিচ্ছি আজ পর্য্যন্ত কোনদিন এই রকম হয়েছে।

তো রতন ছেলের কথা শুনে মুখের ভঙ্গি করে কাঁদো কাঁদো ভাবে বলল, যা, এবারে সব টাকা গুলা তাহলে জলেই গেলরে, ওরে বাবারে কত গুলা টাকা আমার সিন্দুকে ঢুকবার কথাছিলরে, এবারে সব লসে গেলরে।

মেজ ছেলে তার সামনে দাঁড়িয়ে মাকে দেখে তো রতন পরক্ষণে শ্যামলকে বলে উঠল, যানা, তুই আবার শুধু শুধু দাঁড়িয়ে আছু কেনে, এবার হাত মুখ ধুয়ে খাগ্যে যানা, না করে আমার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়ে বঠে। আমার বলে না করে কত গুলা টাকা হাত ছাড়া হয়ে গেল বঠে।

এদিকে বিমলকে তার বউ রাতের বেলা শোবার সময় বলে উঠল, হ্যাঁগো তুমিতো সবেমাত্র কালকেই বাড়ি এসেছ, তাও আবার মাসে একবার আর তাতেও তুমি ব'লছ কাল সকালেই চলে যাবে? আর দুটা দিন থাকবে না?

বিমল তার স্ত্রীর কথা শুনে বলে উঠল, নাগো বড় বৌ, আমি কাল সকালেই চলে যাব। আমাদের কাজের বেশি ছুটি ছাটা নাই কিনা তাই।

স্বামীর কথা শুনে বড় বৌ বলল, সারা মাস কত কষ্ট কর, এত কষ্ট করে বাড়িতে এসে কোথায় দুটাদিন একটু বিশ্রাম নেবে, না করে তোমাদের বাড়িতে আসতেও যতক্ষণ আর যেতেও ততক্ষণ।

বিমল স্ত্রীর কথা শুনে বলল, কী করব বল বড় বৌ? আমরা দুদিন কাজ কামাই করলে পারাতো আবার আমাদের মাসের মাইনা কাটা যাবে। আর আমাদের মাসের মাইনা কাটা গেলে তো আবার বাবা তোমাদের কানের গড়ায় টাকার জন্যে সব সময় ঘ্যানর ঘ্যানর করবে।

বড় বৌ বিমলের কথা শুনে বলল, তোমার বাবা কী ধরনের মানুষ যে বাবা তা আমি জানিনে, নিজেতো কিছু খাবেও না, আর কাউকে কোন জিনিস খেতেও দিবেনা।

এদিকে মেজ বৌ-ও তার স্বামীকে রাত্রিতে শোবার সময় বলে উঠল, দেখো তুমি আমি আর তোমার এই রকম কিপটে বাবার ঘরে আর কিছুতেই থাকতে পারব না। তুমি এই বার একটা আমাদের আলাদা থাকার ব্যাবস্থাকর।তোমার বাবাতো আমাদেরকে না খাইয়েই মেরে ফেলবে।

স্ত্রীর কথা শুনে শ্যামল বলে উঠল, কি করবে বল মিনতি। আমার তো আর বেশি

টাকার চাকরি নয়, সামান্য টাকার চাকরি তাই তোমাদেরকে এখান থেকে আলাদা নিয়ে গিয়ে ভিন্ন সংসার পাতব। বউ ছেলে মেয়ে নিয়ে আলাদা করে সংসার পাততে হলে তাহলে তো আর ঐ সামান্য টাকাতে কুলোবেনা। যত কষ্টই হোক, তবুও আমাদেরকে বাবার কাছেই এখন এইভাবে থাকতে হবে।

এ বাড়ির মেজ বউ স্বামীর কথায় রেগে গিয়ে বলল, আমিতো জানি, তোমাদের দুই ভাইয়ের দ্বারাই কিছু হবেনা। তোমার ভাইকেতো তোমাদের দুই ভাইয়ের চেয়ে অনেক ভাল বলতে হয়। তোমার ছোট ভাইতো তোমার ঐ কিপটা বাপকে পাত্তাই দেয়না। তোমাদের দুই ভাইয়েরতো তোমাদের ছোট ভাইকে দেখে শিক্ষা পাওয়া উচিত।

স্ত্রীর কথা শুনে শ্যামল বলে উঠল, হুঁ, নির্ম্মলের এখনও বিয়ে থাওয়া হয়নি তাই, নইলে বিয়ে হলে, সব ব্যাটাকেই এই কিপটারতন সামন্তর ঘরে ফিরে আসতেই হবে।

স্বামীর কথা শুনে এ বাড়ির মেজ বৌ আবার বলে উঠল বাবারে বাবা এমন কিপটে বুড়ো আমি আমার জন্মেও দেখিনে বাবা, যাকে বলে একে বারে হাড় কিপটে লোক।

স্ত্রীর কথা শুনে শ্যামল তার বউকে বলে উঠল, আঃ মিনতি, আস্তে কথা বলতে পারছনা, বাবা এখনও ঘুমোইনে, বাইরে পাইচারি দিচ্ছে, আমাদের কথা কোন রকমে যদি একবার বাবা শুনতে পাইনা, তাহলে বাবা আমাদের আর রক্ষে রাখবেনে।

এ বাড়ির মেজ বৌ আবার তার স্বামীর কথায় রেগে গিয়ে বলে উঠল, দেখো তুমি যাই বলতাই বল, তোমার বাপ কিন্তু আস্ত একটা যাকে বলে এক নম্বর বদমায়িস, শয়তান, ছেলেরা সব মাসে একবার করে বাড়ি আসে,তাও আবার তোমার ঐ কিপটা বাপ রাতের বেলা বৌদের ঘরে ঘরে দরজার সামনে কানের আড়ি পেতে বসে থাকে। পাছে আমরা যদি তোমাদের কানে ফুসলান দিই। সেই জন্যে তো তোমার বাপ ঐ ভাবে, সব ব্যাটারা বাড়ি এলেই রাতের বেলা শোবার সময় দরজাই কানের আড়ি পেতে থাকে।

পরক্ষণে মেজ বৌ দাঁত চিপে আবার বলে উঠল, উঁ, বুড়ার আর দুদিন খাটুলিই চড়ে যেতে বাকি, তাও কিনা আবার দরজার সামনে কানের আড়ি পেতে বউ ব্যাটাদের সব কথা শুনবে।

স্ত্রীর কথা শুনে শ্যামল বলে উঠল, আঃ মিনতি, আমি তোমায় বললাম না, বাবা এখনও ঘুমোয়নে, বাইরে পাহারা দিচ্ছে, আমাদের কথা এখুনি শুনতে পাবে, আস্তে কথা বলতে পারছ না। শুনতে পাবে যে।

এদিকে এমন সময় সত্যি সত্যিই রতন রাতের বেলা পায়চারি দিচ্ছিল, রতনা পায়চারি দিতে দিতে কথার শব্দ শুনতে পেয়ে নিজে নিজেই বলে উঠল, আরে শ্যামলার ঘর হতে কিসের যেন একটা আওয়াজ পাওয়া যায় বঠে। গিয়ে কান পেতে তাহলে

শুনতে হয়ত। তো রতন এই কথা বলে সত্যি সত্যিই মেজ ব্যাটার দরজার সামনে এসে কানে আড়ি পেতে শুনতে লাগল।

ওদিকে পরক্ষণে শ্যামলের কথা শুনে তার স্ত্রী বলে উঠল, উঁ, শুনতে পাবে, শুনতে পাবেতো তাতে কি হয়েছেটো শুনি? আমি'ত একদিন নিজের চোখে দেখেছি, ও ঘরে দাদা আর দিদিই কথা বলছিল, আর তোমার বাপ ওদের সব কথা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কানের আড়ি পেতে শুনছিল।

স্ত্রীর কথা শুনে রতনের মেজ ব্যাটা বিছানা হতে উঠে আলোটা নিভিয়ে দিয়ে বলল, এই আমি আলো নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লাম, এবারে তুমি কত বক বক করবে করত দেখি। মাসে একটা বার বাড়িতে আসি, কোথায় শান্তিতে থাকব, না করে বাড়ি এলেই ওমনি আমায় পাঁচ কথা শুনাতে লাগল।

শ্যামলের কথা শুনে তার স্ত্রী মুখ বাঁকিয়ে নাক তুলে বলল, উঁ শান্তিতে থাকব, তোমার কিপটা বাপ কত আমাদের শান্তিতে রেখেছে, তাই তোমরা শান্তিই থাকবে।

রতনতো মেজ বৌমার কথা শুনে, দরজার সামনে দাঁত চিপে ঘাড় নাড়তে নাড়তে আস্তে করে বলে উঠল, কী আমি কিপটা আবার শ্বশুরকে গালি দেওয়া হয় বঠে,দাঁড়া সকালটা একবার হতে দে, তার পর তোকে দেখায় বঠি। আবার ভাসুরকরে বলে কিনা দাদা, উমাগীর ঝিয়ের ভাসুর আবার কবে থেকে দাদা হল বঠেরে।

পরক্ষণে শ্যামলের স্ত্রীও ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল।

কিন্তু এদিকে রতন তার মেজ বৌমার কথা শুনে তার চুয়াড় মুখে আবার গালি দিয়ে ঘাড় নাড়তে নাড়তে বলল, শালা সব শালি গুলা এত ঢ্যামনা, আবার আমার এই মেজো ব্যাটার বৌটা খুব ঢ্যামনা। আমার ব্যাটা দুটা কত ভাল বলে, আর ঐ মাগীর ঝিয়েরা আমার ব্যাটাগুলাকে খারাপ করে দেয় বঠে। বড় বৌটা অত মেজো বৌ এর মত নয়। মেজো বৌ এর চেয়ে অনেক ভাল। শুধু শালা মেজো বৌটাই আর হবে নাই বা কেনে, মেজো বউটাকে তো ঐ শালা হারামজাদা বাগাল ভোলাটাই শিয়ানা করে দেয় বঠে। নইলে মেজো বউ এর এত সাধ্যি নাই যে হাড়ি শুদ্ধ ভাতকে উনান থেকে নামিয়ে কাছরে দেয়। শুধু ঐ শালা, কে. ঐ হারামজাদা বাগালটার জন্যেই দাঁড়া শালা দাঁড়া তোকে দূর করব শালা, আমার ঘরের বৌএর সঙ্গে বাগাল হয়ে সব সময় লুকিয়ে ঝাঁপিয়ে শলাপরামর্শ করা হয়। শুধুএই শালা রতন সামন্তকে জব্দ করার জন্যে না হারামজাদা বাগাল?

৩

এদিকে রতন সামন্তর বড় ছেলে রতনার মেয়ের বাড়িতে যাওয়ার কদিন পর দিন কয়েক যেতে না যেতেই আবার রতন সামন্তর একমাত্র মেয়ে লতা সত্যি সত্যিই তার কিপটে বাপের বাড়িতে এসে হাজির হল।

তো লতাকে তার ছেলে মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে রাস্তায় একা হেঁটে আসতে দেখে রতনার বাগাল ভোলা লতার কাছে দৌড়ে গিয়ে বলল, লতাদি লতাদি তুমি এসেছ বাঃ এসে তুমি বেশ ভালই করেছ? আচ্ছা লতাদি তুমি শুধু শুধু অত কষ্ট করতে গেলে কেনো গো লতাদি? তুমিতো বড়দাদাকে বলে, বড়দাদার সঙ্গে আসতে পারতে গো লতাদি? না করে তুমি একা একাই চলে এলে। তোমার অতটা রাস্তা তিনটে ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে আসতে কত কষ্ট লাগল, নাগো লতাদি? তাও আবার তোমার কোলে বাচ্চা, তার উপর আবার তোমার কাঁধে ইয়্যা বড় একটা ব্যাগ, দাও দাও লতাদি তুমি তোমার ব্যাগটা আমায় দাও দিখি দাও। এই কথা বলে ভোলাই লতার হাত হতে ব্যাগটা কেড়ে নিল।

ভোলার কথা শুনে লতা হেসে ভোলার হাতে ব্যাগটা দিয়ে বলল, হ্যাঁ ধর, তুই না বড্ড ভালরে ভোলা।

লতার কথা শুনে ভোলা বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আর তোমাকে অত আমার গুন গাইতে হবেনেগো লতাদি, এবার তুমি তোমার কিপটা বাপের বাড়ি চল দিখি তুমি, সেই কখন বাড়ি থেকে বেড়িয়েছ। লতা ভোলার কথা শুনে হেসে বলল, যাচ্ছি'ত।

তো ভোলা লতার সঙ্গে এসতে এসতে কাঁধে ব্যাগ নিয়ে এই ভাবে গল্প করতে লাগল। পরক্ষণে ভোলা আবার তার লতাদিকে বলে উঠল, আচ্ছা লতাদি, তোমাকে তো জামবাবু ছেড়ে দিয়ে যেতে পারত। না করে তোমাকে একা একা, এইভাবে এতবড় একটা ব্যাগ আর তিনটে বাচ্চাকে নিয়ে পাঠি দিল জামবাবু। আচ্ছা লতাদি তোমাকে এইভাবে একা একা ছাড়তে পারল জামবাবু।

ভোলার কথা শুনে লতা হেসে বলল, তোর জামবাবুর যে অনেক কাজরে ভোলা, ব্যাবসাদার মানুষ। ওদের কি আর আসতে সময় আছেরে ভোলা?

তো ভোলা তার লতাদিকে মনিবের ঘরেরর সামনে নিয়ে চলে আসতেই, লতাকে ভোলা বলে উঠল, হ্যাঁগো দিদি, এইবার তোমার কিপটে বাপের দোরগোড়ায় চলে এসেছি। চল গো লতাদি এইবার ভেতরে চল।

ভোলাতো ঘরে ঢোকবার আগেই তার মনিবকে শুনিয়ে শুনিয়ে চিৎকার করে বাড়ির সবাইকে ডেকে বলতে লাগল, জ্যাঠাই, ও জ্যাঠাই, বউ দিদি ও বউদিদিরা তোমরা সব

কোথায় গেলে গো, তোমবা সবাই বাইরে বেড়িয়ে এসে দেখবে এস, কে এসেছে লতাদি এসেছে গো জ্যাঠাই, লতাদি।

এদিকে ভোলার মুখ হতে লতার কথাটা রতনার কানে পৌছতেই, রতনা খাটএর মধ্যে শুয়ে থেকেই বলে উঠল, কে লতা? তো রতন এই কথা বলে দিয়ে খাট হতে ধিড় পিড়িয়ে ঝেড়ে পেড়ে উঠে দেখতে লাগল, যে তার মেয়ে লতা সত্যি সত্যিই আবার বাপের বাড়ি এসেছে, আর রতন তাই দেখেতো বলতে লাগল, হ্যাঁ, লতা এই সেদিন এসেছিল,আবার কিনা লতা, তিন তিনটা ছেনা পেনাকে সঙ্গে করে বেঁধে আমার ঘরে এসেছে গো। রতন কপালে চোখ তুলে, নাকি কান্নার সুর করে বলে উঠল, লতাটা তো আবার তার বাপের ঘর এলে যাবার নাম করে নিগো. আমার কদিনে ওরা সব খেয়ে শেষ করে ফেলবে গো, চার চারটা পেট পালাকি আর চারটি খানি কথাগো। এই কথা বলে রতন আবার কান্নার ভাব দেখিয়ে নাকি সুরে বলল. রাম-রাম-রাম, আবার আমার সাদ্য হবে থাম।

এদিকে ভোলার গলা শুনতে পেয়ে বাড়ির সব মেয়েরা বাইরে বেড়িয়ে এসে দেখল যে, সত্যিই লতা এসেছে। লতার কোলে ছেলেকে দেখে, লতার বড় বৌদি, তাঁর কাছ হতে ছোট ছেলেকে নিজের কোলে তুলে নিয়ে বলল, ঠাকুরঝি, তুমি তোমার ছেলে পুলেকে সঙ্গে করে নিয়ে অত কষ্ট করে কেনো আসতে গেলে? তুমিতো তোমার দাদাকে খবর দিলেই পারতে। তোমার দাদা না হয় তোমায় সঙ্গে করে নিয়েই আসত।

বড় বৌদির কথা শুনে লতা হেসে বলল, না বৌদি, তোমাদের সকলের জন্যে আমার মনটা খুব খারাপ লাগছিল, তাই আমি দুদিনের জন্যে তোমাদের এখানে চলে এলাম।

লতার কথা শুনে তাঁর বাপ দূর হতে বিরক্তির ভাব দেখিয়ে বিড় বিড় করতে করতে বলল, তোকে কেইবা মন খারাপ করতে বলেছে, আর তোকে কেইবা আমার ঘরে এসতে বলে বঠে।

পরক্ষণে মেজ বৌ লতাকে বলল, এসো এসো বোন, ভেতরে এসো, তো সবাই লতাকে নিয়ে বাহির হতে ঘরের ভেতর প্রবেশ করল।

লতাকে তাঁর মা বলে উঠল, হারে লতা, তুই এত সব ভারী ভারী জিনিস গুলো নিয়ে আবার ছেলে পুলেকে নিয়ে এইভাবে একা একা আসতে গেলি কেনো?

মায়ের প্রশ্নের জবাবে লতা বলার আগেই ভোলা ও মনি চট জলদি বলে উঠল, দেখোনা গো জ্যাঠাই আমিও তো ঐ একি কথা লতাদিকে বলছিলুম গো জ্যাঠাই। লতাদিতো জামবাবুকে পৌছে দিয়ে যেতেবলতে পারত। না হলে জামবাবুই না হয়

নিজে এখানে লতাদিকে ছেড়ে দিয়ে যেতে পারত। না করে লতাদি আমাকে বলে কিনা, তোর জামবাবুর অনেক কাজরে ভোলা।

ভোলার কর্তাপনার কথা শুনে সবাই হাসতে লাগল, তো মেজ বউ হেসে বলে উঠল, এই না হলে আমাদের ভোলা, ভোলা হলগে এ বাড়ির 'জব্দ মুগর'।

এদিকে এমন সময় রতন কাঁধে গামছা নিয়ে ঘরের ভিতর প্রবেশ করে, মেজো বৌমার কথা শুনে বলে উঠল, হবেনে ভোলা এ বাড়ির জব্দ মুগর। ভোলা হলগে তোদের যে শলা পরামর্শদাতা। আর তোরা হলিগে এই হারাম জাদার হাতের মুঠিই।

তো রতনের কথা শুনে ভোলামুখে আঙ্গুল দিয়ে সবাইকে বলতে চাইল যে এখন সবাই চুপ কর। আর রতনকে বাড়ির ভেতর দেখে সবাই চুপ চাপও হয়ে গেল।

তো পরক্ষণে রতন তার মেয়ে লতাকে বলে উঠল, হারে লতা, এই লতা, এখনও দুদিন হয়নি, তুই এবাড়ি থেকে ও বাড়ি গেছু, আর দুদিন শ্বশুর ঘর যেতে না যেতেই তুই আবার তোর বাপের ঘরে চলে এলি? বলি তোদের কি শ্বশুর ঘর টর করার ইচ্ছা আছে না নাই? কই, তোদের বৌ দিবাতো বছরের দুবারও বাপের বাড়ি যায়নি। আর তুই?

রতন কিপটার মুখে এই ধরনের কথাবার্তা শুনে সবাই আশ্চর্য ভাবে তারদিকে তাকিয়ে রইল।

রতন পরক্ষণে আবার তাঁর মেয়েকে অঙ্গ ভঙ্গি করে বলে উঠল, আর তাছাড়া, এখনও এই দুদিন হয়নি, তোদের এখিনে গিয়ে তোর দাদা তোর ছেলের পেছনে কত গুলা টাকা খরচ করে এসেছ আর তুই দুদিন যেতে না যেতেই আবার আমার ঘরে খরচ বাড়াতে এসু বঠু?

লতাতো, তার বাপের কথা শুনে অবাক হয়ে বলল দাদা আমার বাড়িতে ....।

লতার কথা শুনে রতন বলে উঠল, কেনে বিমলা দিন কতেক আগে তোর বাড়িতে গিয়ে যখন আবার তোর ব্যাটার শরীর খারাপ হয়েছিল, বিমলা তায়ে তোদের এখিনে তোর ব্যাটার জন্যে কত টাকা খরচ করে এসেনি?

লতা তার বাপের কথা শুনে ঘাড় নেড়ে বলল, ও হ্যাঁ, দাদা আমাদের এখানে গিয়েছিল বটে।

তো লতার মা স্বামীর কথা শুনে পরক্ষণে দাঁত চিপে বলে উঠল, আঃ মরণ। দাদা বোনের ঘর যাবে নাতো, তবে কার ঘর যাবে শুনি? রতন তার বউ এর কথা শুনে বলল, উঁ, যাবে নেতো কী, ওমনি বললেই হল। এখনও দুমাস-চারমাস হয়নি, এই সবে মাত্র দু-চারদিন আগে বিমলা লতার ওখিনে গিয়ে কত টাকা খরচ করে এসে

বঠে। এখনও দুদিন বাসি হয়নি, আবার কিনা লতা আমার এখিনে ছেনা প্যানাকে সঙ্গে করে বেঁধে লিয়ে আমার এখিনে খরচ বাড়াতে হাজির হয়ে বঠে?

রতনের কথার জবাবে কেউ কিছু বলার আগেই ওমনি ভোলা চটজলদি ভেঙচি কেটে বলে উঠল, এ কেমন বাপরে বাবা, নিজের মেয়ে বাপের বাড়িতে তার বাপের মায়ের কাছে এসেছে, বাপ মেয়েকে কাছে পেয়ে কত আদর যত্ন করবে, না করে কিপটা বুড়া মেয়েকে বলে কিনা লতা তুই তোর ছেলে পুলেদের সঙ্গে করে নিয়ে আমার ঘরে খরচ বাড়াতে এসেছু। উঁ, কিপটার বুড়া কোথাকার, ভোলা মনিবকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে বলল, তোমার ঘরে কেউ টিকবেনে। এইটি এই কাঁচ কলাটি। শুধু এই ভোলা ছাড়া, হুঁ এমনকি তোমার ঘরে মা অন্নপূর্ণাও আবার অন্নপূর্ণার পরেও মা লক্ষ্মিও আর মা লক্ষ্মীটাও হয়েছে তেমনি, এই কিপটার বুড়া সবাইকে যতই দুই দুই করে মা লক্ষ্মীতো ততোই এই কিপটার ঘরে আলো করে রয়ে।

ভোলার কথা শুনে রতন তাকে মারবার উপক্রম করে গালি দিয়ে বলে উঠল, এই শালা ভোলা, তোকে কে আমার কথার উপর ফড়ন কাটতে বলেছেরে শালা?

রতনের কথা শুনে তার স্ত্রী বলে উঠল, ভোলাতো ঠিকি বলেছে।

রতন বলল, উঁ, শালা ঠিকি বলেছে। শালা আমার ঘরের এতনাটুকু বাগাল আবার সে কিনা আমাকে উপদেশ দেয় বঠে?

রতনের স্ত্রী স্বামীকে দাঁত খিঁচিয়ে বলে উঠল, মরণ সব সময় কথায় কথায় মুখে গালি দেওয়া।

পরক্ষণে ভোলা ঘাড় নাড়তে নাড়তে আবার বলে উঠল, আচ্ছা জ্যাঠাই, তুমিই ব'ল? জ্যাঠার যদি সব খরচি হয়ে যাবে, আবার জ্যাঠা যদি সব টাকা ঐ সিন্দুকে তুলেই রাখবে তা হলেতো জ্যাঠার বিয়ে থাওয়া না করাই উচিত ছিল। আবার জ্যাঠা যদি ও বা বিয়ে করল, তাও বা জ্যাঠার মা ষষ্ঠি বাচ্চা কাচ্চা নাই দিতে পারত, জ্যাঠা বাঁজা আর জ্যাঠাই তুমি বাঁজি থাকলেই ভালো হতো কিগো জ্যাঠাই আমি ঠিক বলিনি? তাহলে আর জ্যাঠার একটা কানাকড়িও খরচ হতো না, তখন জ্যাঠার ঐ সব টাকা ঐ সিন্দুকেই জমা পড়ত।

ভোলার মুখ হতে এই রকম কথা শুনে সবাই হাসতে লাগল।

কিন্তু এদিকে রতন'ত বাগালের মুখ হতে এই ধরনের কথা শুনে একেবারে রেগে দাঁত খিঁচিয়ে ভোলাকে বলে উঠল, শালা, ভোলা শালা, তুই আমাকে বলার কেরে শালা? শালা, শালা দূরহ শালা, তুই আমারি খাবি, আবার আমারি দাঁতের গোড়া ভাঙবি। শালা হারামজাদা বাগালি কিনা আবার আমায় জ্ঞান দেয় বঠে।

ভোলাতো আবার তার মনিবকে বলে উঠল, কেনো, আমি যা সত্যি তাই বলেছি, কিপটেকে কিপটে বলেছি।

বতনাতো ভোলার কথা শুনে আবার রেগে গিয়ে বলল, তুই কি বললি শালা, আমি কিপটা? আবার আমার মুখের উপর কথা বলা?

ভোলা আবার তার মনিবকে বলল, তুমি কিপটে নওতো কি? নিজের মেয়ে বাড়িতে এসতে না এসতেই, বাপের ভিটেই মেয়ে পা দিতে না দিতেই এখনও দুমুঠো মুখে কিছু দিতে না দিতেই ওমনি তোমার খরচ বেড়ে গেল না? আর সেই জন্যেই তো আমি তোমায় কিপটে বলি, আর আমি পাড়ার সব লোককে তোমায় দেখিয়ে বলি ঐ আমার কিপটা জ্যাঠা এল বলে কথা। কিগো বউ দিদিরা আমি জ্যাঠা কে কিপটে বলে ভুল করেছি, ঠিক বলিনি? আর জ্যাঠাই তুমিও কিছু বলছনা? আমি জ্যাঠাকে কিপটা বুড়া বলে ঠিক বলেছিতো, তাই না জ্যাঠাই?

ভোলার কথা শুনে সবাই মুখ টিপে মুখে হাত দিয়ে ফিক ফিক করে হাসতে লাগল।

এদিকে রতন ভোলার কথা শুনে গালি দিয়ে বলে উঠল, উঁ, শালা বাগালের মুখে আবার ভদ্দর কথা, শালাবলে কিনা আবার তাই না।

মনিবের কথা শুনে ভোলা বলে উঠল, কেনো, আমি অতো তোমার মতো অভদ্দর ভাষায় কথা বলিনা, খাইনে যাইনে, লিবনে, আবার হ্যাঁ বঠে। আমি অতো তোমার মতো ঐ রকম চুয়াড়ি ভাষায় কথা বলিনা। আমি বৌ দিদিদের মতো, জ্যাঠাইয়ের মতো, আবার বড় দাদা, মেজ দাদা, ছোট দাদাদের মত করে সব সময় খাবনা, যাবনা বলে ভদ্দর ভাষায় কথা ব'লব। হতে পারি আমি তোমার ঘরের বাগাল, আমি তো, আর তোমার মতো বাখানা-চুয়াড়া হাড় গিলা কিপটা মানুষ না, আমি বৌদিদিদের সঙ্গে যে কে, ভদ্দর ভাষা শিখেছি, আর আমি ঐ বৌদিদিদের মতো সব সময় ভদ্দূর ভাষায় কথা ব'লব। এই আমি তোমায় বলে দিলুম।

এইভাবে ভোলা যত তার মনিবকে কটাক্ষ করে কথা বলতে লাগল, ততোই ভোলার বৌদিদিরা, তাঁর কথা শুনে মুখে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে ফিক ফিক করে হাসতে লাগল।

এদিকে রতন'ত ভোলার কথা শুনে রেগে গিয়ে মারতে উপক্রম হয়ে বলল, কি বললি শালা হারাম জাদা বাগাল ভোলা তুই আমাকে, আমি চুয়াড় আমি অভদ্দর আবার আমি কিপটা? দূরহ শালা দূরহ, শালা ব্যাটা তুই আমারি খাবি, আবার আমারি মাথায় বেল ভাঙবি। এই কথা বলে রতন আবার ভোলাকে তেড়ে মারতে উদ্যত হল।

তো রতন ভোলাকে মারতে উপক্রম হওয়ার আগেই ওমনি ভোলা আগে আগেই মনিবের কাছ হতে দৌড়ে পালিয়ে গিয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সেখানে থেকে ভোলা

তার মনিবকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে ভেঙচি কেটে ব'লল, তুমি আমার কাঁচ কলাটি করবে। বেশ করেছি, আমি কিপটেকে কিপটে বলেছি, চুয়াড়কে চুয়াড় বলেছি। এই কথা বলে ভোলা হি হি করে হাসতে হাসতে ঘরের ভেতর হতে বাইরে দৌড়ে পালাল।

ভোলার এই ধরনের কথাবার্তা শুনেতো সবাই মুখে হাত দিয়ে মুখ টিপে ফিক ফিক করে হেসেই চলল, আর মেজ বৌ হাসতে হাসতে দাঁত চিপে আস্তে করে বলে উঠল, ভোলা তুইয়ি তোর কিপটা মনিবকে জব্দ করতে পারবিরে ভোলা।

পরক্ষণে রতন বাড়ির মেয়েদের মুখের দিকে তাকিয়ে তাদের সবাইকে হাসতে দেখে রেগে গিয়ে ভোলাকে আবার তেড়ে মারতে গেল। আর সেই সঙ্গে ভোলাকে আবার গালি দিয়ে বলতে লাগল, দাঁড়া শালা বাগাল দাঁড়া, যদি না আমি তোর পিঠ পাজাতে পেরেছি, তো নইলে আমার নাম রতন সামন্তই নয়। দাঁড়া শালা দাঁড়া। তোকে দূর করব শালা ভোলা, তো... রতন ভোলাকে এই ভাবে গালি দিতে দিতে বাইরের দিকে ভোলার খোঁজে বেড়িয়ে গেল।

বাড়ির মেয়েরা সব এই ভাবে কিছুক্ষণ মনিব আর বাগালের মধ্যে বাক্যালাপ দেখে তারা শুধু হেসেই চলল।

এদিকে তো আবার লতা যবে থেকে তার তিন ছেলে মেয়েকে নিয়ে বাপের বাড়িতে এসে হাজির হয়েছে, তো-তবে থেকেই লতার বাপ খাটে বসে বসে লতার দিকে একবার করে লক্ষ্য করেই চলেছে, আর সেই সঙ্গে ঘাড় নাড়তে নাড়তে বলে উঠল যে, এই শালা লতাটা এলে'ত আর বাপের ঘর ছেড়ে যাবার নাম করবেনে, না এই সময় লতার ছ্যানা পেনা গুলা খেতে বসেছে, যায় এই সময় গিয়ে লতাকে আচ্ছা করে বলে এসি যায় বঠে। তবে যায় বঠে'ত যাবে।

পরক্ষণে রতন এই কথা বলে সত্যি সত্যিই লতার ছেলেদের খাবার কাছে এসে লতাকে বলে উঠল, দেখ বাপু তোরা এবার যে যার শ্বশুর ঘর যা দিখিনে, যা যা লতা, তুই এবার ভালকরে তোর শ্বশুর ঘর করগে যা। তোর ছ্যানা পেনাগুলা খেতে বসে কেমন সব ভাতের ছড়া ছড়ি করে নষ্ট করছে বল দিখিনে লতা? খাবি খা, না করে তাই বলে মা লক্ষ্মীকে এইভাবে হেলা ফেলা করে নষ্ট করবি গো, আমার বলে কত কষ্টকরে তবে দুটি অন্ন জোগাড় করতে হয়।

লতা বাপের কথা শুনে রেগে গিয়ে ছেলেদেরকে খেতে খেতে হাতে ধরে তুলে নিয়ে টানতে টানতে বলল, এই পিন্টু, রিন্টু, তোরা উঠ বলছি, তোদেরদিকে আর তোদের মামা ঘরের অন্ন গিলতে হবেনে, অনেক মামা বাড়ির অন্ন গিলেছিস, আর না, চল আমরা

এখুনি বেড়িয়ে পড়ি, দরকার নাই এমন বাপের ঘরের অন্ন, এমন বাপের মুখ দেখতেও ইচ্ছে করে না, তারে যেন না -দেখতেও হয় আমাকে।

এই ঘটনা ঘটার সময় লতার মেজ বৌদি লতার সামনেই দাঁড়িয়েছিল, তো শ্বশুর মশাইয়ের এই রকম কতাবার্তা শুনে লতার মেজ বৌদিতো কিপটে বদমায়িস শ্বশুর মশাইকে মুখে কিছু বলতে না পেরে রাগে দাঁতের উপর দাঁতদিয়ে ঘষতে লাগল। আর সেই সঙ্গে মনে মনে বলতে লাগল, এমন বজ্জাত শ্বশুরের মরণও হয় না।

এদিকে লতার মা লতার চিৎকার শুনে ওঘর হতে দৌড়ে এসে মেয়েকে বলল, আহা লতা, বাচ্চাগুলোকে খেতে খেতে এই ভাবে টেনে পাতের থালা থেকে উঠিয়ে দিচ্ছিস কেনো? ও তোর বাপের কথায় রাগ করিসনে মা, তোরা জানিসতোমা, তোর বাপতো সবদিনি ঐ রকমি। কারও খাওয়া পর্য্যন্ত দেখতে পারেনা মা। শুধুকি তাই, ওর জন্যে কোন আত্মীয় স্বজন পর্য্যন্ত আমাদের বাড়িতে আসা চলে না। এই দেখনা মা, তোর বৌদিরা কত বড় ঘরের মেয়ে, ওদের দিকে সুদূন তোর বাপ দিন দুবেলা বাখনা বাখনি করেই চলেছে, আর আমাকে তো বলে কথায় নাই। আর শুধুকি তাই মা, এই তো সেদিন তোর মামা আমাদের বাড়ি আসতে, যে তোরবাপের কী বাজে বাজে ভাষা, আর সেই জন্যেই তো আমাকে সব সময় তোর বাপ কী যাচ্ছে তা ভাষায় না গালি গালাজ করেছে।

লতা পরক্ষণে তার মায়ের কথা শুনে বলল উঠল নামা আমি আর এক মুর্হূতও এবাড়িতে থাকছি না।

মেয়ের কথা শুনে মা ব'লল আচ্ছা সে না হয় তুই যাবি মা, কিন্তু মা আজ-কের দিনটা তুই অন্তত থাক, কালকে তোকে যাকে হোক দিয়ে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করব, দেখিস মা?

পরক্ষণ বাদে লতার মা লতার বাপকে দাঁত খিঁচিয়ে বলে উঠল, মরণ! কিপটে বুড়ার এখনও মরণও হয়নেগো, অত বড় ছেলের কাছে ঐ রকম ভাবে কেউ কখনও নিজের মেয়েকে কথা বলে। পিন্টুটার যথেষ্ট জ্ঞান হয়েছে। ও যদি জামাইকে গিয়ে এই কথা গুলো শুনাই, তাহলে আর মেয়েটাকে কখনও এই বাড়িতে পাঠাবে? ভাগ্যিস বিমল শ্যামলটা জামাইয়ের সঙ্গে যাওয়া আসার লেনদেনটা রেখেছে, নইলেতো জামাই মেয়েটাকে আর এই ভাবে একা একা আমাদের এখানে একবারও পাঠাতো না।

রতন নিজের স্ত্রীর কথা শুনে ঘটনা স্থল থেকে বেড়িয়ে আসার সময় নিজের বউকেই ভঙ্গি দেখিয়ে গালি দিয়ে বলতে লাগল, ধুস শালি, আমি কি আর জামাইকে এমনি এমনি করেছি, তার জন্যে তো আমি জামাইকে দস্তুর মতো গাদাক কান্যে টাকা দিয়েছি,

তাহলে তোর বেটি। জামাইয়ের ঘরে সেই টাকা গুলা খরচ করগে যাক না। আমি জামাইকে এক গাদা টাকাও দিব। আবার সেই সঙ্গে তার ছেনা পেনাকে আমি ভূত ভোজনও করব নয়, না-না-না-না, সেই পাত্র আমি নয়। আগে জামাইয়ের টাকা অশুল করি তার পরত লতাকে এঘরে এনে অনেক দিন রাখব। নইলে তার আগে লতাকে এঘরে একবারও নয়। হুঁ হুঁ, আমি হলুমগে রতন সামন্ত।

এদিকে রতন বিকেল বেলায় খাটে বসে পা দুলাতে লাগল, এমন সময় তার বড় ছেলের ছেলে আর মেয়ের ছেলে দুজনে মিলে এসে, অর্থাৎ রতনের দুই নাতি দাদুর পিঠে হাত দিয়ে চুলকোতে লাগল।

পরক্ষণে মেয়ের ছেলে দাদুর পিঠে হাত দিয়ে রতনের পিঠ চুলকোতে চুলকোতে ব'লল, আচ্ছা দাদু, আমরা দুজনে যদি তোমার পিঠ চুলকে দিই, তো তুমি আমাদের কি দেবে দাদু?

আবার দাদুর তো মুখেই একটি কথা সর্ব্বক্ষণ লেগেই থাকে তাই নাতির কথায় দাদু বলে উঠল, শালা, কি দিই দেখবিরে শালারা।

ছেলের ছেলে বাবলা বলে উঠল, ধূর পিন্টু, তুই জানিসনে তাই একথা বলছিস, আমার দাদুর না অনেক পয়সা আছে। আমার দাদুর না আবার অনেক টাকাও আছে। একেবারে সিন্দুক ভর্ত্তি টাকা, তাই আমার দাদুনা আমাদেরকে অনেক কিছু জিনিস খেতে দেবে। এই যেমন শোনপাপড়ি, লজেঞ্জুস, আরো কত কি, তাই না গো দাদু?

পিন্টু বলল, হ্যাঁ, সত্যি দাদু?

দাদু নাতিদের কথা শুনে ব'লল হ্যাঁরে শালারা, তোরা, আমার বেশ ভালো করে পিটটা চুলকে দে, তাহলে আমি তোদেরকে পয়সা দিব বঠে।

এমন সময় ভোলা কোথা থেকে এসে বলল, কিগো জ্যাঠা তোমার দুই নাতি পিঠ চুলকে দিচ্ছে, বেশ ভালই করছে, তোমার পিঠের ময়লা গুলা ওরা বেশ ভাল করে একে বারে নখে করে ঝেড়ে মই দিয়ে সাফ করে দিবে, দেখবে জ্যাঠা, তাহলে তোমার পিঠে আর একটুও ময়লা থাকবে না। এই পিন্টু বাবলা, আমার জ্যাঠার পিঠটা বেশ ভাল করে লাঙ্গল দিয়ে দেবে।

পিন্টু বাগালের কথা শেষ হতে না হতেই দাদুর পিট চুলকোতে চুলকোতে হেসে বলল, হ্যাঁগো দাদু তোমার পিঠটাতে কি ময়লা? তুমি বুঝি সাবান তেল এসব কিছুই মাখনা।

এদিকে ভোলা মনিবের সামনে দাঁড়িয়ে হাসতে লাগল।

পিন্টুর কথা শুনে রতন বলল, হেরে শালা এমনিই বলে তোরা সব খেয়ে আমাকে ফুত করে দেচ্ছু বঠে আবার তেল সাবান।

ওদিকে ভোলাতো সম্মুখে দাঁড়িয়ে হাসতে দেখে পরক্ষণে রতন তাকে গালি দিয়ে বলল, আবার এশালা কুথায় ছিল বঠে শালা যে পাগল সব কথায় ফড়ন কাটে, শালা বাগাল দুরহ।

পরক্ষণে পিন্টু ....বলল, দাদু, তোমার কিসে এত পয়সা আছে গো দাদু?

বাবলা পিন্টুর কথা শুনে বলল, দুর পিন্টু, তোকে এই আমি বললুম না দাদুর কিসেতে টাকা থাকে। আমি জানি দাদুর সিন্দুকে ঐ ঘরে সব পয়সা কড়ি আছে, তাই না গো দাদু?

বাবলার কথা শুনে পিন্টু তার চোখ দুটো কপালে তুলে ব'লল, হ্যাঁ দাদু, সত্যি তোমার সিন্দুক ভরা টাকা আছে? দাদু, তোমার তাহলে সত্যি সত্যিই এক সিন্দুক টাকা আছে না গো দাদু? এই দাদুর তাহলে আমার দাদুর চেয়ে অনেক বেশি পয়সা আছে নারে বাবলা?

নাতির কথা শুনে রতন বলল, হ্যাঁরে শালা তোর দাদুর চেয়ে, আমার অনেক পয়সা আছে, হে-হে, এই না হলে কি তোর মামা দাদুরে শালা, তাওআবার তোর বাপকে, তোর মায়ের বিয়েতে যৌতুক হিসেবে কম টাকা দিয়েছিরে শালা?

পরক্ষণে পিন্টু দাঁতে ঠোঁট চিপে ঘাড় নেড়ে বলল, এই বাবলা, দাদুর পিঠটা একটু ভালো করে চুলকে দেনা।

এই কথা বলে, দুইনাতি মিলে দাদুর পিঠ চুলকোতে লাগল, দুই নাতি মিলে চোখের ইসারাই যুক্তি করে নিজেদের নখ দিয়ে এমনভাবে চুলকোতে লাগল, যে পরক্ষণে দাদু নাতিদেরকে বলে উঠল ওরে বাবারে উঃ.. উঃ..... রে, শালারা নখ দিয়ে আমার পিঠটাকে একেবারে হলা করে দিলগো। আমার পিঠটা একেবারে হাউ হাউ করে জ্বালা করেছে গো, শালারা দূরহ শালা, শুধু খাবার যম শালারা, কাজে কমবের একটুও নাই শালারা আমার চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যা বলছি, সব শালারা, দূরহ, আমার বলে পিঠটা একেবারে হাই হাই জ্বালা করে বঠে।

তো দাদুর কাছে হতে শোনপাপড়ি, লজেঞ্জস খাবার জায়গায় দুই নাতি দাদুর বকুনি খেয়ে দাদুর কাছ হতে চলে এল, দাদুর কাছ হতে বকুনি খেয়ে, দুজনে বাইরে বেড়িয়ে যুক্তি করতে লাগল যে, কিভাবে দাদুর সিন্দুক থেকে টাকা চুরি করা যায়।

তাই পরক্ষণে বাবলা তার ঘাড় নাড়তে নাড়তে বলে উঠল, দেখ পিন্টু এখন না, সন্ধ্যেবেলা। সন্ধ্যে বেলা না, দাদু সবদিন ও ঘর খুলে জল ছড়া দেয়। আর জল ছড়া দিয়ে ধূপ ধুনা দিয়ে ঐ সিন্দুকে প্রণাম করে, দাদু যখন ও ঘর খুলে জল ছড়া দিবার জন্যে পুকুর ঘাটে জল আনতে যাবে আর তখন না, আমরা দুজনে দাদুর ও ঘরে ঢুকে

সিন্দুক ভেঙে দাদুর সিন্দুকথেকে টাকা চুরি করব হ্যাঁ, পিন্টু। এখন চল পিন্টু, আমরা সন্ধ্যের জন্যে ততক্ষণা অপেক্ষাই করি।

তো সত্যি সত্যিই রতনের দুই নাতি দাদুর সিন্দুক হতে টাকা চুরি করার জন্য সন্ধ্যে হওয়ার অপেক্ষাই বসে রইল।

তো সন্ধ্যে হতে না হতেই রতনের দুই নাতি দুজনে যুক্তি করে আস্তে আস্তে করে নিজেদের পা টিপে দাদুর ঘরে সিন্দুক হতে টাকা চুরি করতে ঢুকল।

রতনের দুই নাতি সিন্দুকের কাছে গিয়ে দেখল যে, কোন ভাবে সিন্দুক ভাঙা যায় নাকি, তাই তারা দুজনেই কিছুক্ষণ সিন্দুকের চার পাশে ঘুরে, সিন্দুকের কড়া নাড়িয়ে দুটা লোহার থাম্বার ঘা মেরে হাত দিয়ে দেখল যে, সিন্দুক কোন ভাবেই ভাঙার উপাই নাই, তাই সিন্দুক হতে কোন টাকা রতনের দুই নাতির চুরি করারও উপায় (ক্ষমতা) নাই।

সিন্দুক ভাঙার কোন উপায় না দেখে পরক্ষণে পিন্টু তার নাক তুলে ঘাড় নেড়ে বলে উঠল, নারে বাবলা, কিপটা বুড়ার সিন্দুক থেকে পয়সা বেরকরার কোন উপায় নাই।

পিন্টুর কথা শুনে বাবলা তার ঘাড় নেড়ে বলল, হ্যাঁরে পিন্টু, শুধু শুধু কিপটা দাদুর ঘরে ঢুকাই হল, এই সিন্দুক থেকে কোন ভাবেই টাকা আর চুরি করা আমাদের হল না। চল পিন্টু, আমরা এখন এখান থেকে কেটে পড়ি, আর কিপটা বুড়া দাদু, যদি আমাদেরকে একবার দেখে ফেলে না, তাহলে আমাদের দুজনকে আস্ত জ্যান্ত মেরে ফেলবে, চল এখন আমরা এখান থেকে তাড়াতাড়ি কেটে পড়ি পিন্টু, চল।

পিন্টু বলল, হ্যাঁ চল, আমাদের টাকা ত আর চুরি করা হল না, শুধু শুধু ওঘরে ঢুকাই হল।

এমন সময় একথা বলতে না বলতেই ওমনি সত্যি সত্যিই রতন পুকুর ঘাট হতে গ্লাসে করে জল এনে দেখল যে, তার সিন্দুকের কাছে কারা যেন দাঁড়িয়ে আছে, আর রতন'ত তাই দেখে বলে উঠল, কেরে তোরা ওখানে? অন্ধকার ঘরের মধ্যে, কে ওখানে? এই তোরা আমার সিন্দুকের কাছেকারা তোরা হারামজাদারা দাঁড়িয়ে আছুরে? তো রতন, চোরেদের উদ্দেশ্যে এই কথা বলে, তার হাতের লণ্ঠনটা উপর দিকে তুলে ধরে দেখতে লাগল।

রতনের কথা শুনে'ত তার দুই নাতি ভয়ে আর দাদুকে কোন কিছুই কথা বলতে পারলনা, দাদুর ভয়ে ভাবাচাকা খেয়ে তারা দুজনে সিন্দুকের কাছেই জড়ো সড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

চোরেদের মুখ হতে কোন কথার উত্তর না পেতেই দুই নাতিকে সিন্দুকের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রতন মনে করল যে, এরা নিশ্চয় কোন চোর টোর হবে, নইলে ওরা আমার সিন্দুকের কাছে এই সময়ে এই ভাবে কেনোই বা দাঁড়িয়ে থাকবে? নিশ্চয় কোন চোর আমার ঘরে সিন্দুক থেকে টাকা পয়সা চুরি করতে ঢুকেছে? তো রতন এই কথা ভেবে পরক্ষণে চিৎকার করে ব'লতে লাগল, চোর, চোর, বাড়িতে চোর চুরি করতে ঢুকেছে।

তো দাদুর কথা শুনে বাবলা বলে উঠল, নাগো দাদু, আমরা চোর না, আমি বাবলা আর পিন্টু। সন্ধ্যে বেলায় কোনদিন চোর কখনও চুরি করতে বেড়ায় গো দাদু? তাই তুমি ওভাবে চোর চোর বলে চিৎকার করছ?

দাদুতো নাতি দিকে দূর হতে লণ্ঠনের আলোয় অন্ধকারের মধ্যে ঠিকমতো দেখতে পেল না, নাতির গলা শুনে রতন একহাতে লণ্ঠন আর একহাতে জলের গ্লাস নিয়ে ঠক্ ঠক্ করে নাতিদের কাছে এসে বলল, আরে তোরা আবার এই সময় আমার ঘরে কেনেরে শালারা? তাও আবার অন্ধকারের মধ্যে এই সিন্দুকের কাছে দাঁড়িয়ে? নিশ্চয় তোরা যুক্তি করে দুজনে আমার সিন্দুক থেকে টাকা চুরি করতে এসেছু।

দাদুর কথা শুনে বাবলা, বলল, নাগো দাদু, আমরা টাকা চুরি করতে আসিনি।

নাতির কথা শুনে দাদু ব'লল, তবেরে শালা, তোরা এই সময় আমার ঘরে কী করতে এসেচু শুনি?

দাদুর কথা শুনে বাবলা বলল,আসলে জাননোকি দাদু, পিন্টুও কোনদিন সিন্দুক দেখেনি, তাই আমি পিন্টুকে সিন্দুক দেখাতে এনেছি গো দাদু।

নাতির কথা শুনে দাদু আবার ব'লল কি ব'ললি তুই শালা, তোরা দুজনে আমার সিন্দুক দেখতে এসেছু? না আমার সিন্দুকের টাকা চুরি করতে এসেছুরে শালারা? তাও কিনা আবার এই অন্ধকার ঘরের মধ্যে? রাম-রাম-রাম, তোরা কিনা আমার ঘরের ভিতর ঢুকে লুকিয়ে লুকিয়ে সিন্দুক ভেঙে টাকা পয়সা চুরি করতে এসেছু? তাও কিনা আবার দুটা চুনা পুঁটি? বলি, তোদের সাহসত বড় মন্দ নয়? আবার আমাকে বলে কিনা শালারা দাদু আমরা তোমার ঘরে সিন্দুক দেখতে এসেছি। উঁ, ওরা শালারা যেন কুনুদিন সিন্দুক দেখেনি, শালারা নোতন আজ সিন্দুক দেখছেরে শালারা।

দাদুর কথা শুনে বাবলা ব'লল, নাগো দাদু, আসিতো তোমার সিন্দুক রোজ দিন দুবেলা দেখছি গো দাদু। আসলে—

নাতির কথা শুনে চুয়াড় দাদু ব'লল, আসলে কীরে শালা?

বাবলা ঘাড় নাড়তে নাড়তে বলল, আসলে কি জান দাদু। পিন্টুর দাদুর তো তোমার

মতো আর সিন্দুক নাই তাই ওর দাদুর অত টাকাও নাই। তাই পিন্টু ব'লছিল কি? এই বাবলা তুই আমাকে তোর দাদুর সিন্দুকটা একবার দেখাবি। সিন্দুক দেখতে কেমন আমি তা কখনও দেখিনি। তাই—

নাতির কথা শুনে দাদু ব'লল, উঁ, ওর দাদুর কি আর তোর দাদুর মত, মানে এই রতন সামন্তর মত অত সিন্দুক ভরা টাকা আছে? তাই ঐ শালার সিন্দুক থাকবে।

বাবলা দাদুর কথা শুনে হাত নাড়তে নাড়তে বলল, হ্যাঁগো দাদু, আমি সে কথাটাই'ত বলছিলাম তোমায়। তোমার মতো ওর দাদুর সিন্দুক নাই বলেই তো সেই জন্যে আমি পিন্টুকে সিন্দুক দেখাতে তোমার ঘরে আনলুম গো দাদু।

নাতির কথা শুনে দাদু আবারও বলল, তাই বলে শালারা এই সন্ধ্যের সময়, তাও আবার আমার ঘাটে জল আনতে যাবার সময়।

দাদুর কথা শুনে নাতি বলল আসলে জানলে কি দাদু, তুমি যখন পিসির সামনে পিন্টুকে খাবার নিয়ে গালি দিয়েছিলে না, আর সেই জন্যে পিসি পিন্টুকে বলেছে, খবরদার তুই যদি ঐ কিপটা বদমায়িস বুড়ার কাছে একবারও যাস না। যদি আবার আমার চোখে পড়ে না, তাহলে আমি তোকে আস্ত জ্যান্ত মেরে ফেলব, তাই আমরা দুজনে পিসির চোখ এড়িয়ে চুপি চুপি এই সময়ে তোমার ঘরে সিন্দুক দেখতে ঢুকে পড়লুম গো দাদু।

রতন নাতির কথা শুনে ঘাড় নেড়ে বলল, ও তাই বল, যা যা শালারা, যা দিখিনে তোরা আমার ঘর থেকে এখন বেড়িয়ে যা বলছি, এখন বলে আমি আমার ঘরে জল ছড়িয়ে মা লক্ষ্মীকে গড় করে চাবি লাগাব,

দুই নাতি এত যুক্তি করেও তবুও কিপটা দাদুর ঘরে ঢুকে তারা দুজনে দাদুর সিন্দুক ভেঙে সিন্দুক থেকে কোন ভাবেই টাকা আর চুরি করতে পারল না। নিরুপায় হয়ে সিন্দুক থেকে টাকা চুরি করতে না পেরে রতনার দুই নাতি দাদুর ঘর হতে বাইরে বেরিয়ে এল।

তো রতন নাতিদের কে বাইরে বেড়িয়ে যেতে বলে দিয়ে নিজে সিন্দুকের কাছে গিয়ে দেখল যে সিন্দুক ভাঙা কিনা আবার সিন্দুক থেকে কোন টাকা বের করেছে, কিনা, তাই রতন তখনি সিন্দুকের কাছে পা বাড়িয়ে দেখতে যেতে না যেতেই তার পা একটা লোহার দণ্ডর মধ্যে ঠোকা হয়ে গেল, আর ওমনি রতনার পা লোহার দণ্ডর মধ্যে ঠোকা হয়ে যেতেই তো সে কাঁদো কাঁদো হয়ে উহু বলতে বলতে সিন্দুকের উপরে তার হাতের জলের গ্লাসটা রেখে দিয়ে লন্ঠনটা নিচে নামিয়ে দেখে বলল, রাম-রাম-রাম, আমার সিন্দুকের সামনে শালারা সব কি ফেলে রেখে গেছে থাম্।

তো রতন তার হাতের লণ্ঠটা আরো নামিয়ে বাগিয়ে (ভাল করে) দেখে বলল, এ্যাঁ, সেকী! এতো একটা বিরাট লোহার থাম্বা! শালারা ঠিক আমার সিন্দুক ভেঙে টাকা চুরি করতে এসছিল, নইলে এখিনে এই লোহার দণ্ডটা, কেনেই বা পড়ে থাকবে, তাও আবার ই লুহা তো নয়। যেন একটা বিরাট লোহার থাম্ব! দাঁড়া শালা দাঁড়া আমার মা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের দিকে তোদের সব হাত বাড়ানা করবে সব শালা।

পরক্ষণে রতন চারিদিকে জল ছড়িয়ে সিন্দুকে গড় করে ঘরের মধ্যে তালা লাগাতে লাগাতে বলল, শালা এতদিনেত আমার নাতি বাবলাটা এমন সময় সন্ধ্যা বেলায় এঘরে কখনও আসেনি। তাহলে হঠাৎ আজ এল কেনে? নিশ্চয় তাহলে এটা পিন্টুর কাজ, বাবলা'ত এই রকম নয়। শালা যত বদমায়িস ঐ পিন্টুটাই, আর যখনি পিন্টুটা এসে তখনি ওমনি বাবলটাও পিন্টুর সঙ্গে মিশে যত বদমাইসি করে। দাঁড়া শালাপিন্টু দাঁড়া, কালকে সকালটা একবার হতে দে তারপর তোদেরকে সব দূর করব শালা। শালারা এই দশ বছরেই আমার দশ অবস্থা করে দেয় বঠে। গো সব শালারা। এই ছুকুনি দুটা ছেনা, এখুনি এই বয়সে কিনা তারাআবার আমার সিন্দুক ভেঙে টাকা বের করতে এসে বঠে গো। বড় হলে'ত সব শালারা আমার সিন্দুকে আর একটা কানা কড়িও রাখবেনে, আমার সিন্দুকে টাকার তখন আর রক্ষে থাকবেনি গো।

এদিকে রতনের দুই নাতি দাদুর সিন্দুক হতে টাকা চুরি করতে না পেরে, দাদুর ঘর হতে বাইরে বেরিয়ে এসে দুজনে যুক্তি করতে লাগল যে, কি করে সিন্দুক হতে টাকা চুরি করা যায়। তাই পরক্ষণে পিন্টু বলল. দেখ বাবলা, আমরা'ত এখন ঐ কিপটা বুড়া দাদুর সিন্দুকের টাকায় কিছুই করতে পারলাম না, এখন আমরা দুজনে না হয় আর একটু বড়ই হই। তখন আমরা দুজনে বড় হলে ঐ কিপটা বুড়ার সিন্দুক ভেঙে সব সিন্দুকের টাকাকে বের করে ঐ নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে আসব, কী বল বাবলা, আমি ঠিক বলিনি?

পিন্টুর কথা শুনে বাবলা বলল, হ্যাঁ পিন্টু, তুই ঠিক বলেছিস। চল পিন্টু। এখন আজ থেকে আমরা দুজনে খুব তাড়াতাড়ি বড় হয়। শুধু ঐ কিপটা বুড়া দাদুর সিন্দুক থেকে টাকা চুরি করার জন্যে শালা কিপটা দাদু, আমার মা কাকিমা, ঠাকুমা সবাইকে সব সময় গালি দেয় গো, শুধু কি তাই, আবার কোন বাল মন্দ জিনিসও আমাদের মা কাকিমাদের খেতে দেয়নি পর্য্যন্ত। কিপটা দাদু, সব সময় খাবার সময় হলেই ওঁত পেতে বসে থাকে।

পরক্ষণে দুজনে আবার হাতে হাত মিলিয়ে বলল, চল, পিন্টু চল এখন আজ থেকে আমরা খুব তাড়াতাড়ি বড় হব চল।

ভোলা এবাড়ির বাগাল হলেও রতন বাদে বাকি সবার সঙ্গে ভোলার সম্পর্ক খুবি ভাল। শুধু ভালোই না, ভোলার কথাতেও এবাড়ির অনেকেই উঠ বস করে চালিত হয়। যেমন রতনের বৌমারা বিশেষ করে মেজবৌ বেশি করে যুক্তি সহকারে ভোলার সব কথায় গ্রহণ করে।

তাই ভোলা রতনের মেজ বৌকে মাটির হাড়িতে ভাত রান্না করতে দেখে বলল, মেজ বৌদিদি ও মেজ বৌদিদি, এ কিগো তোমার শ্বশুর এতই কিপটা, তোমরা কত বড় লোক ঘরের বৌ আবার তোমাদেরকেই দিয়ে কিনা শালা কিপটা বুড়া মাটির হাড়িতে ভাত রান্না করাচ্ছে গো, তাও আবার আজকালকার যুগে।

ভোলার কথা শুনে বড় বৌ হেসে বলল, শ্বশুর মশাই বলেছে মাটির হাড়িতেই ভাত রান্না করতে। মাটির হাড়ির ভাত রান্না খেলে পরে শরীর ভালো থাকে, পেটের অসুখ করেনে।

ভোলা তার বড় বৌ দিদির কথা শুনে ব'লল পেটের অসুখ করে না পাঁকা ছাই। আসলে তোমার শ্বশুর মশাই হলগে একটা যাকে বলে হাড় কিপটা মানুষ । অ্যালুমিনিয়াম হাড়ি কিনতে অনেক পয়সা লাগবে কিনা তাই।

মেজবৌ ঘাড় নেড়ে ব'লল যা বলেছিসরে ভোলা, আসলে জানলিকি ভোলা, তুই মাটির ভাতের হাড়ি ভাঙার কথা যুক্তি দেওয়ার পর আমি ইচ্ছে করেই ভাত নামাতে নামাতে হাড়ি ভেঙে দিয়েছিলুম। তার পর থেকে শ্বশুর মশাই একটা অ্যালুমিনিয়ামের হাড়ি কিনেও দিয়েছিল। কিন্তু দেখনারে ভোলা হাড়িটা দিদি পুকুর ঘাটে ভিজিয়ে দিয়ে এসে পরে মাজতে যাবে দেখে ঘাটে তো আর হাড়ি নাই। আর তখন শ্বশুর মশাই হাড়ি চুরি হয়ে গেছে বলেতে আমাদেরকে কি গালি গালজটাই না দিলেরে ভোলা।

ভোলা তার মেজ বৌদির কথা শুনে হেসে চোখ দুটো বড় বড় করে গোল্লা পাকিয়ে ঘাড় নেড়ে ব'লল তোমাদেরকে জ্যাঠা হাড়ি চুরির জন্যে খুব গালি গালাজ করেছে না, তা বেশ করেছে, আর তাছাড়া চুরি হয়েছে তো তোমরা কি করবে, দেখ মেজ বৌদিদি আমি ব'লছি তুমি আবার ঐ আগের মতো উনুন থেকে হাড়ি নামাতে নামাতে ইচ্ছে করেই হাড়িভর্ত্তি ভাতসুদ্দ কাছড়ে দাও, দেখবে বড় বৌদি মেজ বৌদি তাহলেই তোমার শ্বশুর মশাই আবার আগের মতো অ্যালুমিনিয়ামের হাড়ি কিনে দিবে।

বড় বৌ ভোলার কথা শুনে হেসে ব'লল, দেখ ভোলা তুই মেজর কানে ফুসলান দিয়ে এর আগেও হাড়ি ভঙিয়েছিস আর আমাদের ঘরের সবার দুদুবার খাওয়া বন্ধ করেছিস আবারও তুই মেজর কানে কুমন্ত্রণা দিচ্ছিস।

ভোলা ঘাড় নেড়ে ব'লল হ্যাঁ, দিচ্ছি, আর তাছাড়া তোমাদের ঘাট হতে শুধু শুধু

কেনে হাড়ি চুরি হতে যাবে গো বৌদিদি, ও তো আমিই চুরি করেছি, আমি নিজে চুরি করে ও গরোবীর মাকে দিয়ে এসেছি।

বড়বৌ-গরোবীর মা?

ভোলা ঘাড় নেড়ে আঙ্গুল দেখিয়ে বলল, হ্যাঁ গরোবীর মা, ঐ যে তোমাদের পাড়ায় ফর্সা করে ছোট সুন্দর একটা মেয়ে আছে না, তার নাম গরোবী আমি ওর মাকেই দিয়েছি।

বড় বৌ ভোলার কথা শুনে গালে হাত দিয়ে চোখ দুটো বড় বড় করে হেসে বলল, ওমা, সেকীরে ভোলা, তুই তাহলে তোর মনিবেরী খাচ্চু আর মনিবেরী জিনিস চুরি করছু?

ভোলা ঘাড় নেড়ে বলল, হ্যাঁ বেশ করেছি চুরি করেছি, আবার বেশ করেছি খাচ্ছি। মনিবের ঘরে কাজ করছি, তাহলে মনিবের খাবনাতো কার খাব শুনি? পাড়ার লোকের ঘরে খাব।

বড় বৌ—তুই তাহলে—

ভোলা আবার তার ঘাড় নেড়ে বলল, হ্যাঁ আমিই চুরি করেছি। আমি বেশ করেছি দিয়েছি। গরোবীর মায়ের কি আর তোমাদের মত অত দামে অ্যালুমিনিয়ামের হাড়ি কিনার ক্ষমতা আছে? ক্ষমতা নাই, তাই আমি ওদেরকে লুকিয়ে লুকিয়ে তোমাদের অলক্ষ্যে হাড়ি চুরি করে দিয়ে দিয়েছি। আর তাছাড়া তোমাদের কি আর টাকা পয়সার কোন অভাব আছে। পরে না হয় আর একটা কিনেই নিও। পরে কেনো এক্ষুনি, এক্ষুনি আমার যুক্তিটা কাজে লাগিয়ে দাও দেখবে তাহলেই —। এই কথা বলে ভোলা হিহি করে হেসে ফেলল।

মেজবৌ বলল, বেশ করেছিস, ভোলা, তুই না হলে এই রকম শ্বশুর মশাইকে একদম জব্দ করতে পারবিনে। তুই এই ভাবে এক এক করে বুড়ার সব জিনিসকে এক একটা করে উচ্ছুনে পাঠিয়ে দে দিখিনে ভোলা।

বড় বৌ হেসে বলল, দেখ মেজ, তোকে যে এই এত কষ্ট করে এই মাটির হাড়ির ভাত রান্না করতে হচ্ছে, তোকে খুব ভাল লাগছে।

ভোলা ঘাড় নাড়তে নাড়তে চোখ দুটো বড় করে বলল, দেখো মেজ বৌ দিদি আমি যে তোমায় ঐ যুক্তিটা দিলুম, তুমি আবার ইচ্ছে করেই উনুন থেকে হাড়ি নামাতে নামাতে ভর্ত্তি ভাত সুদ্দ কাছরে দাও দেখবে, তাহলেই তোমার ঐ কিপটা শ্বশুর আবার সঙ্গে সঙ্গে মা লক্ষ্মীকে নষ্ট করার ভয়ে অ্যালুমিনিয়ামের হাড়ি কিনে দিবে।

এদিকে এমন সময় রতন ভোলাকে তার মেজ বৌমার সঙ্গে রান্না ঘরের ভেতরে

কথা বলতে দেখে বলল, আবে শালা বাগাল আবার রান্না ঘরের কোণে ঘরের বৌদের সঙ্গে কি কথা কয়ে বঠে। ফাঁকে বলু বল, কিন্তু তাই বলে একেবারে রান্না ঘরের কোণে। তাও আবার কিনা ঘরের বাগাল হয়ে দাঁড়া শালা বাগাল দাঁড়া, আমি এক্ষুনি তোর কাছে যায় বঠি, শালা হারামজাদা বাগাল আমার ঘরের বৌটাকে একে বারে ডেসপারেট করে দেয় বঠু গো?

তো রতন একথা বলে সত্যি সত্যিই রান্না ঘরের দিকে বিড় বিড় করতে করতে বৌমাদের কাছে এল।

পরক্ষণে বড় বৌ শ্বশুর মশাইয়ের রান্না ঘরের দিকে আসতে দেখে আস্তে করে গলা চেপে বলল, মেজ, এই মেজ শ্ব——।

তো বড় বৌ একথা বলতে না বলতেই রতন রান্না ঘরের কাছে এসে ভোলাকে গালি দিয়ে বলল, শালাযা হারামজাদা বাগাল, তুই কেনে রান্না ঘরের কোণে বৌদের সঙ্গে গল্প করু বঠুরে। যা শালা দূরহ শালা, তোর জন্যেই, এই তোর জন্যেই আমার ঘরের বৌ গুলান সব—আবার তোর জন্যেই আমার মেজবৌটা দিন দিন এত শিয়ানা হয় বঠে। আর তোদের ও বলিহারি, তোরা আমার ঘরের বৌ হয়ে কিনা একটা বাগালকে রান্না ঘরের কোণে ডেকে গল্প করু বঠু।

মনিবের কথার জবাবে ভোলা বলল, কেনো বাগাল বলে কি মানুষ ন, আর এই বাগাল না হলেতো তোমার এক দণ্ডও চলে না, উঁ, ভারিতো আমার কিপটা ক্যাঙলা বুড়া।

রতন ভোলার কথা শুনে রেগে গিয়ে বলল, শালা হারামজাদা বাগাল, তোর সাহসত কম নয়। তুই সব সময় আমার মুখের উপর যা না তাই কথা বলু বঠু? দূরহ শালা, দূরহ বলছি।

মনিবের কথা শুনে ভোলা যাবার সময় চোখ কপালে তুলে বলল, তাহলে মেজ বৌদি, ঐ ভোলার কথা শুনে রতনের দুই বৌমা মুখ টিপে হাসতে লাগল।

পরক্ষণে রতন রান্না ঘর হতে ভোলার সঙ্গে সঙ্গে বাইরে বেড়িয়ে এল।

এদিকে মেজ বৌ কিছুক্ষণ বাদে সত্যি সত্যিই ভোলার কথা মতো মাটির হাড়ির ভাত উনুন হতে নামাতে নামাতে কাছরে দিল।

আর তাই দেখেতো শাশুড়ী মা দুর হতে চিৎকার করে বলে উঠল, কি হলো মেজ বৌমা, আবার তুমি হাড়ি ভাঙলে নাকি, তোমার আবার কোথাও ছেঁকা লেগে পুড়ে যায় নেত?

রতন তো তার স্ত্রী কথা শুনতে পেয়ে চটজলদি রান্না ঘরে আবার এসে দেখল

যে সত্যি সত্যিই তার মেজ বৌ ভাত সুদ্দ হাড়ি ভেঙে দিয়েছে, আর তাই দেখেতো রতন নিজের মেজ বৌমাকেই গালি দিয়ে বলল, খানকির ঝিয়েরা সব, এখনও হাড়ি নামাতেও জানলনে, আমার মা লক্ষ্মীকে এইভাবে দুদিনেই দেখচি লাটে তুলবে গো সব। হায় হায়, মা লক্ষ্মীকে একটা জায়গায় ভাল করে তুলে রাখ। তুলে যত্ন করে রাখ বলছি, আর একেই সবাইকে দিবি, আবার যেমন না গোরুর ডাবায় দেও। একথা বলে দিয়ে রতন সেখানে হতে বিড় বিড় করতে করতে বাইরে বেড়িয়ে এল।

আবার এদিকে তো ভোলা আড়ালে দাঁড়িয়ে মনিবের সব কথাশুনে হাসছিল। তো মনিব যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওমনি ভোলা তার মেজ বৌদিদিকে এসে হেসে গা দুলাতে দুলাতে বলল, কিগো মেজ বৌদিদি, তুমি তাহলে আমার যুক্তিটা আবার কাজে লাগিয়েছ বল, আমি জানিতো ও তোমার দ্বারাই সম্ভব, এত শক্ত কাজ বড় বৌদিদির দ্বারাই একদম সম্ভব নয়। অত সাদা সরল মন নিয়ে কি আর সব সময় চলেগো মেজ বৌদিদি। আর এই রকম শ্বশুর মশাইকে নিয়ে ঘর সামলাতে হলে তোমাকে যে এইবার থেকে মেজ বৌদিদির মত একটু শিয়ানা হতেই হবে গো বড় বৌদিদি।

ভোলার কথা শুনে বড় বউ মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হাসতে লাগল।

মেজ বৌ ঘাড় নেড়ে বলল, সে তো হল, কিন্তু ভোলা, আমাদেরকেতো আজকে এবার না খেয়ে হয়ত এই মাটি মাখা ভাতখেয়েই দিন কাটাতে হবেরে।

ভোলা হেসে নাক তুলে ঘাড় নেড়ে বলল, ও এক আধদিন না খেয়ে মাটি মাখা ভাত খেয়ে দিন কাটালে কিছু হবেনে গো মেজ বৌদিদি, তেমন তোমার কিপটা শ্বশুরের যৎ কিঞ্চিৎ সামান্য কিছু পয়সা হলেওতো আর তার সিন্দুকে ঢুকবে না আর হ্যাঁ মেজ বৌদিদি তুমি নীচের মাটি কাঁকর মিশানো ভাত গুলা তোমার শ্বশুরকে দিবে, আর পার যদি ঐ ভাতের সঙ্গে আরও চারটি কাঁকর মিশিয়ে দিবে। যেমন কাঁকর লেগে তোমার শ্বশুরের সব দাঁত গুলা একেবারে ভেঙে চুনা হয়ে খান খান হয়ে যায়। শালা কিপটা বুড়ার শালা আমার কিপটা মনিবটার কত বয়স হল, আর এখনও একটাও দাঁত ভাঙলনে গো, আমাদেরী বলে এই বয়সে সবার দাঁত নড়বড় করছে, আর শালা কিপটা জ্যাঠার দাঁত গুলা এখনও সব বাঘের দাঁতের মত——।

ভোলার কথা শুনে বড়বৌ হেসে বলল, যা যা, এইবার তুই যাত ভোলা, তোর পাল্লাই পড়ে মেজটাকে এমন বদ অভ্যাস শিখিয়ে দিচ্ছিস না।

ভোলা হেসে বলল, হ্যাঁগো বড় বৌদিদি, আমি তাই না হয় যাচ্ছি, কিন্তু দেখো বড় বৌদিদি, তোমার মত অত সাদা সরল মন নিয়েএই ঘরে থাকলে তোমাকে তো আর চিনতেই পারবে না বড় দাদা।

বড় বৌ হেসে বলল, বেশ বেশ, তোকে আর অত মাস্টার গিরি করতে হবে না। তুই এখান থেকে যাত দেখি।

ভোলা হেসে ঘাড় নেড়ে বলল, দেখো বৌদিদি, এইবার তোমাদেরকে আজকেই তোমার ঐ কিপটা শ্বশুর মশাই সিন্দুক থেকে টাকা বের করে একেবারে নতুন, অ্যালুমিনিয়ামের হাড়ি কিনে দিবে, এই আমি চললুম। এই কথা বলে দিয়ে ভোলা হাসতে হাসতে তার বৌদিদিদের কাছ হতে বাইরে বেড়িয়ে এল।

এদিকে আবার রতনের ভাত খাবার সময় হয়েছে, তাই রতন প্রতিদিনের মতো আজও তার বাগালকে সঙ্গে করে নিয়ে খেতে বসল, ভোলা আজ তাঁর মেজ বৌদিদিকে ভাত খেতে দিতে দেখে বলল, মেজ বৌদিদি, আজকের ভাত গুলা কত সুন্দর রঙের রঙের লাগছে কেনে গো, ঠিক যেন মনে হচ্ছে, মাটি ভাত, তাই নয়গো বৌদিদি, আর তাছাড়া আজ নতুন রান্না খেতে দিচ্ছ, তাই না মেজ বৌদিদি?

ভোলার কথা শুনে মেজে বৌ তার মুখ টিপে মৃদু ভাবে হেসে উঠল।

পরক্ষণে রতন ভোলাকে গালি দিয়ে বলল, শালা খেয়ে মর বলছি না করে শালার সব কথাই ফড়ন কাটা অভ্যাস, তো পরক্ষণে রতন ভাত খেতে খেতে হঠাৎ তার চোয়ালে এমন সময় হাত দিয়ে বলে উঠল, ওরে বাবারে সব খানকির ঝিয়েরা আমাকে কাঁকর ভাত দিয়ে মরে বঠেরে। শালা আমার গায়ের সব লোম গুলা কাঁটা দিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়ি গেছে বঠেরে।

ভোলা তার মনিবের কথা শুনে ভাত খেতে খেতে মুখ নীচু করে ফিক ফিক করে হেসেই চলল।

রতন পরক্ষণে আবার মুখে ভাতের গ্রাস তুলে খেতে লাগল, তো রতনের এবারে ভাত খেতে খেতে সত্যি সত্যিই মুখে কাঁকর লেগে দাঁত ভেঙে গেল। রতন তো সঙ্গে সঙ্গে ভাতের গ্রাস দাঁত সহ উগরে বাড়ির বৌদের আবার গালি দিয়ে বলল ওরে বাবারে, আমার দাঁত ভেঙে গেল বঠেরে, শালা সব এই বাগালটার কাজ, তুই শালা বাগাল আমার মেজ বৌয়ের কানে তখন এই ফুসলান দিচ্ছিলে বঠে না। শালা বাগাল, এই কথা বলে রতন তার পাতের থালা থেকে উঠে সত্যি সত্যিই ভোলার চুলের ঝুঁটি ধরে পিঠে দুমাদুম দুচারটা দিয়ে বসল। আর ভোলাতো তাতেই মাথা নীচু করে মনিবের কাণ্ড দেখে খিল খিল করে হেসেই চলল।

এদিকে রতনের, বৌমারাও শ্বশুরের কাণ্ড কারখানা দেখে হাসতে লাগল। মেজ বৌতো আবার হেসে উলোট পালোট খেতে লাগল।

রতন উঠে চলে যেতে পরক্ষণে ভোলা তার মেজ বৌদিকে পেতে চোখ তুলে বলল কী মেজ বৌ দিদি আমার কথাটা সত্যি হল, আমি বলেছিলুমনে।

ভোলার কথা শুনে রতনের মেজ বৌমা খিলখিল করে হেসে উঠল।

রতন সামন্ত যে কী ভীষণ কিপটে তাও সত্যি বটে। এইদেখুন না রতন সামন্ত সব মজুরদের তার চাষের কাজে প্রচুর খাটিয়েও বেচারা সব মজুরদের দুমুঠো পেট ভরে শান্তিতে পর্য্যন্ত খেতে দেয়না।

যদিও বা আবার রতন সামন্ত সব মজুরদের খেতে দেয় তো তাও আবার তাদের দিকে পেট ভর্ত্তি করে খেতে দেয় না। রতনা সব মজুরদের আধপেটা করে খেতে দেয়। লোকে গায়ে গতরে খেটে দুটি পেটে খাবে, তো রতনার সেখানেও কিপটেমি, রতনা এমনি কিপটে যে তার মত দ্বিতীয় ব্যাক্তি এই জগতে মেলাভার।

আবার রতন সামন্ত যে সব মজুরদের আধপেটা করে খাওয়াবে সে কথা রতন সামন্তর সব মজুরদের নিজের মুখ থেকে একেবারে বলবে না। যে এই তোরা সবাই আমার ঘরে আধপেটা করে খা, না হলে দুদিনেই আমার সব মা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ফুরিয়ে যাবে। একথা রতনা নিজের মুখ থেকে সব মজুরদের কাছে সে কোন মতেই বলবে না।

আর রতন সামন্ত সব মজুরদের আধপেটা করে খাবার কথা বলে, সে ছোট হতে যাবেই বা কেনো? তাতে কি আর তার মান সম্মান বাড়বে, বোই কমবে? তাই রতন সামন্ত নিজের মুখ থেকে সব মজুরদের আধপেটা খেতে বলবে, আর বলবেই বা কেন? কারণ সব মজুরদের আধপেটা করে খাওয়াবার সেই কৌশল'ত রতন সামন্তর বেশ ভাল করেই জানা আছে। তাহলে সে শুধু শুধু সব মজুরদের নিজের মুখ থেকে আধপেটা করে খেতে বলে কেনোই বা ছোট হতে যাবে।

তো রতন সামন্তর কিপটেমির কথা আগেই জানা গেছে, এইবার আরও এক বার রতন সামন্তর কিপটেমির কথায় আসা যাক।

আগেই বলেছি যে, রতন সামন্ত প্রচুর জমির মালিক, আর রতন সামন্ত প্রচুর জমির মালিক বলে তো সেই কারণেই রতনার ঘরে সবদিন যে কেউ না যে কেউ চাষের কাজের জন্যে মজুর বাঁধা থাকেই। আর তাছাড়া তার আদরের দুই বলদ লালা আর শ্যামলার দেখা শোনা করার জন্যে তো ভোলা সবদিন রয়েইছে।

রতন সামন্ত প্রচুর জমি জমার মালিক বলে, তো সেই জন্যে রতনার জমিতে বর্ষায় পুরোদমে চাষের কাজ চলেছে, আর সেই জন্যে রতনের ধান চাষের কাজে প্রচুর মজুর ধান রোপন করতে কাজে লেগেছে।

প্রত্যেক বাড়িতে যেমন সব মজুরদের স্নান ভাত খাওয়ানোর রেওয়াজ আছে তেমনি রতন সামন্তর বাড়িতেও সব মজুরদের স্নান ভাত খাওয়ানোর রেওয়াজ রয়েছে।

আর সেই কারণেই বাড়ির সব মেয়েরা সব মজুরদের ঠিক সময়ে স্নান ভাত খেতে দিবে বলে, বাড়ির মেয়েরা সব তাড়াতাড়ি রান্না বান্না করার ব্যাবস্থা করতে লাগাল।

তো প্রতিদিনর মতো আজও যাতে না ভাতের অকুলান পড়ে সেই জন্যে রতনার বড় বৌমা ভাঁড়ার ঘরে ঢুকে বস্তাথেকে চাল নিয়ে সেরে করে মেপে মেপে পাঁচ সের চালের জায়াগায় বেশি করে ছয় সাত সের চাল মেপে পালির মধ্যে রাখল।

এদিকে রতন'ত দুর হতে বকের মত দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে বড় বৌমার ভাঁড়ার ঘরে চাল মেপে দেখতে লাগল। আর সেই সঙ্গে টিক টিকির মত করে ঘাড় নাড়তে লাগল। পরক্ষণে রতন ঘাড় নেড়ে নিজের ব্যাটার বৌকেই গালি দিয়ে বলল, দাঁড়া শালি দাঁড়া তোকে অত চাল মাপাচ্ছি, তুই একবার পুকুর ঘাটে যা তার পর তোর অত অত চাল রান্না করাব।

তো সত্যি সত্যিই রতনের বড় বৌমা আগে থেকে পরিমাণ মত বেশি করে চাল মেপে রেখে দিয়ে কোন কারণে বাইরের কাজে বেড়িয়ে গেল।

আর ওমনি এই সুযোগে'ত রতন সামন্ত করল কি, কেউ কোথাও আছে নাকি বাড়ির চারিদিকে তাকিয়ে দেখে, চোরের মতো চুপি চুপি করে ভাড়ার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল। তো রতন ভাঁড়ার ঘরের মধ্যে ঢুকে বড় বৌ এর সেরে মাপা ভাত রান্নার চাল থেকে কিছু পরিমাণ চাল কমিয়ে দিয়ে আবার সেই চালকে চালের বস্তার মধ্যে রেখে দিল, চালের বস্তার মধ্যে চাল তুলে রেখে দিয়ে রতনা দুই হাতে হাত চাপড়ে হাত ঝাড়তে ঝাড়তে মুখের ভঙ্গি করে বলল, শালা রোজ রোজ এত করে চালের ভাত রান্না করলে'ত তাহলে আমার মা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দুদিনেই শেষ হয়ে যাবে, না বেশি কথা না বলে এই বার পালাই, নইলে আবার আমায় সব মাগীর ঝিয়েরা দেখে ফেলবে, আবার শালা আমার ঘরে বাগালটাও খুব ঢ্যামনা হয় বঠে।

পরক্ষণে রতন এই কথা গুলো বলে দিয়ে চুপি চুপি করে এদিক সেদিক তাকিয়ে আবার ভাঁড়ার ঘর হতে বাইরে বেরিয়েএল, রতন সামন্ত বাইরে বেরিয়ে এসে আবার সদর দুয়ারের খাটের উপর পা ঝুলিয়ে বসে ঠ্যাঙ হেলাতে হেলাতে বাড়ির বৌদের সব কাজ কর্মের দিকে লক্ষ্য করতে লাগল।

এদিকে রতন সামন্ত ভাঁড়ার ঘর হতে বাইরে বেড়িয়ে আসার পরক্ষণ বাদেই এ বাড়ির বড় বৌ বাইরের কাজ সেরে আবার ভাঁড়ার ঘরে আগে থেকে মাপা চাল নিতে ঢুকল, তো বড় বৌ ভাঁড়ার ঘরে ঢুকে আগের থেকে ভাতের চাল মাপা পালি হাতে তুলে নিয়ে নিজে নিজেই বলল, তাই'ত আমি যে এত বেশি করে চাল মেপে পালির মধ্যে রেখে গেলুম, তাহলে তবুও কেনো যে এত চাল কম লাগছে? না সেবারের মতো

আবার যদি ভাতের অকুলান পড়ে। তার চেয়ে বাবা আরো সেরেক কান্যে চাল বেশি করে নিয়েই নিই।

তো এই কথা বলে রতনার বড় বৌমা আবার বস্তা হতে সেরে করে মেপে এক সের চাল নিয়ে ভাঁড়ার ঘর হতে পুকুর ঘাটে চাল ধুতে চলে গেল।

এদিকে আবার রতন সামন্ত সদর দুয়ারের ঘাটের মধ্যে বসে পা ঝুলিয়ে ঠ্যাঙ হেলাতে হেলাতে জানালা দিয়ে শকুনের মতো তাকিয়ে বাড়ির মেয়েদের সবার দিকে লক্ষ্য করতে লাগল, যে বাড়ির মেয়েরা সব কে কখন কি কাজ করে চলেছে।

এদিকে বাড়ির বড় বৌ পুকুর ঘাট হতে পালিই করে চাল ধুয়ে এনে উনুনে ভাতের হাড়ি চাপিয়ে ভাতের হাড়িতে চাল তুলে শাশুড়ী মাকে বলে উঠল, মা আজকে কি রান্না হবে?

বৌমার কথা শুনে শাশুড়ী মা বঁটিতে লাউ কাটতে কাটতে বলল, কী আবার এই'ত লাউ কাটছি 'লাউয়ের ঝাল, আর খেসারির ডাল'।

কিপটা রতনা গিন্নীর কথা শুনে সদর হতে ঘাড় নাড়তে নাড়তে গায়ে গামছা বিছতে বিছতে মুখের ভঙ্গি করে বলল, খাওয়া সব শালা ব্যটাদেরকে, 'খেসারির ডাল আর লাউয়ের ঝাল'।

এদিকে বাড়ির বড় বৌ উনুন হতে ডাল নামিয়ে লাউয়ের ঝাল আবার উনুনের কড়াইতে চাপাল। তো বড় বৌ উনুনের কড়াইতে করে লাউয়ের ঝাল চাপিয়ে আবার পুকুর ঘাটে কলসী নিয়ে জল আনতে গেল।

তো রতনা কিপটা এই সুযোগে করল কি, খাট হতে উঠে দৌড়ে ছুটে এসে চুপি চুপি করে রান্না ঘরের মধ্যে ঢুকে এদিক সেদিক তাকিয়ে নুনের জায়গা হতে নুন নিয়ে ডালে আর লাউয়ের ঝালে টপাক করে খাবলা দুই তিন নুন দিয়ে ব'সল।

পরক্ষণে রতন চুপি চুপি করে ডালে আর লাউয়ের ঝালে খাবলা ভর্ত্তি নুন দিয়ে মুখের ভঙ্গি করে বলতে লাগল, শালা ব্যটাদেরকে সব আজ বেশটি করে খাওয়াব। কত তোদের সব রাশি রাশি ভাত খাওয়া, খাওয়াব শালা এইবার তোদেরকে সব। না এইবারর গিয়ে দেখি এসিগ্যে, মজুর গুলা সব আমার জমিনেতে কেমন কাজ করে বঠে।

এই কথা বলে দিয়ে রতন সামন্ত রান্না ঘর থেকে বাইরে বেড়িয়ে আসতে যাচ্ছে। তো এমন সময় রতন কিপটার বড় বৌমার চোখের সামনে পড়ে গেল। আর তাই দেখে'ত বড় বৌ শ্বশুর মশাইকে জিজ্ঞেস করে বলল, বাবা! আপনি! রান্না ঘরে কি করছিলেন?

রতনা তার বড় বৌমার কথা শুনে থতমত খেয়ে বলল, আমি, আমি মজুরদের জন্যে সুকা আর চটা খুঁজতে গেইলুম বঠে।

বড় বৌ শ্বশুর মশাইয়ের কথা শুনে বলল, কী রান্না ঘরে সুকা চটা?

বড় বৌ এর কথা শুনে রতন বলল, উ তোকে এত ভাবতে হবেনে, তুই এবার তাড়াতাড়ি রান্না করে লিবি যা দিখিনে বাবু। নইলে এখুনি আবার মজুররা সব খেতে চলে এসবে। আর তাদের তাড়াতাড়ি রান্না রান্না না হলে পরে মজুররা সব এসে বসে থাকবে। তোরা জানু'ত বাবু, মজুররা সব খেতে এসে বসে থাকলে পরে কত কাজের ক্ষতি হবে বল দিখিনে বাপু তোরা? যা যা; তোরা এবার শিগগিরী যে যার রান্না ঘরে গিয়ে রান্নার কাজ সারগে যা।

রতনা তার বড় বৌমাকে এই কথা বলে দিয়ে সোজা মাঠে গিয়ে মজুরদের সব কাজ দেখতে রওনা হল।

তো রতনা মজুরদের কাছে এসে তার সোজা সাপটা গদা বাংলা মুখের ভাষায় বলল, কিরে তোদের আর কত দেরী? চল চল, রান্না হয়ে গেছে এবার, তোরা সবাই খেয়ে লিবিগ্যে চল।

রতনার কথা শুনে তার একজন (নাম কেলুচরণ, ডাকনাম কেলা) কেলুচরণ নামে মজুর বলে উঠল, বলিত রতনাদা, তুমি দাঁড়াও গো আর একটু খানি, এখনও বেশ কাজ বাকি আছে। এই কাজটা সেরে আমরা যাচ্ছি গো রতনা দা।

কেলুচরণের কথা শুনে রতন বলল, অঃ, তোরা তাহলে আয়, আমি ততক্ষণা এগাই বঠি। উদিকে হেলা মজুরের দিক হয়ে ঘরে যায় বঠি।

এই কথা বলে দিয়ে রতন জমি হতে পরক্ষণে আবার ঘরে চলে এল।

নাম হাঁদু, ডাক নাম হাঁদা, তো রতন সব মজুরদের কাছ হতে চলে আসতেই হাঁদা তোতলি তোতলি বলে উঠল আ..জকে কী ...ব্যাপার ব'লত কে ....লাদ্দা? রতন খুড়া'ত কু...নুদিন আ......মাদের ডা...কতে এসেনি, আ....জ, হ.....ঠাৎ আ.মাদেরকে আ......দর ক...... রে ডা.............কতে এ.ল কে.......নে ব...........ল দি........খিনে।

হাঁদার কথা শুনে কেলুচরণ বলল, সেই তরে হাঁদা, আমিও'ত তাই ভাবছি চল, এই বার আমরা সবাই খেতে চল, গিয়ে দেখি কি মতলবে রতনাদা আমাদের কে খেতে ডাকতে এসছিল।

তো সব মজুর-ই তাদের অর্ধেক কাজ সেরে রতন সামন্তর ঘরে স্নান ভাত খেতে হাজির হল।

সব মজুরদের ঘরে ভাত খেতে এসতে দেখে রতন তাদের জিজ্ঞাসা করে বলল, কীরে কেলা, তোদের কতটা কাজ এগিয়ে ছেরে কেলা?

নাম সুবল, ডাকনাম সুথলা, রতনের কথা শুনে সুবলা ব'লল হ্যাঁগো রতনদা, তুমি আগে থেকে যতটা হাল কবে রেখেছে, মনে হয় ওটা আজকেই হয়ে যাবে। আর আজকে যেটা হাল হচ্ছে এ জমিনটাও।

সুবলের কথা শুনে রতন মুখ বাঁকিয়ে তার গামছাটা কাঁধ হতে নিয়ে নিজের গায়ে বিছতে বিছতে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, তোরা এতজন আছু, সব কাজ শেষ না হলে হয়।

রতনের কথা শুনে হাঁদা তোতলি তোতলি বলে উঠল, হ্যাঁ ..... গো, রতন খুড়া, কা....লকের কা.... জের জন্যে হা....ল না...ইযে গো; তাহলে কী.... কা...লকের কা...জ ব...ন্ধ থাকবে?

হাঁদুর কথা শুনে রতন বলল, না না, কাজ কি বন্ধ থাকবেরে, অত জমির চাষ সারতে অনেকদিন সময় লাগবে, তার উপর আবার কাজ বন্ধ করলে হয়। উআমি ঠিক ভোর ভোর যেয়ে জমিনে হাল করে দিব। যাযা তোদের খাবার জায়গা হয়ে গেছে এবার তোরা সবাই এখন খাগে যা। তোরা অনেক কাজ করেছু, তোদের সবার খুব খিদা পেয়ে গেছে নারে?

রতনের কথা শুনে সুবল বলে উঠল, হ্যাঁগো রতনার দা, আমাদের যে দারুণ ক্ষিদা পেয়ে গেছে গো, আর পাবে নাই কেনে বল রতনারদা, সেই কখন সাত সকালে বিছ্না থেকে উঠে কাজে গেছি বল দিখিনে?

সুবলের কথা শুনে রতন বলল, উঁ সাত সকালে না পাঁশ ছাই যা যা, ঢের হয়েছে, এবার তোরা খাগে যা।

পরক্ষণে কেলুচরণ বলে উঠল, নাগো রতনারদা, আমাদের হাতে গায়ে পায়ে গটাই কাদাই ভর্তি। আমরা চান করে এসে তবে খাবগো রতনারদা, কথায় বলে স্নান ভাত। আর চান না করে খেলে হয়।

রতন সামন্ত কেলুচরণের কথা শুনে মনে মনে ভেবে বলল, শালা এই ব্যাটাদের মত লব'ত মোটেই ভাল না, শালারা আবার বলে কিনা লেয়ে এসি। আর লাইলে পরে'ত আবার সব শালারা তেল মাখবে আর তেল মেখে তবে লাইবে আর অত গুলা লোকের হাতে তেল দিওয়া কি আর চারটি খানি কথা, উঁ, শালা দিকে আবার তেল দিচ্ছে।

পরক্ষণে কেলুচরণ রতনের গিন্নীকে হাঁক মেরে ডেকে আবার বলে উঠল বলি, ও বৌ দিদিয়ে, তুমি কুথায় গেলেগো, আমাদের সবাইকে হাতে হাতে এক পলা করে তেল দিয়ে দাও দিখিনে বৌ দিদিয়ে, আর আমরা গায়ে গায়ে বুলিয়ে (চোপড়িয়ে) টপাক করে দুটা পাঁঠা ডুব দিয়ে এসি।

কেলুচরণ রতনের গিন্নীকে হাঁক সেরে ডাকতে দেখে তো, তখন রতন করল কি,

কেলুচরণের কথা শুনে চট জলদি ব'লে উঠল, আরে আরে এই কেলা, তোকে আর তোর বৌদিদিরে তেল দিওয়ার জন্যে অত ডাকতে হবেনে, দেখ কেলা আমি তোদের বলিকি শুন, এখন আর তোদেরকে লাইতে হবেনে। লাইলে পড়ে তোরা আবার লেয়ে টেয়ে কাজ টাজ করলে'ত তোদের গায়ে আবার যেইকে সেই কাদা হয়ে যাবে। আর সেই জন্যেই আমি তোদেরকে বলিকি শুন, তোদের এখন আর লেয়ে টেয়ে কাজ নাই, বরং তোরা হাত পা ধুয়ে খাগে যা।

রতনের কথা শুনে সরল মনে কেলুচরণ ঘাড় নেড়ে ব'লল হ্যাঁ হ্যাঁ, সেবা তুমি ঠিক বলেছ যেমন রতনার দা।

পরক্ষণে রতনের কথা শুনে তার মুখের চোখের চাউনির ভঙ্গি দেখে একজন মজুর কিছুটা দূর হতে দাঁড়িয়ে বলে উঠল, শালা রতন, কিপটার মুখের ভঙ্গিটা দেখরে হাঁদা। শালার মুখের চোখের চাউনি ভঙ্গি-ভাঙ্গা দেখ হাঁদা।

হাঁদা তোতলিয়ে বলে উঠল, যা....বলেচু মা..ইরি তুই শঙ্কররারদা।

পরক্ষণে রতন তার গামছাটা কাঁধ থেকে নামিয়ে নিয়ে নিজের গায়ে বিছতে বিছতে সব মজুরদের ব'লল যাযা, তোর বৌদি তোদের সবার জন্যে খাবার জায়গা করে দিয়িচে এখন তোরা তাড়াতাড়ি খেতে বসগে যা দিখিনি বাপু।

এদিকে এমন সময় রতনের নিজের স্ত্রী হাতে তেলের ভাঁড় নিয়ে বাইরে বেড়িয়ে এসে সব মজুরদের বলল, এই নাও তোমরা সবাই তেল নিবে ব'লছিলে যে, তেল নাও।

রতন'ত গিন্নীর কথা শুনে মজুররা সব কিছু কথা বলার আগেই ওমনি সে আবার চটজলদি বলে উঠল, এই লতার মা, না-না-না, তুই তেলের ভাঁড় লিয়ে এখন ঘরে যা, ওরা এখন কেউ লাইবেনে, যাযা তুই সবাইকে এখন খেতে দিবি যা দিখিনে এদের বলে সকাল থেকে কাজ করে কত ক্ষিদা পেয়ে গেছে, আর দমে এদের ক্ষিদাতে পাই বঠে।

রতনের কথা শুনে তার স্ত্রী স্বামীর কথায় আর কোন উত্তর দিল না, স্বামীর কথায় কোন উত্তর না দিয়ে পরক্ষণে রতনের বৌ ঘরের ভেতর প্রবেশ করল।

রতনের মুখ হতে এই ধরনের কথা শুনে তার অঙ্গ ভঙ্গি দেখে সব মজুররা ভোলার মনিবের দিকে হাঁকরে তাকিয়ে দেখে দাঁড়িয়ে রইল।

আর রতন তাই দেখে'ত সব মজুরদের বলে উঠল, এই তোরা হাঁকরে তাকিয়ে দাঁড়ি দাঁড়ি আমার মুখের দিকে ওমন করে কি দেখু বঠ্? তোরা মনে হয় আমাকে কখনও দেখুসনে, যা তোরা তাড়াতাড়ি খেতে বসগে যা বলছি, বলে তোদের জন্যে আমার বৌমারা সব কখন থেকে খাবার জায়গা করে বসে অপেক্ষা করছে। আর তোরা এখনও খেতেই বসলিনে। তোরা এখন ক্ষেতে যা বলছি, যা, কখন থেকে সব খেতে

এসেছে, আর এখনও তোদের খাওয়া হলনে. শালারা তোদের যদি খেতে এসতেই এত সময় লেগে গেল, তাহলে তোরা কখন কাজ করবিরে শালারা।

রতনের কথা শুনে শঙ্কর একটু দূর হতে বলে উঠল, উঁ, আমাদের এখনও খাওয়াই হলনে, আর শালা বলে কিনা, তোদের খেতেই যদি এত সময় লাগে তাহলে তোরা কখন কাজ করবি, হুঁ শালা ঢ্যামনা রতন কুথাকার।

শঙ্করের কথা শুনে হাঁদু তোতলে বলে উঠল, যা বলেছ, শঙ্করদা।

পরক্ষণে সব মজুররা রতনার ঘরে একসঙ্গে চৌদ্দপনরজন লম্বা লাইন দিয়ে সারি করে খেতে ব'সল।

তো মজুররা সবাই খেতে বসে প্রত্যেকেই দু-এক খামল ভাত মুখে তুলে নিয়ে বুঝতে পারল যে, সবেতেই একেবারে নুনে পুড়ি, তাই সব মজুররাই একসঙ্গে দু এক খামল মুখে ভাত তুলে নিয়ে প্রত্যেকেই বিড় বিড় করতে করতে নিজেদের মধ্যে বলা বলি করতে লাগল যে, ই ভাত খাওয়া হচ্ছে, না নুন খাওয়া হচ্ছেরে।

কেলুচরণ সবারির কথা শুনে রতনের স্ত্রীকে হাঁক মেরে ডেকে বলে উঠল, এই বৌদিদিয়ে, তুই কুথায় গেলিগো, এই দিকে একবার আয় দিখিনে বৌদিদিয়ে।

কেলুচরণের ডাক শুনে রতনার বৌ তার কাছে এসে বলল, কি কি হয়েছে আমায় ডাকছিস কেনো?

রতনের স্ত্রীর কথা শুনে কেলুচরণ বলে উঠল, কিগো বৌদিদি, একেত খেসারির ডাল, তার উপর আবার লাউয়ের ঝাল। তায়েও আবার ডালে ঝালে নুনে পুড়ি। একে দিয়ে কুনু দিন কুনু মানুষ ভাত খেতে পারেগো বৌদিদি? না এইভাবে ভাত খাওয়া যায় গো বৌদিদি, বৌদিদি তুমিই নিজের মুখে একবার সবকিছু চেখেই দেখো। আমি সত্যি বলছি, না মিথ্যা বলছি গো বৌদিদি, তরকারিই একেবারে কঠিন নুনে পুড়িগো বৌদিদি, কিসেতেও একেবারে মুখ দিওয়া যাচ্ছেনে গো বৌদিদি।

কেলুচরণের কথা শুনে হাঁদা তোতলি তোতলি বলে উঠল, হ্যাঁগো খুড়ি, তো...মা..দের ব..উ..গু....লাকি এক বারেই রা...া বা...ন্না ক...রতেও জা.....নেনে, এ..ত কা..জ ক..রেও যদি দু...মুঠা শা...স্তিতে স...ব মজুরদের খে.. তে না...দি..লি, তা...হলে কি..আর মজুরদের পে...ট ভরে গো খুড়ি? না ...খেয়ে কি ...করে তো... মাদের ঘরে কা....জ করি ব'লত খু.....ড়ি।

সব মজুরদের কথা শুনে রতনের বৌ শুনে মনে মনে ভেবে বলে উঠল, ডালেও নুন আবার ঝালেও নুন!

তো সবাইকে পরক্ষণে রতনের বৌ হাতে লঙ্কা আর পেঁয়াজ নিয়ে বলে উঠল ঠিক আছে, তোরা সবাই আজকের দিনটা এই পেঁয়াজ আর লঙ্কা কামড়ে ভাত গুলা

যে হোক করে খেয়ে নে, কাল থেকে আমি আর বৌমাদের রান্না করতে দেবনে। আমি নিজের হাতেই তোদের দিকে সবাইকে রান্না করে খাওয়াব।

এদিকে মজুরদের মুখ হতে এই ধরনের কথা বার্তা শুনে রতনার বড় বৌমা তো লজ্জায় তার মাথার ঘোমটা সামনের দিকে টেনে নিয়ে রান্না ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ল, বড় বৌ রান্না ঘরের ভেতরে ঢুকে বলে উঠল, সবেতেই নুন! ডালেও নুন আবার তাহলে কি শ্বশুর মশাই—।

এদিকে আবার রতন'তো সদরের খাটের উপর বসে গামছা দিয়ে গা ঝাড়তে ঝাড়তে মুখের ভঙ্গি করে ঘাড় নাড়তে নাড়তে বলল, শালা ব্যাটারা, গো গ্রাসের মত গিলে মরবে না, খাওয়াব তোদের দিকে খা শালারা খা, কত খাবি খা, শালারা রাশি রাশি ভাত খেয়ে মরবে আমার ঘরে না? আমিও হলুমগে রতন সামন্ত। অত সোজা নয় আমার ঘরে কাঁড়ি কাঁড়ি ভাত খাওয়া, মুড়ি খাওয়া।

এদিকে রতনের দুই বৌমা ঘাটে বাসন ধুতে গিয়ে দুজনের মধ্যে কথা বলাবলি করতে লাগল, বউ বৌ মেজ বৌকে বাসন ধুতে ধুতে বলল, দেখ মেজ, আমিও তরকারিই ঠিকি নুন দিয়ে রান্না করেচি, যেমন দেওয়ার দরকার তেমনই তরাকারিই নুন দিয়ে রান্না করেচি, তবুও কেনো যে, কী করে সব তরকারিই এত এত নুন হয়ে যাচ্ছে বলত, মেজ?

বড় বৌ-এর কথা শুনে মেজ বৌ তার ঘাড় নেড়ে হাত নাড়তে নাড়তে বলল, দেখো দিদি, আমি একদিন না একদিন এর কারণ বের করবোই, এই আমি তোমাই বলে দিলুম। নইলে আমার নাম-ই নয়। এর কারণ আমি বের করবোই করবোই।

মেজ বৌ-এর কথা শুনে পরক্ষণে বড় বৌ বলল, সেই তরে মেজ, আমার'ত সব মজুরদের সামনে মুখ বের করতে লজ্জায় একেবারে মাথা কাটা হয়ে যাচ্ছে। আজ মজুররার সব শাশুড়ীমাকে বলা বলি করচে, তোমার বৌয়েরা কি এখনও রান্না করতে শিখলনে গো বৌদিদি, কিন্তু মেজ এমনতো সবদিন হওয়ার কথা নয়। আর সবদিন হয়েওনে। যেদিন যেদিন মজুররা সব আমাদের বাড়িতে কাজ করতে এসে খায়, সেদিন সেদিনেই কি যত সব তরকারিই আপনা আপনি নুন হয়ে যায় রে মেজ।

বড় বৌ-এর কথা শুনে মেজ বৌ বলল, বললাম'ত দিদি, এটা নিশ্চয় বাড়ির কারও না কারও কাজ হবে। নইলে এই রকম কখনও হয় নাকি শুনি?

বড় বৌ বলল, দেখ মেজ আমি যখন উনুন হতে ডাল নামিয়ে কড়াইতে আবার লাউয়ের ঝাল বসিয়ে ছিলুম তখনও আমি ঘাটে জল আনতে এসেছিলুম আর তখন না আমি ঘাট হতে জল নিয়ে গিয়ে দেখলুম যে, শ্বশুর মশায় রান্না ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

বড় বৌ-এর কথা শুনে মেজ বৌতো কপালে চোখ তুলে গালে হাত দিয়ে বলল,

ও মাগো মা, আমি এতক্ষণে সব বুঝতে পেরেছি, দেখো দিদি, আমি ঠিক বলচি, এটা নিশ্চয় ঐ কিপটা বুড়ার কাজ হবে। নইলে ঐ বুড়ার রান্না ঘরে ওমন সম যখনতখন কি এমন কাজ থাকতে পারে শুনি?

মেজ বউয়ের কথা শুনে বড় বউ বলল, আঃ মেজ, শ্বশুর মশাই গুরুজন মানুষ হয়। গুরুজন মানুষকে এমন কথা বলতে আছে।

বড় বউয়ের কথা শুনে মেজ বৌ তার হাত নাড়তে নাড়তে ঘাড় নেড়ে চোখ দুটো গোল্লা পাকিয়ে দাঁত চেপে বলল, তুমি যতই বল দিদি, ঐ শালা কিপটা বুড়ারি এ কাজ, বলে শালা কিপটা বুড়া কতকের ঢ্যামনা, তুমি জানদিদি, নইলে এই রকম কাজ করার মতো আমাদের বাড়িতে ঐ শ্বশুর মশাই ছাড়া আর কেইবা আছে শুনি? আচ্ছা তুমিই বলত দিদি?

পরক্ষণে বড় বৌ মেজ বৌকে বলে উঠল, এই মেজ চল, এখন আবার ভোলাকে আর শ্বশুর মশাইকে খেতে দেবার সময় হ'ল বলে।

এদিকে এমন সময় ভোলা হিহি করে হাসতে হাসতে দুই বৌ-এর কাছে এসে হাজির হল। ভোলা হাসতে হাসতে বলল, কিগো বৌদিদি, তোমরা দুজায়ে এত কি কথা কইছ গো। নিশ্চয় তোমার ঐ হাড় গিলা কিপটা শ্বশুরের কথা। সত্যি মেজ বৌ দিদি, জানলে তোমার শ্বশুরটানা একটা বিডচিট। মেজ বৌদিদি ও তোমার শ্বশুর মশাইকে বড় বৌদিদি কিছুই জব্দ করতে পারবে না। যা করতে হবে তোমাকেই হবে। জানলে বড় বৌদিদি।

অত সাদা সরল মন নিয়ে চলে, চল, চল বৌদিদিরা, এখন তোমার কিপটা শ্বশুরের সঙ্গে আমায় দুটি খেতে দিবে চল। ভোলা হাসতে হাসতে তার দুই বৌদির কাছ হতে চলে গেল।

শুনলুম তোমরা নাকি আজকে শুধু দুই বৌ-এ মিলে নুন দিয়ে তরকারি রেঁধেছে, এখন আমি তোমার শ্বশুর মশাইয়ের সঙ্গে খেতে চললুম গো বৌদিদি বা নুনের তরকারি দিয়ে ভাত, এই কথা বলে ভোলা হাসতে হাসতে তার দুই বৌদির কাছ হতে চলে গেল।

তো পরক্ষণে দুই বৌ ঘাটহতে ঘরে চলে এল।

এদিকে সূর্যপাটে বসে পশ্চিমে অস্ত যাওয়ার সময় হইয়েছে। তাই রতনারও এবার রাতের খাবার একবারে সেরে ফেলার সময় হইয়েছে। তাই প্রতিদিনের মতো আজকেও ভোলাকে তার মনিব কাছে বস করিয়ে সঙ্গে নিয়ে ভাত খেতে ব'সল।

পরক্ষণ বাদে বড় বৌ ভোলাকে থালা ভর্তি ভাত এনে দিল। আর রতন'ত থালা ভর্ত্তি ভাত দেখে বলল, আরে আরে, তুই ওকে অত ভাত দিয়েচু কেনে? বলচিলে

ঐ টুকু ছেনা অত ভাত খেতে পারবেনে, ভাত তুলে রাখ বলচি, ভাত তুল, আবার বাগালের থালায় ভাত না দিয়ে হেঁসেলের থালায় ভাত দিওয়া হয় বঠে। না আমার ঘরের বৌগুলা দেখছি সব বাদ বিচার শিকেয় তুলল।

শ্বশুর মশাইয়ের কথা শুনে মেজ বৌ দূর হতে দাঁড়িয়ে বলল, উঁ বাদ বিচার, চুয়াড় হবুড়াকে গাঁয়ের গন্ধে ছুতে ইচ্ছে করবেনে, আবার বলে কিনা বাগালএর ছোয়া।

এদিকে আবার শ্বশুর মশাইয়ের কথা শুনে বড় বৌ-এর ভাত তোলার আগেই ওমনি ভোলা তার হাত ঘিরা দিয়ে চট জলদি বলে উঠল, নাগো বড় বৌদিদি, আমি ঐ ভাত গুলা সব খেয়ে নুবগো বৌদিদি, আমাকেনে দমে ক্ষিদা পেইচে গো বড় বৌ দিদি।

ভোলার কথা শুনে রতন মুখের ভঙ্গি করে বলে উঠল, উঁ, উ, অত ভাত সব খেয়ে লিবে, এই টুকুনি একটা বাগাল আবার সে বলে কিনা এক ডিশ ভাত খাবে। তুলে রাখ বলচি হারমাজাদা তুলে রাখ, বাকিটা রাতের বেলা গিলবি।

তো ভোলার নিষেধ সত্ত্বেও শ্বশুর মশাইয়ের কথা শুনে বাড়ির বড় বৌ তবুও ভোলার ভাগের ভাত রাতের বেলার জন্যে ডিশ হতে কমিয়ে রাখল, না ভাত কমালেও আবার নইলে রতন সামন্ত বাড়ির বৌদের বাজে ভাষায় গালি গালাজ করবে। সেই ভয়েই বড় বৌ ভোলার ডিশ সমেত তুলে নিয়ে গিয়ে রাতের বেলার জন্যে ভাত কমিয়ে তুলে রাখল।

এদিকে এমন সময় ভোলা মনিবের এই রকম কটুক্তি শুনে মনে মনে ভেবে দাঁত চিপে ঘাড় নেড়ে বলল, শালা বদমায়িস কিপটা বুড়ার কথা বলার কোন ছিড়ি ছাড়া নাই, বৌদিদিরা কত ভদ্দর ভাষায় কথা বলে, আর শালা চুয়াড়া বুড়া আস্ত একটা গাঁইয়া ভূতের মতো কথা বলে। হুঁ, গাঁইয় ভূতেরাও অনেক ভদ্দর ভাষায় কথা বলে।

পরক্ষণে ভোলা তার মনিবের দিকে ক্ষণিক চেয়ে আবার মনে মনে ঘাড় নেড়ে দাঁত চিপে বলল, দাঁড়া শালা কিপটা চুয়াড় বুড়া, তোকে আমি খাওয়াব, আজ তোর আহার তুলে তবে আমি ছাড়বোই ছাড়ব, দেখ তবে তুই, নইলে আমার নাম বোম ভোলা শঙ্কর নয়।

এদিকে এমন সময় বড়বৌ দুই হাতে ভাতের থালা ধরে নিয়ে এসে ভোলাকে আর তার শ্বশুর মশাইকে এক সঙ্গে খেতে দিল।

এদিকে রতন দুখামল ভাত খেতে না খেতেই ওমনি এমন সময় ভোলা ইচ্ছে করেই ঘাড় নেড়ে ভাত খেতে খেতে করল কি, তার জল ভর্তি ঘটিকে থালায় করে ঠেলে উল্টিয়ে দিল, আর ওমনি ঘটি ভর্তি জল উল্টানোর সঙ্গে সঙ্গেই ভোলার মনিবের ঐ ভাতের থালায় পড়ল গিয়ে।

আর ওমনি রতনের থালায় ভোলার ঘটির জল পড়তেই রতন'তো খেতে খেতে রেগে উঠে গিয়ে এঁটো হাতেই ভোলাকে দুচার চাপ্পর মেরে গালি দিয়ে বলল, শালা হারামজাদা ভোলা, তুই আমার খাবারে জল ঢাললি? তুই আমার খাবারটাকে দিলি চড়িয়ে। তুই আমার আজকের সারাদিনের অন্নটাকে তুলে দিলিরে হারামজাদা। তোর ভাগে কম পড়ে গেছে না হারামজাদা? শালা বাগাল, তুই আমারি খাবি আর আমারি দাঁতের গড়া ভাঙবি। তোকে আমি দেখাচ্ছি মজা দাঁড়ারে শালা।

তো ভোলাকে তার মনিব ঘাড়ে ধরে যতই এইভাবে কথা বলে মারতে লাগল, ভোলাত ততই মার খেতে খেতে ফিক ফিক করে হেসেই চলল।

পরক্ষণে রতন রেগে গিয়ে তার ভাতের থালাটাকে ভোলার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে আবার ভোলার ঘাড়ে ধরে মেরে বলল, এলে শালা, এলে, তুই গিলে মর। গিলে মর তুই। তোর ভাগে কম পড়েছিল না শালা বাগাল, তুই শালাকত গিলবি গিল। এই কথা বলে দিয়ে রতন পরক্ষণে ভোলার কাছ হতে রেগে গিয়ে চলে গেল।

মনিবের হাতে ভোলা দুচার চাপ্পর চড় খেয়েও মনিবের মূর্তি দেখে'ত ভোলা ফিক ফিক করে হেসেই চলল, তো ভোলা পরক্ষণে নিজে নিজেই খিল খিল করে হাসতে হাসতে ঘাড় নেড়ে বলল, শালা কিপটা বুড়া, আমাকে আধপেটা করে খাওয়াবে না? শালা বুড়া, যতদিন তুই আমাকে তোর সামনে বস করিয়ে খাওয়াবি ততদিনি আমি এই রকম ঢ্যামনামি করব, আর ততদিনি আমি তোর খাওয়া তুলব, শালা বুড়া, তুই তোর সামনে আমাকে বস করিয়ে খুব খাওয়াবি না? শালা চুয়াড় কিপটা বুড়া তুই তোর সামনে বসিয়ে আমাকে আর একদিন ও খাওয়াবিনা। আমি ঠিক তোর এইরকম হাল করব, এই কথা বলে ভোলা গপাগপ মুখে ভাত তুলতে লাগল।

এদিকে ভোলার কীর্তি দেখেতো বাড়ির দুই বৌ রান্না ঘরের ভেতর থেকে তাদের মুখে হাত দিয়ে মুখ টিপে হাসতে লাগল। আবার মেজ বৌ'ত ভোলার কীর্তি দেখে হাসতে হাসতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তো মেজ বৌ-এর এত হাসি দেখে বড় বৌ বলল, আঃ মেজ, তুই আর এত হাসিস নেতো, শেষে শ্বশুর মশাই শুনে ফেলবে।

পরক্ষণ বাদে ভোলা তার মনিবের হাতে চর চাপ্পর খেয়েত পেট ঠেলতে ঠেলতে থালা ভর্তি ভাত খেয়ে দেয়ে পুকুর ঘাটে বাসন ধুতে চলল। তো রতন পুকুর ঘাটে গিয়েও ওমনি ভোলাকে ডেকে ব'লল, এই ভোলা হারামাজাদা, তুই আর কুনু দিনত এই রকম করবিনে, তুই যদি ফের আর একদিনও এই রকম, করচু নে, তাহলে তোর আমি ঠ্যাঙকে একেবারে ভেঙে দিব?

ভোলা মনিবের কথা শুনে রতনার দিকে আঙ্গুল তুলে ব'লল, উঁ শালা কিপটা

বুড়া আমার ঠ্যাঙ ভাঙবে আবার আমায় বলে না কয়, তুই ঐ রকম কোনদিন করবিনে। বেশ করব আমি তোমার পাতে জল ঢালব, তুমি যতদিন আমাকে তোমার কাছে বস করিয়ে খাওয়াবে আমি ততদিনি এইরকম করব।

ভোলার কথা শুনে তার মনিব ব'লল, উঁ শালা ব্যাটা, আমারি খাচ্চে আবার আমাকেই চোখ রাঙাচ্ছে, দাঁড়া শালা বাগাল দাঁড়া, আমি তোকে দূর করব শালা।

মনিবের কথা শুনে ভোলা আবার বলে উঠল, উঁ, এই কিপটার ঘরে কেউ আর থাকবেওনে-আসবেওনে। ভোলা বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে ব'লল, এই কাঁচকলাটি, আর তাছাড়া আমি নইলে তোমার ঐ লালা শ্যামলার কে দেখাশোনা করবে শুনি? হুঁ। আমাকে না হলে শালা কিপটা বুড়ার এক বেলাও চলবেনে, আবার আমায় বলে কিনা, দাঁড়া শালা বাগাল ভোলা, আমি তোকে দূর করব, দূর করলে'ত বইয়েই গেল। রতন সামন্তর ঘর ছাড়া যেন দেশে বাগাল থাকার ঘর নাই, শালা চুয়াড় আবার কিপটা 'কিপটা বুড়া!

রতন ভোলার মুখ হতে এই ধরনের কথা শুনে বলল, শালা ভোলা, তোর সাহস'ত কম নয়। তুই আমার সামনে দাঁড়িয়ে আমার মুখের উপর সমানে কথা বলে যাও বঠু? আবার তুই ছোট মুখে আমাকে বলু কিনা, আমি কিপটা শালা বুড়া, আবার আমাকে গালি দেওয়া নয়, রতন এই কথা বলে ভোলাকে তার হাতের লাঠি দিয়ে মারতে উপক্রম হয়ে বলল, দূরহ শালা বাগাল দূরহ, না হলে তোকে আমি এক্ষুণি এই লাঠির ঘায়ে শেষ করে ফেলবরে শালা।

ভোলাত মারের ভয়ে মনিবের কাছ হতে দৌড়ে পালিয়ে গিয়ে দূর হতে দাঁড়িয়ে জোরে বলে উঠল, বেশ করব তোমায় আমি কিপটা আবার চুয়াড় কিপটাকে কিপটা চুয়াড়কে চুয়াড় বলব নাত কি। এই কথা বলে দিয়ে পরক্ষণে ভোলা খিল খিল করে হাসতে হাসতে তার মনিবের কাছ হতে চলে গেল।

৬

এদিকে রতন রাতের বেলায় বিছানাতে ঘুমোতে যাবে ঠিক এমন সময় তার জমিতে হাল করার কথা মনে পড়ে গেল। আর ওমনি রতনের জমিতে হাল করার কথা মনে পড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই তখন'ত সে নিজে নিজেই বলে উঠল, না-এখন আর ঘুমালে হবেনে, ভোলাকে জামিনে হাল করতে যাবার কথাটা বলে এসিগে যায় বঠে। 'আবার হাল হাল নার পরে সব মজুররা কাছে এসে বসে থাকবে। উদিকে আবার অত ভোর হেলা মজুর হালও বেড় করবেনে বঠে। আমাকেই অর্ধেক রাত হলে হাল লিয়ে যেতে হবে বঠে।

এই কথা বলে রতন সত্যি সত্যিই পরক্ষণে রাতের বেলায় হাতে লণ্ঠন ঝুলিয়ে

নিয়ে ঠক্ ঠক্ করে ভোলার কাছে এসে হাজির হল। আর সেই সঙ্গে ভোলাকে ডাকতে ডাকতে ব'লল বলি, এই ভোলা তুই ঘুমি পড়লি নাকিরে ভোলা? তুই বিছনা থেকে আমার কাছে উঠে একবার আয় দিখিনে ভোলা?

ভোলা মনিবের গলা শুনতে পেয়ে বিছানাতে শুয়ে শুয়ে মশারির ভেতর হতে মশারি তুলে মুখ বের করে দেখে বলে উঠল, ঐ হল, শালা কিপটা বুড়া নিশ্চয় কোন সমস্যাই পড়েছে, তাই এই ভোলাকে দরকার হয়েছে। না হলে এই রাত দশ এগারটায় আবার গোয়ালে বাগালের কাছে কেনো? না, আমি এখন চুপটি করে জড়ো সড়ো হয়ে ঘুমাবার ভান করে পড়ে রই। ঐ শালা কিপটা বুড়া হাতে লণ্ঠন ঝুলি নিয়ে আমার দিকেই আসছে, তো ভোলা ঐ কথা বলে সত্যি সত্যিই তার মনিবকে দেখে ঘুমাবার ভানকরে বিছানাই জড়ো সড়ো হয়ে পড়ে রইল।

এদিকে রতনের ডাকে ভোলা সাড়া না দিতেই রতন ভোলার কাছে এসে মশারি তুলে ব'লল, কিরে ভোলা তুই এখুনি ঘুমি পড়লি নাকিরে? ভোলা উঠ, আমি তোর জ্যাঠা বলছিরে উঠ ভোলা।

ভোলাতো তবু মনিবের ডাকে সাড়া আর দিল না। তাই রতন আবার তার বাগালকে নাম ধরে ঠেলে ডাকতে ডাকতে ব'লল এ ভোলাউঠ, আমি তোর জ্যাঠা ভোলা, উঠ।

তো রতন এই ভাবে ভোলাকে কিছুক্ষণ ডাকার পর ভোলা ঘুম থেকে উঠে বসে টলতে টলতে ঘুমাবার ভান করে চোখ ঘোষতে ঘোষতে বলল, উঁ, কে, কী বলছ?

ভোলার কথা শুনে রতন ব'লল এই ভোলা তোকে আমি সেই কখন থেকে ডাকি বঠি। আর তুই হারামজাদা এখনও বসে বসে ঢুলু বঠু! উঠ, চেয়ে দেখ হারামজাদা।

মনিবের কথা শুনে ভোলা আবার ঘুমের ঘোরে টলতে টলতে ভান করে বলল, হুঁ, ব'ল, আমি তোমার সব কথা শুনছি।

ভোলার কথা শুনে রতন ব'লল, এই ভোলা, তুই ঘুমাচ্ছ ঘুমা,আমি এখন যায় বঠি। খুব ভোরে তোকে হাল বের করতে হবেরে ভোলা?

ভোলা মনিবের কথা শুনে ঘুমের ঘোরের ভান করে হাই তুলতে তুলতে মুখে হাত দিয়ে টলতে টলতে বলে উঠল, ঠিক আছে ঠিক আছে, তুমি যাওতো এখন, আমার ভীষণ ঘুম পেয়েছে। কাল সকালের কথা কাল ভাবা যাবে, যাওতো তুমি এখন।

ভোলার কথা শুনে র'তন বলে উঠল, হ্যাঁ যাচ্ছি বঠে, তবে হ্যাঁ, তোর যেন হালের কথাটা মনে থাকে। এই কথা বলে দিয়ে রতন পরক্ষণে ভোলার কাছ হতে হাতে লণ্ঠন নিয়ে ঠক ঠক করে যেতে যেতে প্রস্থান করল।

এদিকে রতন সামন্তর খুব ভোর ভোর থেকে মাঠে জমিতে হাল করতে লাঙ্গল

নিয়ে যেতে হবে, নইলেতো আবার সব মজুরদের ঠিক ঠাক কাজ দিতে পারবে না। তাই রাতের বেলায় রতন সামন্তর ঘুমে মন আর পড়ল না। তাই তো সে থেকে থেকে ঘন ঘন ঘুম থেকে উঠে বাইরে বেরিয়ে রাতের আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। আর তাকিয়ে দেখে দেখল যে, আর কতখানি রাত ভোর হতে বাকি আছে, রতন বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে ব'লল, না, এখনও অনেক রাত ভোর চারটেকে এখনও অনেক বাকি আছে, এখন যাই গে, গিয়ে আর একটু ঘুমি লিইগে।

রতন আর একটু খানি ঘুমিয়ে নিয়ে কাক ভোরে উঠে, ভোলার কাছে গিয়ে ভোলাকে ডেকে বললে এই ভোলা! উঠ, ভোর হয়ে গেছে। আমাকে লালা শ্যামলাকে (রতনের দুই বলদ গোরুর নাম) জমিনে পৌঁচ্ছি দিয়ে এসবি চল ।

ভোলা রতনের ডাক শুনতে পেয়েও তবুও সাড়াদিল না, ঘুমাবার ভান করে পড়েই রইল। তাই রতন আবার ভোলাকে তার হাত দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে বলল, এই ভোলা উঠ, ভোর হয়ে গেছে যে, আমাকে লালাকে শ্যামলাকে পৌঁচ্ছি দিয়ে এসবি চল।

পরক্ষণে ভোলা তার মনিবের ঠেলায় ঘুম থেকে উঠে বসে হাই তুলে চোখ ঘোষতে ঘোষতে বলল, ও তোমার জ্বালায় একটু হায় করে ঘুমানাও যাবে না। দেখতে পাওনে, এখনও যে অনেক রাত।

ভোলার কথা শুনে রতন ব'লল কুথা-তোর অনেক রাত, এই'ত ভোর হল বলে কথা।

পরক্ষণে ভোলা জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখে বলল, দেখতে পাওনে তুমি, গাছে পালায় এখনও কত অন্ধকার, ঝিল্লি পোকা সব রাতের বেলায় ঝিঁ ঝিঁ করছে, আর জ্যোৎস্না পোকাগুলা সব গাছের ডাল পালায় জ্বলছে। মনে হয় এখনও অর্ধেক রাত বাকি আছে।

ভোলার কথা শুনে রতন ব'লল, হোকগে অনেকরাত আবার ঠিক ঠাক জমিনেতে হাল করে হাল জোগাতে না পারলে, সব মজুররা কাজ করতে এসে বসে থাকবে। সব মজুরদের কাজ দিতে পারবনে আমি। এখন থেকে তাই আমাকে হাল করে জোগান দিতে হবে সব কাজের। আমার কি সস্তার টাকা নাকি, তাই শালারা কাজ না করেই টাকা লিবে, আর বঠে বাকি কাজ হেলা মজুর করবে বঠে।

পরক্ষণে ভোলা মনিবের কথা শুনে হাই তুলতে তুলতে ব'লল, চল বলছ যখন, না গেলে'ত তুমি আবার আমায় ঠ্যাঙাবে, আর নাইলে আমার পিঠে লাঠির ঘা লাগাবে।

তো ভোলা সত্যি সত্যিই রাতেরবেলা অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে তার মনিবের সঙ্গে দুই বলদকে সঙ্গে করে নিয়ে হ্যাট হ্যাট করতে করতে মাঠে চলল, আর ভোলা সেই

সঙ্গে মাঠে যেতে যেতে বলে উঠল, বাববা-, এখন'ত অনেক রাত! চারিদিকে সব সাঁই সাঁই করছে।

কিছুক্ষণ পরে মনিব আর ভৃত্য দুই জনে অন্ধকারের ক্ষীণ আলোর মধ্যে দিয়ে জমির কাছে এসে হাজির হল, জমিতে এসে রতন তার বাগালকে বলে উঠল, এই ভোলা শুন, তুই এবার ঘরে যা, আর হ্যাঁ ঘরে যেয়ে যেমন না আবার তুই ঘুমি পড়ু হারাম-জাদা। ঘরে যেয়ে সব গোরু গোয়িল হতে বের করগে যা। গোরু বের করে গোয়িল কেড়ে ছানি কেটে সব কাজ ঠিক ঠাক করগে যা, আর হ্যাঁ আমার জন্যে তাড়াতাড়ি জল খাবার লিয়ে এসবি। এত রাত থেকে উঠে কাজ করি বঠি। জল খাবারের বেলাকে তখন দমে ক্ষিদা পেয়ে যাবে, যাযা তুই এখন তাড়াতাড়ি ঘর যা, আর হ্যাঁ শুন হারামজাদা তুই আবার যেমন না ফাঁক পেয়ে ডাকের পেছ্ন পেছ্ন ছুটতে পালাও।

ভোলা মনিবের কথা শুনে জমির আলে অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে মনে মনে ভেবে দাঁত চেপে ব'লল, শালা কিপটা বুড়া রতন, তোর খেয়ে দেয়ে কাজ নাই, অর্ধেক রাত থেকে উঠে মাঠে হাল করতে এসেচু। শালা বুড়ার এত কিসের অভাব রে বাবা। শালা কিপটা চুযাড় বুড়া কোথাকার ব্যাটারাকত ভাল কাজ করে, কত ভাল ভালজামা কাপড় পড়ে আর কিপটা বুড়াতো নিজেও খাবে না,সেই সঙ্গে নিজে না খেয়ে মরবে আবার ঘরের বউ গুলাকেউ না খাইয়ে মারবে.আর শালা বুড়ার ব্যাটারা কত ভদ্দর ভদ্দর ভাষায় কথা বলে, আর শালা বুড়া'ত এখনও খাবুনি,যাবুনি, লাইবুনি, লিবুনি এই ভাবে কথা বলে চলেছে। আমি অত তোর মতো অভদ্দর হবনে, আমি তোর ব্যাটাদের মত সবসময় ভদ্দর ভদ্দর ভাষায় কথা ব'লব, হতে পারি আমি তোর ঘরের বাগাল হুঁ হুঁ।

ভোলা রতনের সম্পর্কে এই কথা ভেবে জমির আলের মধ্যে (উপর) দাঁড়িয়ে রইল, তো রতন ভোলাকে অন্ধকারের ক্ষীণ আলোর মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলে উঠল, কিরে ভোলা, তো কে যে তাড়াতাড়ি ঘর যেতে বললুম, আর তুই এখনও যে দাঁড়িয়ে রইলি হারামজাদা?

রতনের কথা শুনে ভোলা তার মনিবকে ব'লল, আচ্ছা জ্যাঠা, তুমি ঐ ভাবে কথা বল কেনো ব'লত?

রতন ব'লল শালা কিভাবে রে?

মনিবের কথা শুনে ভোলা ব'লল, ঐ যে ঐভাবে কেনো তুমি দাদাদের মতো জ্যাঠাইয়ের মতো আবার সব বৌদিদিদের মতো করে'ত ভদ্দর ভাষায় কথা বলতে পার? যাবনা খাবনা, নাইবনা, নেবনা এই ভাবে'ত তুমি কথা বলতে পার? না বলে তুমি কিসের অভদ্দর ভাষায় কথা ব'ল?

ভোলা মুখ হতে এই ধরণের কথা বার্তা শুনে তো রতন আবার ভোলাকে গালি দিয়ে ব'লল, শালা এটাযে আমার মাতৃ ভাষারে শালা? শালা এটাতে আবার কিসের অভদ্র দেখলিরে শালা। যা বলছি যা, বাগালের আবার আমাকে ভদ্দর ভাষা শিখানো হচ্ছে, তাও আবার শালা এই রাতের বেলা অন্ধকারের মধ্যে।

মনিবের কথা শুনে ভোলা পরক্ষণে আবার ব'লল, আমি'ত না হয় বাগাল, কিন্তু জ্যাঠা তুমি'তো আর আমার মতো বাগাল নও।

ভোলার কথা শুনে রতন রেগে গিয়ে ভোলাকে অন্ধকারের মধ্যে তার হাতের হাল বাড়ি দেখিয়ে বলল, দেখেচু শালা ভোলা আমার হাতে হাল বাড়ি, আমাকে আবার শালা বাগালের জ্ঞান দিওয়া হয় বঠে, না দূরহ শালা ভোলা দূরহ। ঘরে যেয়ে আমার লালা শ্যামলার জন্যে খাবার ঠিক করগে যা, আর শুন হারামজাদা, মনে করে আমার জল খাবারটা আনবি, নইলে শালা বাগালের পিঠে এই লাঠির ঘা খাবি বলে দিলুম শালা ভোলা।

তো ভোলা পরক্ষণ বাদে তার মনিবের কাছ হতে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে ঘর এসতে লাগল, আর সেই সঙ্গে ভোলার ঘর এসতে এসতে ব'লল, শালা কিপটা রতন সামন্ত, একটু একটু জ্যোৎস্না আছে বলে তাই, নইলে এত রাতে অন্ধকারে তুই যে কি করতি, ভগবান জানে, আর শালা আমার মনিবটা এত ঢ্যামনা, শালা এত যে মাঠে গোঠে সব সময় ঘুরে বেড়ায়, তবুও যে শালাকে কেনে যে আবাড়াই খাইনে, তাহলে ঘরের সবাই শান্তি পেত।

৭

এদিকে ভোলা মাঠ হতে এসে ঘরে একঘুম ঘুমিয়ে উঠে ঘরের, সব তার নিজের কাজ সেরে নিল, ভোলা তার নিজের কাজ সেরে নিয়ে ইচ্ছে করেই বেলা করে রতনের বৌকে হাঁক মেরে ডেকে বলে উঠল, জ্যাঠাই ও জ্যাঠাই, জ্যাঠার জন্যে জল খাবার দাও গো, জ্যাঠা তাড়াতাড়ি জল খাবার নিয়ে যেতে বলেছিল।

ভোলার কথা শুনে রতনের স্ত্রী বলে উঠল, হ্যাঁ! সেকীরে ভোলা? আরে তুই'ত আমাকে এর আগে জল খাবারের কোন কথা শুনাসনে?

ভোলা তার জ্যাঠাইয়ের কথা শুনে ঘাড় নেড়ে বলল, কী করব গো জ্যাঠাই, আমার'ত কাজের ঘোরে মনেই নাই, এই সবেমাত্র মনে পড়লগো জ্যাঠাই।

রতনের স্ত্রী বলল, দেখদিখিনে ভোলা, একন কত বেলা হয়ে গেল, এখন এবার তোর জ্যাঠা তোকেও বকবে আবার আমাদের দিকে ঘরে এসে বাখনা বাখনিরও করবে।

রতনের স্ত্রীর কথা শুনে ভোলা তার ঘাড় নেড়ে বলল, হ্যাঁগো জ্যাঠাই অনেকখানি

বেলা হয়ে গেল, দাও দাও তাড়াতাড়ি জল খাবার দিয়ে দাও দিখিনে। জ্যাঠা নইলে আমাকে আর রক্ষে রাখবেনে। গোরুর হাল বাড়ি নিয়েই জ্যাঠা এখুনি আমার পিঠে দুমদাম করে দিয়ে বেশটি করে অসাড়ে দিবে।

ভোলার কথা শুনে তাকে তার জ্যাঠাই বলল, সেতো না হয় দিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু হারে ভোলা, তুই খাবিনে?

ভোলা তার জ্যাঠাইয়ের কথা শুনে বলল, জ্যাঠাই আমাকে তুমি খেতে দিবে ব'লছ, যখন তাহলে আমায় দুটি কিছু দিয়েই দাও। আমিও না হয় দুটি কিছু খেয়েই নিই।

ভোলার কথা শুনে রতনের বৌ বলল, ভোলা তুই তাহলে এক কাজ কর। এক ঘটি জল নিয়ে এসে বসে যা, আমিই না হয় তোকে দুটি চট করে 'পান্তা ভাত' দিয়ে দিই।

ভোলা তার জ্যাঠাইয়ের কথা শুনে ব'লল, নাগো জ্যাঠাই, পান্তা ভাত খেলে পরে তাহলে, অনেক দেরি হয়ে যাবে যে গো জ্যাঠাই বরং আমাকে এই গামছাই দুটি মুড়িদিয়ে দাও, আমি বেঁধে নিয়ে মাঠে গিয়ে খাব, আর মাঠ থেকে ঘুরে এসে তারপর না হয় পান্তা ভাত খাব।

ভোলার কথা শুনে রতনের স্ত্রী বলল, ঠিক আছে আমি তোকে দুটি মুড়ি দিয়ে দিচ্ছি তুই জল খাবার তাড়াতাড়ি নিয়ে চলে যা, যেন না তুই আবার কোথাও দাঁড়াস।

পরক্ষণে রতেনর স্ত্রী ভোলাকে সেরে করে মুড়ি এনে দিয়ে ব'লল এই নে, ভোলা তোর গামছা পাত। মুড়ি দিয়ে দিই। নে ধর গামছা পাত্।

ভোলাকে মুড়ি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গামছা পেতে মুড়ি বেঁধে নিয়ে গলায় জড়িয়ে নিল।

পরক্ষণে রতনের স্ত্রী স্বামীর জন্যে গামছাই করে জল খাবার বেঁধে দিয়ে বলল, এই নে ভোলা যা, তাড়াতাড়ি যা, কোথাও দেরী করিসনে যেন।

এদিকে এমন সময়ে ভোলা তার মনিবের জল খাবার নিয়ে যাবার সময় দেখল যে, রতনার ছোট ছেলে ঘরে এসেছে, আর ভোলা তাই দেখেতো মনিবের ছোট ছেলেকে ডেকে হেসে বলল, কিগো ছোটদাদা, তোমার এত দিনে জ্যাঠায়ের কথা মনে পড়ল বুঝি?

ভোলা তার ছোটদাদাকে এ কথা বলে দিয়ে জল খাবারের জায়গাটা উপর দিকে তুলে দেখিয়ে ব'লল এই আমি জ্যাঠার জন্যে জল খাবার নিয়ে চললুম।

রতনের ছোট ছেলে ভোলার কথা শুনে হেসে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ তুই যা ভোলা, আর হ্যাঁ শুন ভোলা আমি বাড়িতে এসেছি বলে তুই যেন আবার বাবাকে গিয়ে আমার আসার কথাটা শুনাসনে।

রতনের ছোট ছেলের কথা শুনে ভোলা তার ঘাড় নেড়ে ব'লল, সে কি আর তোমাকে ব'লতে হয় কি গো ছোট দাদা?

একথা বলে দিয়ে ভোলা হাসতে হাসতে তার মনিবের জল খাবার নিয়ে চলে গেল।

পরক্ষণে শ্যামল তার মাকে প্রণাম করে ব'লল, মা আমি এখুনি চলে যাব আমি শুধু তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি মা।

ছেলের কথা শুনে মা বলে উঠল, সেকিরে তুই দুটি কিছু খাবিনে পর্য্যন্ত?

মায়ের কথা শুনে ছেলে ব'লল, নামা, বাবাকে গিয়ে ভোলা যদি আমার আসার কথা বলে দেয়, তার চেয়ে আমি এখুনি চলে যাই মা।

ছেলের কথা শুনে মা বলল, আচ্ছা, সে না হয় তুই যাবি, কিন্তু দুটি কিছু মুখে দিয়ে যা, ও তোর বাপের কথা ছাড়ত, ও তোর বাপের ঘরে আসতে অনেক দেরী।

মায়ের কথা শুনে ছেলে ব'লল, ঠিক আছে মা, তুমি বলছ যখন, তাহলে তুমি দুটি কিছু আমায় তাড়াতাড়ি খেতে দিয়ে দাও, কিন্তু মা বৌদিদের দেখছিনা তো, বৌদিরা সব গেল কোথায়? বলি বৌদিদিরাও কি বাবার জ্বালায় ঘর ছাড়ল নাকি?

মা বলল, আরে বাবা, তুই ঘরের ভেতরে না গেলে ফাঁক থেকেই কি বৌদিদের দেখতে পাবি বলছ?

শ্যামল হেসে বলল, ও চল মা, ভেতরে চল।

পরক্ষণে রতনের স্ত্রী তার বৌমাদের ডেকে বলল, বড় বৌমা, মেজ বৌমা, তোমরা সব গেলে কোথায়, বেরিয়ে এস? শ্যামলা এসেছে।

বৌমাদের আসতে দেরী হতে দেখে শাশুড়ী মা আবার বলল, বড় বৌমা ও বড় বৌমা, শ্যামলকে খেতে দিবে এস, রান্না'ত হয়েই এসেছে। দুটি না হয় স্নান ভাতি খেয়ে নেত।

শ্যামল তার মাকে আসনে বসে বলল, আচ্ছা মা, দিদি বাড়িতে আসেনি?

ছেলের কথা শুনে মা বলল, এই তো সেদিন এসেছিল, তোর বাপের জন্যে কী আর মেয়েটা দুটাদিন শান্তিতে বাপের বাড়িতে থাকতে পারে? মেয়েটার দুটাদিন শান্তিতে পর্য্যন্ত থাকার জো নেই।

এমন সময় বড় বৌ শ্যামলকে খেতে দিল, বড় বৌ দেবরকে ভাতের থালা ধরে দিয়ে বলল ঠাকুর পো, আর কতদিন এইভাবে তোমার চলবে ঠাকুরপো?

বৌদির কথা শুনে দেবর হেসে বলল, যতদিন এই ভাবে চলে।

মেজ বৌ সামনেই দাঁড়িয়েছিল, তাই দেবরের কথা শুনে মেজ বৌ শাশুড়ী মাকে বলল, মা আপনি এইবার ঠাকুর পোর গলায় মালাটা ঝুলিয়ে দেন'ত। না হলে ঠাকুরপোর আর এই ভাবে কদিনি বা চলবে। ভবঘুরে কোথাকার। মা আপনি যত শীঘ্র পারেন এই বার আপনার ছোট বৌমার ব্যাবস্থা করুন।

শ্যামল তার মেজ বৌদির কথা শুনে ব'লল, তোমরা খেপেছ মেজো বৌদি, এই কিপটার ঘরে বিয়ে। ও আমি এই আছি বেশ ভালোই আছি, এইভাবে যতদিন চলে তাই ভাল, আবার বিয়ে, না বাবা না, ও আমার দ্বারাই একদম হবে না, শেষে কিপটে শ্বশুরের জ্বালায় বউ ঘর থেকে দে পেল্লায় ছুট।

দেবরের কথা শুনে বৌদিরা মুখে হাত দিয়ে মুখ চেপে হাসতে লাগল, হেসে মেজ বৌ ব'লল, সত্যি ঠাকুর পো তুমি পার।

রতনের ছোট ছেলে সবসময় বাড়ি, আসে না, এই ভাবে বাপের জ্বালায় চোখ এড়িয়ে মাঝে মাঝে ফাঁকা পেয়ে সে তার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে আসে, আর দেখা করেই আবার সঙ্গে সঙ্গেই দুটি কিছু মুখে দিয়েই চলে যায়।

৮

এদিকে ভোলা তার মনিবের জন্যে জল খাবার নিয়ে রতনের কাছে এসে হাজির হল।

এদিকে আবার রতনকেত ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে, তাই রতন তার বাগালকে জমির গোড়াই জল খাবার নিয়ে আসতে দেখে ক্ষিদের জ্বালাই রেগে গিয়ে ভোলাকে তার হাতের হাল বাড়ি দেখিয়ে ব'লল, শালা ভোলা, তোর এতক্ষণে এসার সময় হল? এদিকে আমি সেই কখন থেকে ক্ষিদাই মরি বঠি? এই দেখচু হালবাড়ি শালা বাগাল কুথাকার, আমাকে ব'লে দমে ক্ষিদা পাই বঠে আর তুই এতনা ক্ষণে এসু বঠু? ক্ষিদাই বলে আমার জীবনটা আয় ঢাই করে বঠে।

মনিবের কথা শুনে ভোলা ঘাড় নেড়ে বলল, কী করব? জ্যাঠাইয়ে মুড়ি ভাজছিল। আবার আজ নাকি মুড়ি বাড়ন্ত ছিলযে গো জ্যাঠা, জ্যাঠাই মুড়ি ভাজতে তবেত আমি এই তোমার জন্যে জল খাবার নিয়ে এলুম গো জ্যাঠা। আবার তার উপর বাড়িতে ছোট দাদা এসে হাজির হয়েছে তাহলে কি আর তোমার কথা জ্যাঠাইয়ের মনে পড়ে, না মনে থাকে গো জ্যাঠা?

বতনের বাড়িতে তার ছোট ছেলে এসেছে,তা একদম ঠিকি সত্যি কথা বটে। কিন্তু তাই বলে, রতনের স্ত্রী যে মুড়ি ভাজছিল ভোলার একথা একদম সত্যি না। আবার তার উপর বতনের ছোটছেলে বাড়িতে এসেছে বলে সেই জন্যেই যে রতনের স্ত্রীর স্বামীর কথা মনে পড়েনি এ কথাও ভোলার একদম সত্য না, যেমন মনিব ঢ্যামনা আর তার বাগালও হয়েছে তেমনি এক নম্বর ঢ্যামনা। ভোলা যে তার মনিবকে এসে রতনের স্ত্রীর নামে মিথ্যা কথা শুনাল, তা কেবল, ভোলা তার মনিবেকে বাগানোর জন্যেই। কারণ রতন রাগলে পরে ভোলার খুব দেখতে মজা লাগে। তাই ভোলা ইচ্ছে করেই

তার মনিবকে এত সব মিথ্যা বানানো কথা শুনাতে লাগল, আর ভোলা যত তার মনিবকে কথা বাড়িয়ে বলতে লাগল, ওমনি রতন'তো ততই ভোলার কথা শুনে বাড়ীর মেয়েদের উপর রেগে গিয়ে বাজে বাজে ভাষায় গালি গালাজ করতে লাগল, আর ভোলা'ত মনিবের কথা শুনে ততই হি-হি হা-হা করে হাসতে লাগল।

তো যাই হোক, রতন ভোলার কথা শুনে ক্ষিদার জ্বালায় রেগে গিয়ে বাড়ির মেয়েদেরকে গালি গালাজকরে ব'লল, শালা আমিই যত সংসারে খাটব, আর আমার বেলায় কিছুনাই, দাঁড়া ঘরে যাই একবার, তারপর সব শালিদিকে দেখাব মজা আর শালা তেমনি আমার ছোট ব্যাটা শ্যামলটাও হয়েছে ঢ্যামনা, শালা শ্যামলটাও ফাঁকা পেয়ে যখন তখন ফাঁকা মাঠে গোল দিয়ে যায় বঠে না? শালা দাঁড়া, আমি থাকায় তুই আর একদিন ঘরে এসবিরে শালা, আমি যদি না তোর মাথায় টুপি না পরায় ও কি বলেচি? তোর মাথায় টুপি না পরালে হবে নেরে শালা। শালা শ্যামলা, দাঁড়া তুই তোর মাথায় একবার টুপিটা পরাতে দে, তার পর'তোকে দেখাব মজা। তো রতন হাল করতে করতে একথা বলতে লাগল।

এদিকে ভোলা'তো তার মনিবের কথা শুনে জমির আলের মধ্যে দাঁড়িয়ে হিহি করে হেসেই চলল,

পরক্ষণে রতন গোরু গুলাকে হ-হ বলে লাঙ্গল থামিয়ে কোন রকমে ঐ হাল করা জমির কাদা মাখা জলেই হাত ধুয়ে গামছা খুলে উবু হয়ে বসে জমির আলের উপর মুড়ির ডিশ রেখে মুড়ি খেতে ব'সল।

রতনকে এতই ক্ষিদে পেয়েছে যে, সে ক্ষিদার জ্বালায় হাঁই পাঁই করে উবু হয়ে বসে খামলের উপর খামল তুলে মুখে মুড়ি তুলতে লাগল, আর সেই সঙ্গে রতন মাঝে মাঝে কাঁচা লঙ্কা আর পেঁয়াজ কামড়াতে লাগল।

আর তাকে দমকা ক্ষিদা পাবে নাই বা কেনো, কোন মানুষ যদি রাতের অন্ন একেবারে বিকেলে শিকেয় তুলে দেয়, আবার সেই মানুষ যদি অর্ধেক রাত থেকে এইভাবে কাজ করতে থাকে, তাহলে তাকে দমকা ক্ষিদা পাবে নাই বা কেনো?

আর তাই রতনকে এই মুহূর্তে এতোই ক্ষিদে পেয়েছে তো সেই জন্যে রতন করেছে কি যে, রতন ক্ষিদের জ্বালায় হাঁই পাঁই করে কাঁচা লঙ্কা কামড়াতে গিয়ে দিয়েছে নিজের চোখে লঙ্কাকে গুঁজে। আর ওমনি রতনের সঙ্গে সঙ্গে খাওয়া গেল কোথায়? রতন'ত তখন লঙ্কার জ্বালায় ছট্‌ফট্ করতে লাগল।

এদিকে'ত ভোলা তার মনিবের কীর্তি কলাপ দেখে আর ও হিহি করে হাসতে লাগাল।

রতন লঙ্কার জ্বালায় রেগে গিয়ে ভোলাকেই কাছে পেয়ে তবে মাথায় ঠক্কর দিয়ে মেরে বলে উঠল, এই শালা ব্যাটা, আজকে আমি তোরি প্রথমে মুখ দেখে উঠে ছিলুম। শ্যালা ব্যাটা আজকে এই আমার কপালে ছিল, এই শালা ভোলা, আয় বলছি আয়। এই গোরুর কাছে দাঁড়াবি আয় শালা, আমি ঐ পুকুরে ঠাণ্ডা জল চোখে ঝাপটা দিয়ে এসি বঠে।

তো রতন ভোলাকে এই কথা বলে দিয়ে সত্যি সত্যিই চোখে লঙ্কার জ্বালায় পুকুরের জলে চোখে জলের ঝাপটা নিতে চলে গেল।

রতনের এক চোখে'ত লঙ্কার জ্বালায় তার চোখের জলে বন্যা বয়ে যেত লাগল। আর ভোলা'ত তাই দেখে আরও জোরে হি-হি করে হেসে উঠল, ভোলা হেসে নিজে নিজেই বলল, শালা বুড়া, তুই লোককে কত পেটে মারু তার শাস্তি এটা, ঠিক হয়েছে শালা বুড়ার। তুই খুব আমাকে মারু না। ঠিক হয়েছে ভোলা একথা বলে আবারও হাসতে লাগল।

পরক্ষণে ভোলা আবারও তার ঘাড় নেড়ে বলল, শালা বুড়া এই সময় নাই, এই সুযোগে আমার মুড়ি গুলা শালা বুড়ার ডিশের মুড়ির সঙ্গে মিশিয়ে চটা পট গিলে নিইগে যায়। শালা চুয়াড় বুড়া একটুও বুঝতে পারবেনে, তো ভোলা এ কথা বলে সত্যি সত্যিই তার গামছাই বাঁধা মুড়ি গুলো রতনের ডিশের মধ্যে ঢেলে নিয়েগালের উপর গাল তুলে গপা গপ খেতে লাগল।

এদিকে রতন পুকুরে এসে তার চোখে লঙ্কার জ্বালায় চোখে মুখে জলের ঝাপটা নিতে লাগল, রতন কিছুক্ষণ ধরে তার চোখে জলের ঝাপটা নিয়ে নিজে নিজেই বলে উঠল, মুখে লঙ্কা ঢুকাতে যেয়ে, শেষে একেবারে চোখে লঙ্কা গুঁজা হয়ে গেল বঠে গো। আর আমি চোখে লঙ্কার জ্বালায় চোখের জলে নাকের জলে এক হয়ে গেলুম, আমার বলে, কি নাই চোখে হয়ে যেতো গো এক্ষুণি, না যায়, এখন অনেকটা চোখের জ্বালা কমেছে, গিয়ে দেখি ওদিকে আবার শালা ভোলাটা কি করে বঠে?

তো অনেকক্ষণা বাদে রতন ভোলাকে এসে ব'লল, চল ভোলা চল, তুই মুড়ি গুলা সব খেয়েনে,আর শুন ভোলা, তুই খেয়ে দেয়ে দেখগে যা, মজুর রা সব কাজ করে বঠু না বসে আছে বঠে।

রতনের কথা শুনে ভোলা'ত ওমনি তার মনিবের বলার সঙ্গে সঙ্গেই মুড়ির থালা নিয়ে খেতে খেতে সোজা সব মজুরদের কাছে এসে মজুরদের কাজ দেখতে হাজির হল। আর ভোলা'তো খেতে খেতে থেকে থেকে হাসতে লাগল।

ভোলাকে এইভাবে হাসতে দেখে হাবলা বলে উঠল, কীরে ভোলা, তুই এত হাসু বঠু কেনেরে?

হাবালার কথা শুনে ভোলা কোন কিছু কথা না বলে শুধুই হি-হি করে হেসে যেতে লাগল।

ভোলার হাসি দেখে হাঁদা তোতলি তোতলি বলে উঠল, এই শা..লা, বা...গালটা খুব ঢ্যা..মনা আ.. ছেত। শালা যেমন তার ম..নিব ঢ্যা..মনা, তে..মনি তা.র চে..লা ও ঢ্যা..মনা।

হাঁদার কথা শুনে ভোলা আবারও হাতে মুড়ির থালা নিয়ে হি-হি করে হেসে ব'লল, আমাকে মনিব দেখতে পাঠিয়েছে, তোমরা সব কাজ করছ না বসে আছ?

ভোলার কথা শুনে হাঁদা তোতলিয়ে বলল, দূরহ শা..লা, দূ...রহ।

হাঁদার কথা শুনে ভোলা'ত আরও হিহি করে হেসেই চলল।

ভোলাকে এইভাবে হাসতে দেখে'ত হাঁদা আবারও রেগে গিয়ে ব'লল, এ.ই শা..লার র..তনা খু..ড়ার বা...গালটা'ত খু...ব ঢ্যা...মনা আ.. ছে বঠে।

এদিকে ভোলা'ত তার মনিবের কীর্তি দেখে হেসেই চলল, ভোলা ঐ একিভাবে হেসে আবারও সব মজুরদের বলল, আমাকে আমার মনিব দেখতে পাঠিয়েছে তোমরা সব কাজ করছ না বসে আছ?

ভোলার কথা শুনে হাঁদা আবার রেগে গিয়েতাকে বাখান দিয়ে তোতলি তোতলি ব'লল, তো...বু শা...লা এ...খিন থে... কে দূ..র হয়নি, দূরহ ব'লচি শা...লা দূ...রহ।

হাঁদার কথা শুনে ভোলা আবারও হি-হি করে হাসতে লাগল, ভোলা এইভাবে হেসে পরক্ষণে সব মজুরদের কাছ হতে চলে এল।

তো ভোলা কেনো যে এত এইভাবে হেসে চলেছে, তা কেবল মাত্র ভোলা আর তার মনিবি জানে। কারণ ভোলা আর মনিবের কাণ্ড নিজের চোখেই দেখেচে, তা আর কেউ দেখুক আর না দেখুক, তাই ভোলা মনিবের কীর্তি কলাপ দেখে মুখে হাসি চেপে না রাখতে পেরে নিজে নিজেই খিল খিল করে হেসে যেতে লাগল। রতন কিপটার হাঁক পাকানি খাওয়ার কীর্তি কলাপের দৃশ্য ভোলা ও তার মনিব ছাড়া আর কেউ এখন এই মুহূর্তে জানতে পারল না।

এদিকে রতন'ত জমিতে হাল করতে করতে হাল থামিয়ে ভেবে তার ঘাড় নাড়তে নাড়তে মনে মনে ব'লল, যা শালা যা আজকে'ত আর রান্নাই নুন দিওয়া যাবেনে, যাক শালাদের আজকে'ত সব মজুররা হাড়ি হাড়ি ভাত সুদ্দা শুষে লিবে। তাহলে'ত আজকে আর ভাতের হাড়িতে ভাত একটিও থাকবেনে। শালারা সব হাড়ির ভাত উল্টি দিবে, যদিও বা ঘর তাড়াতাড়ি যেতুম, তাও'ত আবার চোখে লঙ্কা গেল ঢুকে যাস শালাদের যা আজকে আর মজুরদের সব খেটুনি কমানা গেলনা যা।

তো রতন সব মজুরদের সম্পর্কে এই কথা ভেবে বলে দিয়ে গোরুর পিঠে হাল বাড়ি বেডডিয়ে বলে উঠল, 'হা-টে-টে-টে হা'। আর ওমনি হালের গোরু ঠাঁই ঠাঁই করে ছুটতে লাগল।

এদিকে আবার রতন সামন্তর'ত পেটে তেমন কিছুই খাবার পোড়েনি, দু-চার খামল পেটে খাবার পড়তেই'ত ওমনি তার চোখে লঙ্কা গেল ঢুকে। বেচারার একদিকে চোখে লঙ্কার যন্ত্রণা আবার অপর একদিকে পেটে ক্ষিদের জ্বালায় ছট্‌ফট্ করতে লাগল, রতন তো আর কোন মতেই সহ্য করতে পারল না। তাই সে পেটে ক্ষিদের জ্বালায় হাল ছেড়ে দিয়ে কাদা মাটি মেখে ঘরে এসে হাজির হল।

তো রতন যখন মাঠ থেকে ঘরে এসে হাজির হল, তখনকে আর সব মজুরেরা মাঠে নাই, তাই রতন মাঠ হতে ঘরে এসে দেখল যে সব মজুরেরা লম্বা লাইন দিয়ে সারি করে খেতে বসেছে।

আর তাই দেখে'ত রতন কাদা মাটি গায়ে মাখা অবস্থায় সব মজুরদের খাওয়া দেখে বলে উঠল, শালারা সব আজকে কত খাবি খেয়ে লে, কালকে তোদের দিকে বেশটি করে খাওয়াব রে সবশালারা।

এদিকে রতন খুড়ারও তো বেশ ভালোই ক্ষিদে পেয়েছে, তাই রতন কাদা হাত পা ধুয়া'ত দূরের কথা, কোন রকমে পাগড়ি মাথায় গামছা মাথা থেকে খুলে নিয়ে রতন তার স্ত্রীকে ডেকে বলল, হেগো বিমলার মা, আজ আমাকে দমে ক্ষিদা পায় বঠে, এদের সঙ্গে আমাকেও না হয় দুটি খেতে দিয়ে দে দিখিনে?

স্বামীর কথা শুনে রতনের বউ বলে উঠল, সে কিগো তুমি এক্ষুনি খাবে? তুমি মাঠে জলখাবার খাওনে?

রতন তার স্ত্রীর কথা শুনে গালি দিয়ে বলল, সব শালিরা ঘুমাচ্ছিলি, না বঠে। আমি যে এত ভোর থেকে কাজে গেলুম সেদিকে সব শালিদের ভ্রুক্ষেপ নাই না। বলি অত বেলায় হেলা মুনিষ কেউ কখনও জল খাবার খায়? উ আমি রাগে মুড়ি গুলান আমার ঐ লালাকে শ্যামলকে খাইয়ে দিয়েচি।

রতনের স্ত্রী স্বামীর কথা শুনে ব'লল, সব মুড়ি গোরুকে খাইয়ে দিয়েচ! সেকি গো? কিন্তু কেনো?

স্ত্রীর কথা শুনে রতন বলল, হ্যাঁ, খাইয়ে দিয়েচি, এখন আমাকেও চারটি ভাত দিয়ে দে দিখিনে।

রতন স্ত্রীকে এই কথা বলে দিয়ে পরক্ষণে ভোলাকে নাম ধরে ডেকে বলল, ভোলা এই হারামজাদা ভোলা, তুই কুথায় গেলিরে। আয় চলে আয়। তুইত আমার সঙ্গে এক

ঘরে দুটি খেয়ে লিবি আয়। বলি এই বিমলার মা, তুই বৌদের বলে দে, ভোলাকেও না হয় আমার সঙ্গে দুটি ভাত খেতে দিয়ে দিতে।

তো রতন এই কথা বলে তাঁর এক হাঁটু মুড়ে আর এক পা মিলে খেতে বসল।

এদিকে ভোলাত তার মনিবের কথা শুনে দূর হতে দাঁড়িয়ে খিলখিল করে হাসতে লাগল, ভোলা হেসে নিজে নিজেই তার মনিবকে গালি দিয়ে বলল, শালা কিপটা বুড়া, তুই এমনি কি আর মুড়ি খাওনে, না চোখে লঙ্কার জ্বালায় খাওনেরে শালা কিপটা বুড়া? চোখে লঙ্কার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে, হুঁ এখন আবার জ্যাঠাইকে মিথ্যা কথা শুনানো হচ্ছে, আবার বলে না কয়, আমি সব মুড়ি গুলান আমার লালা শ্যামলকে খাইয়ে দিয়েচি। হুঁ যেন, আমি কিছুই জানিনে।

পরক্ষণে রতনের বউ তার স্বামীর গোটা শরীরে কাদা মাটি দেখে বলল, ...যাই হোক, তুমি হাত পাটা অন্ততঃ ধুয়ে এস, তারপর না হয় খেও।

রতন তার স্ত্রীর কথা শুনে বলল, দে দিখিনে, এয়েই দুটি খেয়ে লিই,দমে ক্ষিদা পাই বঠে আমাকে।

স্বামীর কথা শুনে রতনের বৌ দাঁত চিপে বলল, আঃ মরণ! ভঙ্গী ছাড়া লোক কোথাকার! আমি এমন লোক জন্মেও দেখিনে বাপু! দেখো বাপু, তোমায় বলে দিলুম, তোমায় আর এই রকম একদম বেয়াদপি করা চলবেনে বলে দিচ্ছি, ছেলেরা সব বাইরে থাকে, এখনও তোমাকে এইভাবে থাকতে দেখলে ওরা কি আর ওদের বৌ বাচ্চাকে নিয়ে এই সংসারে থাকবে ভেবেচ?

স্ত্রীর কথা শুনে রতন তার বৌকে গালি দিয়ে ঘাড় নাড়তেনাড়তে মুখের ভঙ্গী করে বলতে লাগল, আঃ ধূস শালি, তোর ব্যাটারা দু-পয়সার কাজ করেতো একেবারে তারা দেখচি স্বগ্যে উঠে গেল, যাওনা যাও। কুন চুলায় তোর ব্যাটারা বৌ বাচ্চা লিয়ে যায়। তখন তোর ব্যাটারা বুঝবে 'কত ধানে কত চাল'। হুঁ এই রতন সামন্তর হটেল ছেড়ে কেউ কুথাও এক পা লড়বেনে। আর যাবেও নে। আর এখনও এই রতন সামন্ত বেঁচে আছে বলে তবে এই ঘরে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বাঁধা আছে, নইলে কুনদিন আগেই আমার ঘর হতে মা লক্ষ্মী কুনচুলাই চলে যেত।

রতনার কথা শুনে ভোলার সঙ্গে সঙ্গে সব মজুররাও খেতে খেতে হি হি করে হাসতে লাগল।

এমন সময় বাড়ির বড় বৌ শ্বশুর মশাইকে আর সেই সঙ্গে ভোলাকেও থালা ভর্ত্তি ভাত এনে দিল। তো রতন এক পা মুড়ে হাঁটু মিলে ভাত খেতে লাগল।

এদিকে কেলুচরণ খেতে খেতে রতনের বৌকে বলে উঠল, হেগো বৌদিদি, আজকে

কে রেঁধেছে গো, নিশ্চয় তুমি? কেলুচরণ হাত চাটতে চাটতে বলল, আজকের রান্নাটানে খুব ভাল হয়েছে গো বৌদিদি, কালকের খেসারির ডাল আর লাউয়ের ঝালটা যদি এই রকম এই কুমড়ার ভস্মর মত হোতনে গো বৌদিদি, তাহলে কালকে খেসারির ডালটা দিয়ে আর লাউয়ের ঝালটা দিয়ে আমরা সবাই ভাত খেয়ে যা আরাম পেতুম গো বৌদিদি? দ্যাখো বৌদিদি, আজকে কুমড়ার ভস্মটা কি সুন্দর হয়েচে গো বৌদিদি? না করে তোমার বউয়েরা এমন তরকারি রান্না করে নুনে পুড়ি করে দেয় যে, মুখে পর্য্যন্ত দিওয়া যায়নে গো বৌদিদি, আজকে বুঝি তুমিই রান্নাকরেচ বৌদিদি?

কেলুচরণের কথা শুনে রতনের বৌ হেসে বলল, হ্যাঁ।

পরক্ষণে হাঁদা তোতলি তোতলি বলে উঠল, হেঁ.... হেঁ, হেঁগো খু...খু..খুড়ি কী...কী...কী সুন্দর কু...কুল কুমড়ার ভ..ভ.. ভস্মটা হ...হয়েছে গো... খু..খুড়ি? তো...র বৌ...এ..র দিকে আ...র চা...চা ...চারটি ভা...ত আ...র একটু কু..মড়ার ভ...স্ম দি দি দি..দিয়ে যে.... তে ব....ল দি...খিনে খু....খু খুড়িয়ে।

এদিকে রতন খুড়াত সব মজুরদের এত এত খাওয়া দেখে মুখে আর কিছুই বলতে পারল না তাই রতন ভাত খেতে খেতে মুখে বিড় বিড় করে বলতে লাগল, শালা ব্যাটারা আজকে কত খাবি খা। কালকে সব শালাদেরকে বেশটি করে খাওয়াববঠে। তোরা কী করে এত এত রাশি রাশি ভাত খাওরে সব শালারা, সব শালারা খাচ্ছে দেখনা, যেমন বিড়ালেও ভাতের থালা কিভাতে পারবেনিরে শালারা।

এদিকে ভোলা'ত তার মনিবের কথা শুনে মনিবের মুখের দিকে তাকিয়ে মুখ নীচু করে ভাত খেতে খেতে ফিক ফিক করে হেসে চলল।

পরক্ষণে পচা নামে আর একজন মজুর বলে উঠল, ও বৌ দিদিয়ে, আমাকেও দুটি ভাত দাওগো বৌদিদি।

তো সবমজুররা যতই ভাত নিতে থাকল, রতন ততই বিড় বিড় করে যেতে লাগল।

পরক্ষণে সুবল রতনের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, হেগো রতনারদা, তুই খেতে খেতে এই রকম মুখে বিড় বিড় করে কি বলুচু বল দিখিনে। তোর খুব ক্ষিদা পায়ে বঠে না রতনারদা? দেখ রতনার দা, তুই কাল থেকে আর মাঠে যাই সিনে। তোর নাই নাই করতে করতে পঞ্চাশ ষাট বছর বয়সও তো হল নাকি? রতনার দা? দেখ রতনার দা, তুই কিন্তু কাল থেকে একদম আর মাঠে যাইসিনে, তার উপর আবার তোর ছেলেরা সব কত ভালো ভালো কাজও করে। আবার তোর সম্পত্তিও অগাধ, তুই যদি এখনও মাঠে এই ভাবে খেটে মরু বঠু। তাহলে কি আর তোর শরীর ভালো থাকে গো রতনার দা? দেখ রতনার দা আমি বলছি তুই আর কাল থেকেএক দম মাঠে

যাইসিনে। তাছাড়া তোর এই বয়সে এত খাটার কি দরকার বলত? হ্যাঁ রতনার দা তোর কিসের এত অভাব বল'ত?

রতন মজুর-এর মুখে হতে এই রকম কথাবার্তা শুনে আবারও বিড় বিড় করে দাঁত চেপে বলল, তোরা শালা কি বুঝাবিরে শালা, তোদের দেখভাল না করলে পারা, তোরা'ত আবার আমার চাষটাকে একেবারে লাটে তুলবিরে শালারা।

তো কিছুক্ষণ বাদেই মজুররা সব খেয়ে দেয়ে আবার যে যার রতন সামন্তর কাজে চলে গেল।

এদিকে রতন ভোলাকে নাম ধরে ডেকে বলল, ভোলা, বলি এই ভোলা, তুই কুথায় গেলিরে হারামজাদা ভোলা?

ভোলা'তো তার মনিবের ডাক কানে শুনতে পেয়েও তবুও ভোলা ইচ্ছে করেই না শোনার ভান করে মনিবের ডাকে সাড়া আর দিল না, ভোলা মনিবের ডাকে নিজের বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে এই টি বলে খিল খিল করে হেসেই চলল।

রতনের ডাকে ভোলা সাড়া না দিতেই রতন ভোলাকে গালি দিয়ে ব'লল, শালা হারামজাদা বাগালটা কুথায় যে যায়, শালা বাগালটাকে ডাকলেও আবার হাতের কাছে পাওয়াই যায়নে।

পরক্ষণ বাদে ভোলা মনিবের ডাকে সাড়া দিয়ে বলল, কী বললে জ্যাঠা? তুমি আমায় ডাকছ?

রতন বলল, হ্যাঁ শুন ভোলা, আমি আর আজকে মাঠ দিয়ে বেড়াচ্ছিনে, তুই গিয়ে একটু শালাদের কাজটা লক্ষ্য রাখবি।

ভোলা হেসে ঘাড় নেড়ে বলল, হ্যাঁ তাই হবে জ্যাঠা, আমি এক্ষুণি যাচ্ছি।

এদিকে ভোলাত যখনি রতনের সামনা সামনি এসে হাজির হয়, তখনি ভোলার রতনকে দেখে মনিবের চোখে লঙ্কা ঘষার দৃশ্য মনে পড়ে যায়। আর তখনি ভোলা মনিবের ঐ দৃশ্য মনে করে মাঝে মাঝে নিজে নিজেই খিল খিল করে হাসতে থাকে। আর এখনও ভোলা তার মনিবের কীর্তির কথা মনে করে হাসতে লাগল। এই ভাবে হাসতে হাসতে ভোলা তার মনিবের কথায় মাঠে সবারির কাজ দেখতে উপস্থিত হল।

পরক্ষণ বাদে এমন সময় রতন ভোলাকে আবার ডেকে বলল, এই ভোলা! শুন শুন, শুনে যা বঠে একবার।

ভোলা মনিবের ডাকে যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, কী?

তুই একবার নিতাইয়ের কাছে যা, গিয়ে বলবিযে, আমি তাকে এক্ষুনি ডাকি বঠি।

ভোলা ঘাড় নেড়ে বলল, ঠিক আছে। আমি এক্ষুণি যাচ্ছি।

তো ভোলা নিতাইয়ের ঘরে এসে সত্যি সত্যিই নিতাইকে ফাঁক থেকে হাঁক মেরে ডেকে বলল, নিতাইদা ও নিতাইদা, তুমি কোথায় গেলে গো, বাইরে বেড়িয়ে এস। তোমাকে এখুনি একবার রতন সামন্ত ডেকেছে গো নিতাই দা?

নিতাই ভোলার গলা শুনতে পেয়ে ঘর হতে বাইরে বেড়িয়ে এসে ভোলাকে বলল, কিরে ভোলা, তুই? তুই আবার এমন সময় যে?

ভোলা ঘাড় নেড়ে বলল, হ্যাঁ আমি, তোমাকে এখুনি একবার জ্যাঠা ডেকেছে।

রতন সামন্ত আমায় এক্ষুনি ডেকেছে! কেনো ডেকেছেরে ভোলা?

ভোলা ঘাড় নেড়ে তার নাক তুলে মুখের ভঙ্গী করে বলল, আমি তা অত শত জানিনে বাপু, আমাকে ব'লল, এক্ষুণি ডেকে দিতে তাই আমি তোমায় ডাকতে এলুম গো নিতাইদা।

নিতাই বলল, ঠিক আছে ভোলা, তোকে যখন তোর মনিব আমায় ডাকতে পাঠিয়েছে, তখন তো আমাকে একটি বার হলেও তোর মনিবের সঙ্গে দেখা করতে যেতেই হবে। তুই এখন চল, আমি এক্ষুনি যাচ্ছি।

কিছুক্ষণ বাদে নিতাই রতনের কাছে এসে বলল, কেনেগো রতনদা, তুমি আমাকে আবার ভোলার হাত করে ডেকে পাঠালে কেনেগো?

রতন বলল, শুন নিতাই, তুই কাল থেকে আমার হালটা করে দিবি, এই জন্যেই আমি ভোলার হাত করে তোকে ডেকে পাঠালুমরে নিতাই।

রতনের কথা শুনে নিতাই আশ্চর্য ভাবে বলল, হাল! সেত আবার তোমার! কেনেগো রতনদা তোমার আবার কি হলো গো?

নিতাইয়ের কথা শুনে রতন গালি দিয়ে বলল, কেনেরে শালা আমার কথাটা শুনে তোর খুব অবাক লাগে বঠে না? তুই যেমন আমার ঘরে এই প্রথম কাজ করতে এসবি বঠে না? তুই'ত আমার জমিনে হাল করু, আজ আবার আমারকথা শুনে তোর অবাক লাগে বঠে না?

নিতাই বলল, না আসলে, রতনারদা তুমি'ত বেশির ভাগ জমির চাষের কাজে নিজের হাতেই লাঙ্গল কর, তাই তোমাই আমি একথা বলছিলুম আরকি?

নিতাইয়ের কথা শুনে রতন তার সুর নরম করে বলল, আসলে আজ আমার শরীরটা খুব ভাল নাই, জানলিরে নিতাই, তাই আমি তোকে হাল করার জন্যে ভোলার হাত করে ডেকে পাঠালুম।

নিতাইকে'ত রতনের ঘরে কাজ করতে হবে শুনে সেই জন্য নিতাই মনে মনে ভেবে

বলল, শালা রতন কিপটার ঘরে আমায় আবার কাজ করতে হবে,রতনারদার ঘরে কাজ করলে পারা রতনারদা আবার ঠিক ঠিক বেতন দিবে'ত?

নিতাইকে আনমনা দেখে রতন বলে উঠল, কিরে নিতাই তুই কি ভাবু বঠ্ বল দিখিনে?

নিতাই ভেবে বলে উঠল, দেখো রতনারদা, আমার না, তোমার জমিতে হাল করতে নাও সময় হতে পারে গো।

নিতাইয়ের কথা শুনে রতন বলল, আহা নিতাই তোকে অত আর ফুঁপি টানতে হবেনে। আমি তোর বেতন ঠিক ঠিক দিয়ে দিব। তুই আবার আমার মুখের দিকে ওমন করে কি দেখু বঠ্ বল দিখিনে শালা নিতাই?

রতনের কথা শুনে নিতাই বলল, ঠিক আছে রতনার দা, তুমি অত করে যখন ব'লছ, তখন তাই হবে, কিন্তু রতনার দা তোমার কাল কোথাকার জমিনে হাল হবে গো রতনারদা?

নিতাইয়ের কথা শুনে রতন জোর করে বলল, কুথায় আবার, কাল ভূঁএ্যার মাঠেই হাল হবে আবার। তুই এখিনে চলে যাবি, আমি আবার বাগালের হাতে করে তোর জন্যে জল খাবার পাঠি দুব বঠে।

রতনের কথা শুনে নিতাই বলল, ঠিক আছে রতনারদা, আমি এখন চললুম গো, তাহলে ঐ কথা রইল।

রতন বলল, ঠিক আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ ঐ কথায় তুই যা; কাল খুব ভোর ভোর হাল লিয়ে যাবি, না হলে আবার মজুরদের কাজ দিতে পারবিনে।

এদিকে প্রতিদিনের মতো আজও ভোলাকে সঙ্গে করে নিয়ে রতনের বেলা শেষে আহারাদি করার সময় হয়ে গেছে। তাই রতন প্রতিদিনের মতো আজও আবার ভোলাকে সঙ্গে করে নিয়ে বেলা শেষে তিন সন্ধ্যা সন্ধ্যার সময় করে ভাত খেতে ব'সল, তো রতনের যেইভাবে বসে ভাত খাওয়া অভ্যাস রতন ঠিক সেই ভাবে বসেই খেতে লাগল।

এদিকে আবার ভোলা রতনের পাশে না খেতে বসে, সে করল কি ঠিক রতনের উল্টোদিকে মুখের সোজা সুজি-দুচার হাত দূরে খেতে বসল। ভোলা তো খেতে খেতে মনিবের মুখের দিকে তাকিয়ে চোখে লঙ্কা ঘষার কথা মনে করে সে হিহি করে হেসে ফেলল।

রতন'ত ভোলার হাসি দেখে গালি দিয়ে বলল, তোর কি হয়েছেরে শালা? বাগালের আবার এত কিসের হাসি শুনি?

ভোলা তার মনিবের কথা শুনে খেতে খেতে থেমে গিয়ে মনে মনে ভেবে ঠোঁটে

দাঁত চেপে ঘাড় নেড়ে বলল,শালা বুড়া আমি ছোট বাগাল ভোলা বলে তোর আমাকে একদম মনকে লাগেনে না? আমি ছোট হলে কি হবে, শালা কিপটা বুড়া তুই যেমন ঢ্যামনা আমিও হলুমগে তোর তেমনি ডবল ঢ্যামনা, শালা বুড়া আমি আজকেও তোর খাওয়া চুলবোই তুলবো, দেখ তবে তুই? নইলে আমার নাম বোম ভোলেই নয়।

রতন'ত ভোলার বদমাইসি মতলব একটুও বুঝতে পারল না, তাই রতন তার মুখ নামিয়ে একমনে খেয়েই যেতে লাগল।

এদিকে ভোলা তার মাথায় রতনের খাবার ভঙ্গ করার কথা এঁটে এই কথা মনে করে সে গালের উপর গাল করে মুখে খাবার তুলে ইচ্ছে করেই করল কি, ভোলাতো হাঁচি কাশির ভান করে জোরসে রতনের থালার দিকে মুখ করে হেঁচে কেসে ফেলল, ভোলা ইচ্ছা করেই হেঁচে কেশে ফেলতেই তার মুখের ভাত রতনের থালায় পড়ল গিয়ে।

আর তাই রতন'ত ভোলার কীর্তি দেখে ভোলার উপর রেগে গিয়ে সে ভাত খেতে খেতে ভোলার কাছে উঠে গিয়ে তার মাথার চুলের ঝুঁটি ধরে দু-চার চাপ্পর মেরে বলল, শালাব্যাটা তুই খুব ঢ্যামনা হয়ে বঠু না? আর সেই জন্যেই তুই এত মনে মনে হাসু বঠু না? শালাব্যাটা তোকে যদি আর কাল থেকে আমার কাছে বস করিয়ে খেতে লিই'ত আমি কি বলেচি? নইলে আমার নাম রতন সামন্তই নয়। তুই খুব দিনদিন ঢ্যামনা হয়ে বঠু না? তুই শালা ব্যাটা যত খুশি খা খেয়ে মরবি যা। তুই আমার খাওয়া টাকে খুব শীঘ্রই তুলে দিবি দেখচি, শালা ব্যাটা, আমার চোখের সামনে মুখ থেকে যা, যা বলছি শালা হারামজাদা বাগাল, শালা প্যাঁটরা একটা বাগাল, আর উ কিনা মনিবের সঙ্গে সমানে তাল খেয়ে চলছে বঠে।

ভোলাকে যে তার মনিব এত মারল, তবুও কিন্তু ভোলা তার মনিবের মারে একটুও কাঁদল না। বরং ভোলা মনিবের মার খেতে খেতে সমানে মুখ নীচু করে ফিক ফিক করে হেসে চলল, পরক্ষণে ভোলা তার মনিবের কাছ হতে ভয়ে থালা বাসন তুলে নিয়ে উঠে সোজা পুকুর ঘাটে চলে গেল। ভোলা'ত পুকুর ঘাটে গিয়েও সেখানেও নিজে নিজেই মনিবের কথা স্মরণ করে খিল খিল করে হাসতে লাগল।

এদিকে ঐ ঘটনার পর রতন ভোলাকে তার ঘরে অনেক ক্ষণা দেখতে না পেয়ে সে তার ঘরের বাগালকে খোঁজ করতে বেড়িয়ে গেল, তো রতন বাইরের দিকে গিয়ে ভোলার নাম ধরে ডেকে ভোলা ভোলা বলে চিৎকার করতে করতে ডাকতে লাগল।

রতন ভোলাকে এইভাবে খোঁজ করতে করতে ভোলার বন্ধু লুলাকে পথে দেখতে

পেয়ে সে তাকে জিজ্ঞেস করে বলল, হ্যরে লুলা এই লুলা আমাদের মুখ পুড়া বাগালটা কুথায় গেছে দেখু বঠু রে?

রতনের কথা শুনে লুলা থমকে দাঁড়িয়ে তার ঘাড় নাড়তে নাড়তে হাত দেখিয়ে বলল, তোমাদের ভোলা, তোমাদের ভোল'ত ডাকের পেছ্ন পেছ্ন ছুটছে গো রতন খুড়া, আমিও তো ঐ খানে ছিলুমগো রতন খুড়া। ভোলা এখনও ডাকপাখির পেছ্ন পেছ্ন ছুটতে, ও আমি পালিয়ে এসেছিগো রতন খুড়া, আমি অত তোমার বাগাল ভোলার মতো সর্বর্বক্ষণ ডাকপাখির পেছ্ন পেছ্ন ছুটি নেগো খুড়া, আর ভোলাটাতো তোমার চোখের আড়ালে সর্বর্বক্ষণ ডাকের পেছ্ন পেছ্ন ছুটতেই থাকে গো খুড়া।

লুলার কথা শুনে তাকে রতন গালি দিয়ে বলল, শালা ব্যাটা আমি তোর বাপেরও খুড়া আবার তোরও খুড়া। তাই শালা আমাকে তখন থিকে সব কথায় খুড়া খুড়া বলে চলে বঠু?

রতনের কথা শুনে লুলা বলল, কি করব গো খুড়া তোমাকে পাড়ায় সবাই খুড়া বলে ডাকে, তাই আমিও তোমায় খুড়া বলেই ডাকিগো রতন খুড়া।

লুলার কথা শুনে রতন বলল, অঃ, শালা মুখ পুড়া ভোলাটা ফের আবার ডাকপাখির পেছ্ন পেছ্ন ছুটের বঠে। কুনদিকে গেল বলতে পারু লুলা? হ্যারে মুখ পুড়া হারামাজাদা?

লুলা হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে বলল, হাইয়ে ঐ দিকে, তোমাদের পুকুর পাড়ের দিকে, আমি ঐ দিকেই তো ভোলাকে যেতে দেখলুম গো রতন খুড়া।

রতন লুলার কথা শুনে তার চোখের কাছে হাত রেখে চারদিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে বলল, হ্যাঁ, সেকি বলু বঠুরে লুলা? এমন সময় এই তিন সন্ধ্যা বেলায় চারদিকে শাঁখের সব পুপা আওয়াজ হয় বঠে। এমন সময় ভোলা আমাদের পুকুর পাড়ের দিকে ডাক পাখির পেছ্ন পেছ্ন ছুটে বঠে। এখন আমি এই সন্ধ্যার সময় ওকে কুথায় খুঁজি বলত লুলা? ঐ দিকে আবার আমার জল ছড়া দিবার সময় হল বলে কথা। না যায়, ভোলাটাকে একটু খোঁজ করেই এসি, নইলে শালাটাকে আবার আমড়াই টাঝাড়াই খেলে বিপদে আমার শেষ থাকবেনে, আর শালা বাগালটার ছাতিই একটুও ভয় নাই বঠে।

তো রতন লুলার সামনে একথা বলে দিয়ে যে পুকুর পাড়ের দিকে এসে ভোলার নাম ধরে ডাকতে ডাকতে চিৎকার করে বলতে লাগল, বলি ভোলা, ও ভোলা তুই কুথায় গেলিরে, আয় এদিকে আয়, সন্ধ্যা হয়ে গেল বঠে।

রতন এই ভাবে ডাকার পর পরক্ষণবাদে ভোলা তার মনিবের ডাক শুনতে পেয়ে মনিবের কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, কিগো জ্যাঠা, এই সময় তুমি এখানে?

রতন ভোলাকে কাছে দেখতে পেয়ে বলল, হারামজাদা ভোলা, তুই ফের আবার

ডাক পাখির পেছন পেছন দৌড়াও বঠু? তোকে কতবার আমি ডাকের পেছন পেছন দৌড়াতে মানা করে চিনে, ওদিকে আমার লালা শ্যামলার কখন থেকে ঠোর মুখে দাঁড়িয়ে আছে, আমার লালা শ্যামলা কতক্ষণ খেতে শুদু পাইনে। ঠোর মুখে দাঁড়িয়ে আছে গো, আবার আমি তোকে সেই কখন থেকে হাঁক পিটি বঠি, তোকে হাঁক পিটতে পিটতে আমার গলাটা একেবারে শুকিয়ে গেল বঠে গা?

ভোলা রতনের কথা শুনে ঘাড় নাড়তে নাড়তে মনে মনে ভেবে হেসে বলল, উঁ গলা শুকিয়ে গেল, শালা বুড়া তুই মরলে সবারির গায়ে হাওয়া লাগে, আবার তুই মরলে পারা ঘরের সব বৌদিদিরা, বড় দাদা, মেজ দাদা আবার ছোট দাদারা সব দেখতে পাই, শালা কিপটা বুড়া, তুই কবে মরবি ব'লত?

পরক্ষণে রতন ভোলাকে আনমনা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলে উঠল, কী হলরে হারামজাদা, তুই দাঁড়িয়ে পড়লি যে? তুই কুথাও আবার পালিয়ে যাবিনেত? আমি আর তোকে হাঁক পিটতে পারুবুনে হারামজাদা ভোলা, এইবার কিন্তু তুই এই লাঠির ঘা খাবি বলে দিই বঠি।

ভোলা রতনের হাতে লাঠি দেখে আর তার কথা শুনে ফিক ফিক করে হাসতে লাগল,

তো রতন ভোলার এই রকম হাসি দেখে তাকে [ভোলাকে] গালি দিয়ে ব'লল, যা, যা শালা হারামজাদা, তাড়াতাড়ি যা, তোকে আর এত হাসতে হবেনে। ওদিকে আমার লালা শ্যামলা বলে কখন থেকে ঠোর দাঁড়িয়ে আছে, সারাদিন ওরা দুজনে কত খাটাখাটুনি করে আর তুই ওদেরকে দুটি খেতে পর্যন্ত দিওনি,না করে তুই ডাকের পেছন পেছন ছুটে চলেঠু? তাও আবার এই সন্ধ্যার সময়, যা হারামজাদা ভোলা যা ব'লছি, ভাল করে ওদের দিকে খেতে দিবি যা।

রতনের কথা শুনে ভোলা বলল, যাচ্ছি'ত উঁ, এই ভোলা না থাকলে, বুড়ার এক দণ্ডও চলবেনে। আবার আমাকেই বলে কিনা হাল বাড়ির ঘা দেখেচু।

ভোলার কথা শুনে রতন আবার গালি দিয়ে বলল, ফের তুই আবার আমার মুখের উপর কথা বলুঠু? শালা ব্যাটা হারামজাদা কুথাকার বাগাল, তোর সাহস মন্দ নয়।

ভোলা তার মনিবের কথায় আর কোন উত্তর না দিয়ে সেখান হতে সে মনিবের কথামত গোয়িল ঘরে এসে হাজির হল, ভোলা গোয়িল ঘরে এসে খড়ের গাদা হতে খড় টেনে নিয়ে লণ্ঠনের আলোয় রতনের লালা শ্যামলার জন্যে ছানিকাটা বঁটি নিয়ে মাচার মধ্যে ছানি কাটতে লাগল। ভোলা ছানি কাটতে কাটতে তার মনিবকে নিয়ে বিনিয়ে সুর করে গান ধরল, আর ভোলা গানের সুরে সুরে ছানি কাটতে কাটতে গা দুলাতে দুলাতে বলতে লাগল —

"ওরে রতন বুড়া তুই কত ঢ্যামনা
আমি তোর কাছে থেকে হইয়েছি শিয়ানা,
তোর ঘরে থাকাকে খাওয়াকে করি নিকুচি
তোর সাদ্যই আমরা সবাই খাব লুচি।
ওরে রতন বুড়া তুই কত ঢ্যামনা
আমি তোর খাওয়া তুলব দ্যাখনা।
ওরে রতন বুড়া তুই কত ঢ্যামনা-
তোর চোখে আবার লঙ্কা ঘষা হোক না।
ওরে রতন বুড়া তুই কেন এত ঢ্যামনা—"

এইভাবে ভোলা একমনে গান গাইতে গাইতে ছানি কেটে রতনের আদরের নাম দেওয়া দুই বলদ গোরুকে অর্থাৎ লালা শ্যামলাকে ছানি খেতে দিচ্ছে, তো এমন সময় হঠাৎ রতন খুড়া লাঠি হাতে নিয়ে আর এক হাতে লণ্ঠন ঝুলিয়ে ঠক ঠক করে এসে ভোলার নাম ধরে দূর থেকে ডাকতে লাগল, রতন ভোলাকে ডেকে বলল, কিরে হারামজাদা ভোলা, তুই ঠিকঠাক আমার লালা শ্যামলা কে খেতে দেও বঠু তরে?

এদিকে ভোলা'ত মনিবের গলা শুনতে পেয়ে তার মুখের বানানো গান গাইতে গাইতে বন্ধ করে দিয়ে বিড় বিড় করতে করতে বলল, শালা রতন বুড়া আবার এখানেও এসেছেরে, শালা কিপটা রতনের শাদ্যই কবে যে লুচি খাব। আবার আমার মুখে রতন কিপটার নামে বানানো গান শালা কিপটা বুড়া শুনেনিত? শুনলে পরে শালা রতন আবার আমার পিঠে ছড়ির ঘা লাগাবে।

পরক্ষণে রতন ভোলাকে আবার হাঁক মেরে ডেকে বলে উঠল, কীরে ভোলা তুই কি আমার কথাটা কানে শুনতে পাওনু? এদিকে আমি তোকে কখন থেকে ভোলা -ভোলা করে ডাকি বঠি?

মনিবের কথা শুনে ভোলা বলল, কেনো, কি বলছ বল?

রতন লালা শ্যামলার গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে বলল, এই ভোলা হারামজাদা আমার লালাকে শ্যামলাকে ভাল করে খেতে দে বলছি?

ভোলা মনিবের কথা শুনে বিরক্তির ভাব দেখিয়ে বলল, দিচ্ছি তো, দেখতে পাচ্ছ না তুমি?

রতন বলল, আমার লালাকে শ্যামলাকে আরও দুটি বেশি করে খেতে দে, দেখতে পাওনে তুই হারামজাদা ভোলা, আমার লালা শ্যামলার পেটটা কেমন পড়ে গেছে, সকাল হলেই ওদেরকে কত খাটা খাটুনি করতে হয়।

এবারে ভোলা তার মনিবের কথায় আর কোন উত্তর দিল না, সে তার এক মনে গোরুকে নিজের খুশি মতো ঝুড়িতে করে ছানি নিয়ে মাচা খড় খেতে দিতে লাগল,।

পরক্ষণে রতন বলল, এই হারামজাদা ভোলা শুন, তুই তোর কাজ সেরে আমার কাছে একবার এসবি, আর হ্যাঁ, তোকে দিয়ে আমি আবার আর একবার, নিতাইকে ডাকতে পাঠাব, তোর যেন মনে থাকে কথাটা।

ভোলা এবারেও রতনের কোন কথার জবাব দিল না, সে তার এক মনে লালা শ্যামলার যত্ন করে চলল।

এদিকে রতন'ত তার কথার জবাবে ভোলার কাছ হতে কোন উত্তর না পেতেই, সে রেগে গিয়ে ভোলাকে গালি দিয়ে বলল, বলি, তুই শালা হারামজাদা ইদানীং খুব ঢ্যামনা হয়ে গেছু না? এখন ইদানীং তুই আমার কথায় কুনু কানি করুনে না? তুই খুব শিয়ানা হয়ে গেছু না হারামজাদা, শুধু এই রতন সামন্তর ঘরে থেকে না বঠে?

ভোলা তার মনিবের কথা শুনে খিল খিল করে হেসে বলল, তোমার ঘরে থাকলে পরে শিয়ানা না হলে পারা, সবাই না খেয়েই মরে যাবে যে গো জ্যাঠা?

রতন ভোলার কথা শুনে বলল, উঁ, শালার খেটুনি কম পড়ে যাচ্ছে না শালা? যা শালা যা আমার লালা শ্যামলাকে গোয়িলে তুলে বেশ ভাল করে ধূঁয়া দিবি যা। যেমন না আমার লালা শ্যামলাকে একটাও মশায় না খায়।

রতন ভোলাকে একথা বলে পরক্ষণে হাতে লণ্ঠন ঝুলিয়ে লাঠি নিয়ে ঠক ঠক করতে করতে ভোলার কাছ হতে চলে এল।

ভোলা রতনের ঘরের বাগাল, তাই প্রতিদিন গোয়ালে ধোঁয়া ধরিয়ে ভোলার চটা খাওয়ার অভ্যাস রয়েছে। তাই ভোলা হাতের কাছে চটা না পেতেই গোয়ালে ধোঁয়া ধরিয়ে খড়কে বিড়ির মতো করে তাতে আগুন ধরিয়ে মুখে করে টানতে লাগল।

এদিকে এমন সময় কেলুচরণ তার কী কাজে রতনের কাছে আসছিল। কেলুচরণ রতনের ঘরে এসার সময় দেখল যে, ভোলা কি যেন আগুন ধরিয়ে মুখ দিয়ে টানতে লাগল, আর তাই দেখে'তো কেলুচরণ ভোলার কাছে গিয়ে তার নাম ধরে ডেকে বলে উঠল, কি'রে ভোলা তুই আমাদেরকে দেখলেই সব সময় হিহি করে হাসু বঠু কেনে বল দিখিনে, আবার তুই তোর মনিবকে না জানিয়ে এই রাতের বেলায় লুকিয়ে লুকিয়ে মুখেকরে আগুন টানু বঠু?

কেলুচরণের কথা শুনে ভোলা হেসে বলল, কী করব গো কেলাদা? আমি হলুম গে এই রতন কিপটার বাগাল ছেনা। তাই আমার লুকিয়ে লুকিয়ে যখন তখন চটা খাওয়ার অভ্যেসও আছে। এখন'ত আবার ঐ কিপটা মনিব আমাকে চটাটাও পর্য্যন্ত দেয়নি জানগো

কেলাদা প্রথম প্রথম শালা ঐ কিপটা বুড়া আমার মন পোষানোর জন্যে আমাকে চটা খাইয়ে আমার নেশা ধরিয়ে দিল, আর এখন শালা কিপটা বুড়া আমাকে নেশা করতে চটাটাও পর্য্যন্ত দেয়নি গো কেলাদা?

ভোলার কথা শুনে কেলুচরণ হাসতে লাগল।

পরক্ষণে ভোলা আবার খড়ের আগুন মুখে টানতে টানতে বলল, দেখো নাগো কেলাদা, আর সেই জন্যেই'ত আমি এই খড়ের আগুন মুখে টেনে টেনে আমার নেশা কাটায়, তবুও আমার নেশা আর কিছুতেই কাটে নেগো কেলাদা। এই খড়ের টানে আর কাটবেই বা কেনো, সেই নেশা আর এই নেশা কি এক হল?

কেলুচরণকে ভোলা এই কথা বলে দিয়ে সে আবার মুখে খড়ের আগুন টানতে টানতে খিল খিল করে হাসতে লাগল।

ভোলাকে এই ভাবে হাসতে দেখে কেলুচরণ বলে উঠল, কিরে ভোলা, তুই আমাকে বলবিনে, সেই কখন থেকে তুই এই রকম ভাবে কেনেই বা হেসেই চলু বঠু দিখিনে?

কেলুচরণের কথা শুনে ভোলা আবারও খিল খিল করে হেসে বলল, আর তুমিও আমার মনিবের মতো করে যাইঠু, বলুঠু, খাওঠু বলে অভদ্দুর ভাষায় কথা বলছ কেলাদ্দা?

কেলুচরণ হেসে বলল, ও তোর মনিবের কাছে থেকে তার কথা শুনে মাঝে মাঝে আমারও ঐ ভাষায় কথা বলা হয়ে যায়রে ভোলা?

ভোলা কেলুচরণের কথা শুনে আবারও হিহি করে হেসে উঠল।

ভোলার হাসি দেখে কেলুচরণ তাকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলল, দেখ ভোলা, তুই যদি আমাকে তোর হাসার কারণ না বলুনে, তাহলে কিন্তু আমি তোর মনিবের একথা গিয়ে সোজা বলে দিব।

ভোলা আবারও হিহি করে হেসে তার ঘাড় নেড়ে হাত নাড়তে নাড়তে চোখ দুটা বড় বড় করে ব'লল, শুনবে কেলাদ্দা, আমার মনিবের কাণ্ড? আমার মনিবের কাণ্ড শুনলে পারা না, তোমাকেও আমারও মতো সব সময় হাসি পাবে গো কেলাদ্দা।

ভোলার কথা শুনে কেলুচরণ বলল, কাররে ভোলা? তোর মনিবের! কী কাণ্ড রে ভোলা?

ভোলা আবারও হিহি করে হেসে তার চোখ দুটোও বড় বড় করে গোল্লা পাকিয়ে হাত নাড়তে নাড়তে বলল, শুনগো তাহলে কেলাদ্দা, আজ কেনে, আজ কেনে, ঐ যেগো কেলাদ্দা. আমি এখন সাঁঝে জল খাবার বেলায় রতন কিপটার জন্যে জল খাবার নিয়ে গেইলুম, তখন'ত ঐ বুড়াকে দমে ক্ষিদা পাইল গো কেলাদ্দা, আর ক্ষিদা পাবে নাই কেনো বলো কেলাদ্দা. রতন সামন্ত'ত মাঝরাত থেকে হাল করতে গেইল, আর তার

উপর আমিও ইচ্ছা করেই রতন কিপটার জন্যে দেরী করে জল খাবার নিয়ে গিইলুম। আর তখনত রতন কিপটাকে সেই জন্যে দমে ক্ষিদা পাইল গো কেলাদ্দা, আর যখন কিপটা বুড়া পেটে ক্ষিদার জ্বালায় হাঁই পাঁই করে কাঁচা লঙ্কা কামড়ে মুড়ি খাচ্ছিল, আর তখন'ত রতন কিপটার হয়েছে কি জানলে গো কেলাদ্দা। রতন কিপটা হাঁইপাই করে মুড়ি খেতে খেতে কাঁচা লঙ্কাকে করেছে কি, রতন কিপটা কাঁচা লঙ্কাকে মুখে কামড়াতে গিয়ে লঙ্কাকে দিয়েছে নিজেরী চোখে গুঁজে। ভোলা হাত চাপড়ে হেসে বলল, আর তখন'ত শালা রতন বুড়া চোখে লঙ্কার জ্বালায় চোখের জলে নাকের জলে ছট্‌ফট্‌ করতে লাগল গো কেলাদ্দা। আর পাবে নাই কেনো বলো কেলাদ্দা, কেউ যদি সেই আগের দিনের খাবার খেয়ে মাঝ রাত্তির থেকে খেটে মরে তাহলে'ত তাকে দমকা ক্ষিদা পাবেই।

ভোলার কথা শুনে কেলুচরণ হেসে বলল, সেকিরে ভোলা! তুই সত্যি বল্‌ঠু?

ভোলা ঘাড় নেড়ে বলল হ্যাঁগো কেলাদ্দা, আমি সত্যি বলছি। আর এই আমি লণ্ঠনের আলোয় হাত দিয়ে বললুম, আমি'ত আবার নিজের চোখে আমার কিপটা মনিবের কাণ্ড দেখেছি। আমার মনিবের লঙ্কার জ্বালার ছটফটানি দেখে তখন যা আমার আনন্দ হচ্ছিলগো কেলাদ্দা, সে আর তোমাকে কী বলব গো কেলাদ্দা? শালা বুড়া কিপটা এটা নিশ্চয় তার সাজা নয়গো কেলাদ্দা?

কেলুচরণ হেসে বলল, তোর মনিবের এই রকম হতে দেখে তোকে তখন খুব হাসি পাচ্ছিল নারে ভোলা?

ভোলা হেসে ঘাড় নেড়ে বলল, হেঁ গো কেলাদ্দা, তখন'ত আমাকে ভীষণ হাসি পাচ্ছিল, জান কেলাদ্দা ঐ সময় তুমি ওখানে থাকলে পারা না, তোমাকেও খুব হাসি পেত, হাসি বলে হাসি, যে তোমার একেবারে পেটের নাড়ী ছিঁড়ে যেত।

কেলুচরণ ভোলার কথা শুনে ঘাড় নেড়ে বলল, তা অবশ্য ঠিকি, তবে জানলি কি ভোলা? তোর কথা শুনে আমার'ত মনে হচ্ছে তাহলে ওদের তরকারিই পাঠিই এত এত নুন দেয় ঐ কিপটা রতনার দাই নাকি বলদিখিনে ভোলা?

কেলুচরণের মুখ হতে এই কথাটা শুনে ভোলা হাসতে হাসতে থেমে গিয়ে আশ্চর্য্য ভাবে ঘাড় নেড়ে বলল, তাও তো বঠে একথা তুমি মন্দ বলনি'ত, একথা তুমি কেমন করে বুঝলে গো কেলাদ্দা? এতদিন আমার মাথায় এই কথাটা এসেনি'ত।

কেলুচরণ বলল, দেখ ভোলা রতনারদা আজকে মাঠে ছিল বলে, তার ঘরে আজকের তরকারি পাতিই কোন নুনি নাই, আর কিপটা রতনাদা যখনি ঘরে থাকে, তখনি এই

রকম হয় নাকি বল দিখিনে ভোলা? দেখ ভোলা তুই'ত এই কিপটা রতনাদার ঘরে অনেক দিন আছু হয়ত তুই জানবি। তাই আমি তোকে এই কথাটা বললুম আর কি?

কেলুচরণের কথা শুনে ভোলা ঘাড় নেড়ে একটু ভেবে আবারও বলল, হ্যাঁত, তাও'ত বটে! তুমি—তুমি'ত ঠিকি বলেছ গো কেলাদ্দা? একদম মন্দ বলনে।

পরক্ষণে কেলুচরণ আবার বলে উঠল, দেখ ভোলা, তুই ভাল করে একটুখানি ভেবে দেখ দিখিনে, ঐ শালা কিপটা রতনারদা যখন ঘরে থাকে তখনি এইরকম তরকারি পাতিই নুন হয় নাকি? নইলে আজকেই বা কেনো হলনে?

ভোলা কেলুচরণের কথা শুনে মাথা ঝুনতে ঝুনতে তার নাক তুলে মুখের ভঙ্গি করে ভেবে ঘাড় নেড়ে বলল, নাগো কেলাদ্দা, এইরকম সবদিন হয়নে, তবে মাঝে সাজে এই রকম হয়ে থাকে, আর যখন বাইরের অনেক জনা লোক জন এ বাড়িতে খাই তখনি এই রকম হয়। নইলেতো এই রকম আর কখনও হয়নে, তোমরা সব গাদা গাদা মজুর হলেই তো দেখি সবাইবলে অ্যা-তরকারিই কি নুন।

ভোলার কথা শুনে কেলুচরণ ঘাড় নাড়তে নাড়তে বলল, মাঝে সাজে, সবদিন নয়, দেখ ভোলা তাহলে আমি ঠিকি ধরেচি, তরকারিই এত এত নুন দিওয়া ঐ রতনার দারি কাজ। না হলে কোন রান্নি শুধু শুধু তরকারিই এত নুনে পুড়ি করে দেয়, না কোন রান্নি রোজ রোজ এত এত নুন দিয়ে রান্নাই করে? জানলি ভোলা, তুইয়ি বল, না হলে এই ভাবে কোন রান্নি রান্না করে।

কেলুচরণের কথা শুনে ভোলা ঘাড় নেড়ে বলল, তুমি ঠিকি ধরেচ গো কেল্লাদ্দা। জানলে কেলাদ্দা, এটা নিশ্চয় ঐ কিপটা রতন সামন্তরি কাজ, নইলে এই বাড়িতে আমার মনিব ছাড়া সেই রকম আর কেইবা আছে বল'ত কেলাদ্দা, নাগো কেলাদ্দা, এই বাড়িতে আমার কিপটা মনিব ছাড়া আর সেই রকম কেউ নাই। তাহলে এটা নিশ্চয় ঐ—।

পরক্ষণে কেলুচরণ আবার ঘাড় নেড়ে বলল, তাহলে ভোলা, কেশটা দাঁড়াল কি, যখন কিপটা রতনারদার ঘরে চাষের কাজে বেশি বেশি মজুর হয়, আর মজুরেরা সব বেশি বেশি করে ভাত খাবে বলে, কিপটা রতনাদা তাহলে তখনি এই রকম করে থাকে, শালাব্যাটা কিপটা রতনাদার, সত্যি কাঁঠাল বেড়িয়াই একটা এই ধরনের লোক আছে বটেরে ভোলা?

ভোলা ভ্রু কুঁচকে বলল, আচ্ছা কেলাদ্দা, ঘরে বৌদিদিরা আবার জ্যাঠাই থাকতেও তবুও আমার কিপটা মনিব সবার চোখ এড়িয়ে কি করে তরকারিই সব এত এত নুন দিয়ে দেয় বল দিখিনে কেলাদ্দা।

কেলুচরণ বলল, দেখ ভোলা, রতনারদারত খুব শিয়ানা আর আমার মনে হয় বাড়ির

বৌ এরা সব যখন রান্না করতে করতে যে যার বাইরের কাজে যায় তখনি রতনারদা ঐ সব কাণ্ড করে থাকে। দেখ ভোলা তুইনে রান্নার সময় ওদের বৌগুলাকে একটু লক্ষ্য রাখতে বলিস দিখিনে।

কেলুচরণের কথা শুনে ভোলা তার ঘাড় নাড়তে নাড়তে বলল, দাঁড়াও গো কেলাদ্দা, তাহলে ব্যাপারটা আমি এতক্ষণে বেশ ভাল করে বুঝতে পেরেচি। তাহলে সুযোগ করে মেজ বৌদিদিকে কালকেই রান্না চাপাবার আগে একথাটা বলতে হয়'ত। এক মাত্র মেজ বৌদিদিই তরকারির নুন চরকে ধরতে পারবে। আর এ কাজ বড় বৌদিদিব দ্বারাই একদম সম্ভব নয়। ও মেজ বৌদিদিকেই একথাটা বলতে হবে, এই কাজটা এক:াত্র মেজ বৌদিদির দ্বারাই সম্ভব হবে।

ভোলা ও কেলুচরণ দুজনেই অনেকক্ষণ ধরে বসে রতন সামন্তর কিপটামির কথা সম্পর্কে গল্প করছিল, তো কেলুচরণ পরক্ষণে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, নারে ভোলা আমি আজচলি তোর সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমার অনেক দেরী হয়ে গেল, সব চারিদিকে একেবারে কুজ্ঝটিকা অন্ধকার হয়ে গেলরে ভোলা?

কেলুচরণের কথা শুনে ভোলা পরক্ষণে আবারও এক টান খড়ের আগুন মুখে টেনে নিয়ে বলল, সে কি গো কেলাদ্দা,তুমি আর ঐ কিপটা বুড়ার কাছে পয়সা চাইতে যাবেনে?

ভোলার কথা শুনে কেলুচরণ ঘাড় নেড়ে বলল, নারে ভোলা আজকে আর তোর মনিবের কাছে পয়সা চাইতে যাবনে, আর আজ পয়সা চাইতে যেয়ে কোন লাভও নেই। অনেক রাত ও হয়েগেছে, মনে হয় তোর মনিব আজ আর আমায় কোন টাকা কড়ি দিবেনে। জানলি ভোলা আমার মনে হয় তোর মনিব তার সিন্দুকে এতক্ষণা জল ছড়া দিয়ে ধূপ ধূনা দিয়ে গড় করে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে।

ভোলা আবারও মুখে খড়ের আগুন একটান টেনে নিয়ে ঘাড় নেড়ে বলল, হুঁ তুমি যেমন কথাটা ঠিকি কইয়েচ কেলাদ্দা।

আমি এখন চলিরে ভোলা, আমি তোকে যেটা বলুলম, তুই তোর বৌ দিদিদিকে ঐ কথাটা মনে করে বলবিরে ভোলা।

কেলুচরণের কথা শুনে ভোলা তার ঘাড় নেড়ে চোখ কপালে তুলে ভ্রু কুঁচকে বলল, সে কথাকি আর তোমাকে আমায় বলতে হয় গো কেলাদ্দা, থাম একবার সকালটা হতে দাও। তবে পরত মেজ বৌদিদিকে।

পরক্ষণে কেলুচরণ ভোলাকে তরকারিই নুন দেওয়ার ঘটনাটা বলে দিয়ে সে তার ঘরে চলে গেল।

এদিকে আবার ভোলা যখন হতে তরকারিই নুন দেওয়ার কথাটা কেলুচরণের মুখ হতে শুনেছে, তখন থেকে'ত রতনের তরকারিই নুন দেওয়ার কথাটা ভেলার মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগল, ভোলা রাতের বেলায় গোয়িলে মশারি টাঙিয়ে ঘুমাবার সময় শুয়ে শুয়ে মুখে আঙ্গুল দিয়ে ঐ কেলুচরণের কথাটা মনে করে বলতে লাগল, না আমাকে কাল সকালেই সুযোগ করে, তরকারিই নুন দেওয়ার ব্যাপারটা সর্ম্পকে মেজ বৌদিদিকে এই কথাটা মনে করে বলতেই হবে। আর তাছাড়া কালতো নিতাইদা মাঠে হাল নিয়ে যাবে, তাহলে কালও তো রতন খুড়া ঘরে থাকবে, আর তাহলে নিশ্চয় কিপটা রতন খুড়া কালকেও তরকারিই নুন দিবে। আবার কালকেতো বেশি করে জনা কুড়িক রতন কিপটার জমিতে চাষের কাজে মজুর লাগবে। তাহলে কালকে নিশ্চয় মেজ বৌদি তরকারিই নুন চোরকে ধরতে পারেব। না এখন আমি ঘুমি পড়ি, শুধু শুধু আর রাত জেগে কাজ নেই। এই কথা বলে ভোলা রাতের বেলা শুয়ে শুয়ে রতনের তরকারিই নুন দেওয়ার কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল।

এদিকে আবার সবদিনকার মতো পরের দিনও অর্থাৎ আজও মজুরদের জন্যে রতনের ঘরের বাড়ির মেয়েরা সব স্নান ভাত রান্নার জন্যে জোগাড় যান্তি করতে লাগল, এমন সময় ভোলা তার মুখে হাত দিয়ে চুপি চুপি করে তার মেজ বৌদিকে ডেকে বলল, মেজ বউদিদি ও মেজ বউদিদি, তুমি এদিকে একটি বার এসে আমার একটা কথা শুন। তোমার সঙ্গে আমার একটা গোপন কথা আছে গো মেজ বৌদিদি।

মেজ বৌ বাড়ির কাজ করতে করতে ভোলার গলা শুনতে পেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তো মেজ বৌ ভোলার গলা শুনতে পেয়ে শ্বশুর মশাইয়ের ভয়ে চুপি চুপি করে তার মাথার ঘোমটা সামনের দিকে আরও একটু খানি টেনে নিয়ে ভোলার কাছে এসে বলল, কীরে ভোলা, তুই আমাকে কিছু ব'লবি?

ভোলা হাত নাড়তে নাড়তে ঘাড় নেড়ে তার মেজ বৌ দিদিকে বলল, দেখো মেজ বৌদিদি, তোমাকে আমি না চুপি চুপি একটা গোপন কথা ব'লব তুমি না একথা কাউকে বলবেনে বল? এমন কি বড় বৌদিদিকেও না?

ভোলার কথা শুনে মেজ বৌ হাত নেড়ে বলল, গোপন কথা! ভোলা তুই কী বলতে চাইছিস আমায় ব'ল? আমি তোর একথা কাউকে বলবনে?

মেজ বৌ এর কথা শুনে ভোলা তার চোখ দুটো বড় করে ঘাড় নেড়ে হাত নাড়তে নাড়তে বলল, না বাবা না, দেখো বৌদিদি আমি তোমায় একথা বলবনে, তুমি যদি কারও কাছে আগের থেকে এই গোপন কথাটা বলে ফেল না। তখন তাহলে আমাকে

আর এই ঘরে থাকতে দিবেনে, শালা, তোমার ঐ কিপটা শ্বশুরটানা তখন আমায় ঘাড় ধরে মারতে মারতে এঘর থেকে দূর দূর বিদেই করবে।

ভোলার কথা শুনে মেজ বৌ বলল, আরে এই ভোলা তুই কি বলতে ছাইছিস, আমায় বল না? এই সময় কেউ এখানে নাই এমনকি দিদিও না তাড়াতাড়ি বলে ফেল, এই নে, এই আমি তোকে ছুঁয়ে কথা দিলুম, এ কথা তুই আমি ছাড়া আর কেউ জানাবেনেরে ভোলা?

পরক্ষণে ভোলা চারিদিকে তাকিয়ে তার মেজ বৌ দিদিকে হাত নাড়তে নাড়তে কপালে চোখ তুলে আস্তে করে গলার স্বর চেপে বলল, শুনগো তাহলে, মেজ বৌদিদি তোমাকে আমি চুপি চুপি একটা কথা বলি, দেখো মেজ বৌ দিদি, যখন না বড় বৌদিদি, রান্না করবে,আর যখন বড় বৌদিদি রান্না করতে করতে ফাঁকে বাইরের কাজে যাবে, তখননে তুমি এই রান্না ঘরের দিকে আজকে একটু ভাল করে নজর রেখো দিখিনে মেজ বৌদিদি। তাহলে তুমি দেখবে বৌদিদি আজকেনে ঠিক তরকারিই নুন চোর ধরা পড়ে যাবে। হ্যাঁ গো বৌদিদি, আমি বলছি, তুমি দেখো মেজ বৌদিদি আজকে ঠিক তরকারিই নুন চোর ধরা পড়বেই পড়বে। এই আমি তোমায় বললুম।

ভোলার কথা শুনে মেজ বৌ বলল, কেনোরে ভোলা, তুই কি এই সবের কোন টের পেয়েচু?

মেজ বউ-এর কথা শুনে ভোলা বলল, নাগো না মেজ বৌদিদি, আমার মনে এই কথাটা সন্দেহ হল আর মাথায় এই বুদ্ধিটা খেলেও গেল তাই আমি তোমার ঐ কিপটা শ্বশুর বুড়ার কথা বললুম, তাছাড়া আর কেইবা তোমাদের বাড়িতে এমন কিপটে মানুষ আছে বলত মেজ বৌদিদি যে, একাজ করবে?

ভোলার কথা শুনে মেজ বৌ আস্তে করে গলা চেপে বলল, ঠিক আছে ভোলা তুই এখন এখান থেকে যা, আমি ঠিক নজর রাখছি কে তরকারিই নুন দেয়। তুই এখন যা ভোলা, নইলে আবার তোকে আমার সাথে কথা বলতে দেখলে ঐ কিপটা শ্বশুর মশায় আমাদের দুজনকেই সন্দেহ করবে।

ভোলা বৌদির কথা শুনে বলল, তাহলে মেজ বৌদিদি ঐ কথা—

মেজ বৌ ভোলার কথা শুনে ঘাড় নেড়ে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি ঠিক নজর রাখছি।

ভোলা তার মেজ বৌদিদিকে তরকারিই নুন দেওয়ার ঘটনা সম্পর্কে যুক্তি দিয়ে এসে গোয়ালে মাচার উপর বসে তার পা ঝুলিয়ে ঠ্যাঙ হেলাতে হেলাতে মনের আনন্দে হাসতে হাসতে গুন গুন করে গান গাইতে লাগল, ভোলা ঠ্যাঙ হেলাতে হেলাতে গুন গুন করে গান গাইতে গাইতে বলল—

"বলি আমার মনিব হল একটা চিট
তাকে তার মেজ বৌ ঠিক করবে টাইট,
এবারে তরকারির নুনচোর ধরা পড়বে দ্যাখনা
তাকে হবে এবার দমকা ঠ্যাঙয়ানা
মেজ বৌদিদি নুনচোর ধরল বলে দ্যাখনা"

এই বলে ভোলা চিৎকার করে বলে উঠল, ও মেজ বৌ দিদিগো, তুমি দ্যাখো এবারে ঠিক তরকারিই নুন চোর ধরা পড়বে গো।

এদিকে বড় বৌ প্রতিদিনের মত আজও সব মজুরদের জন্যে স্নান ভাত রান্না করতে লাগল, আর মেজ বৌতো আজ আর বাড়ির কোন কাজ বাজ না করে ভোলার কথা মত রান্না ঘরের দিকে দূর হতে এক দৃষ্টিতে লুকিয়ে লুকিয়ে লক্ষ্য করতে লাগল। আর মেজ বৌ মনে মনে ভেবে ঘাড় নেড়ে দাঁত চিপে বলল, আজ আমি নুন চোরকে ধরবোই ধরবো।

এদিকে রতনের বাড়ির বড় বৌমা প্রতিদিনের মতো আজও উনুন হতে ভাত রান্না করে ভাতের হাড়ি নামিয়ে উনুনেতে আবার তরকারি রান্নার জন্যে কড়াই চাপাল। বড় বৌ কড়াইতে ডাল রান্না করে গামলার মধ্যে ডাল ঢেলে রেখে দিয়ে পরক্ষণে বড় বৌ আবার ঐ নুনের কড়াইতে তরকারি চাপাল, বড় বৌ উনুনেতে তরকারি চাপিয়ে রোজ কার মতো আজও বাড়ির বাইরে ফাঁকের কিছু কাজ সারতে গেল।

এদিকে আবার রতন সামন্ত'ত প্রতিদিনের মতো রান্না ঘরের দিকে মেয়েরা রান্না করার সময় যেমন এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, আর আজও তাই তাকিয়ে রইল, যে রান্নি রান্না ঘর হতে রান্না চাপিয়ে কখন বাইরে যাবে তার অপেক্ষায়। তো যখন রান্নি রান্না চাপিয়ে সে তার প্রয়োজনীয় বাইরের কাজ সারতে গেল, আর ওমনি রান্নি রান্না চাপিয়ে বাইরে চলে যেতেই এমন সময় এই সুযোগে কিপটা রতন বাড়ির চার পাশে উঁকি মেরে দেখল যে রান্না ঘরে অন্য কেউ দ্বিতীয় ব্যাক্তি রান্নি আছে নাকি।

রতন এই সময় ঘরের বাইরে ও ভিতরে অর্থাৎ চারদিকে উঁকি মেরে দেখল যে, রান্না ঘরে আর অন্য কোন দ্বিতীয় ব্যাক্তি নাই।

আর তখন'ত রতন এই সুযোগে চুপি চুপি এদিক ওদিক দেখে গুটি গুটি পায়ে রান্না ঘরের মধ্যে ঢুকল। রতন রান্না ঘরে ঢুকে করলকি নুনের পাত্র থেকে এক খাবলা নুন নিয়ে দিল ঐ উনুনের কড়াইতে বসানো তরকারির মধ্যে। পরক্ষণে রতন তরকারিতে এক খাবলা নুন দিয়ে বলল, শালা রাক্ষসেরা তোরা আমার ঘরে গো-গ্রাসে খেয়ে মরবি না, খাওয়াব সব শালা তোদের দিকে, আমার ঘরে কত গাদাগাদা খেয়ে মর্।

আবার এদিকে মেজ বৌ'ত ভোলার কথা মতো রান্না ঘরের দিকে রান্নার সময় এক দৃষ্টিতে নজর রেখেই চলল, আর মেজ বৌ'ত ওমনি ভোলার কথানুযায়ী সত্যি সত্যিই নিজের স্বচোক্ষ্যে কিপটা শ্বশুরের কীর্তি কলাপ দেখল।

সে যাই হোক, মেজ বৌ এইবার ভোলার শলা পরামর্শে তরকারিই নুন দেওয়া চোরকে হাতে নাতে ধরে, ফেলল। আর তাই দেখেত মেজ বৌ গালে হাতে দিয়ে তার চোখে দুটো বড় বড় করে গোল্লা পাকিয়ে বলল, মাগো মা! একি কাণ্ড ! এযে দেখছি ভোলার কথাটাই সত্যি! না আমি এই বার কাছে যাই, গিয়ে ঐ কিপ্টা বজ্জাত শ্বশুরকে বলি, সে কেনো রোজ রোজ এই ভাবে তরকারিই নুন মেশায়।

পরক্ষণে রতন আবার একখাবলা নুন নিয়ে যখন ডালে দিবে বলে ঠিক করল ঠিক তখন, মেজ বৌ করলকি শ্বশুরের এই রকম অদ্ভুত কাণ্ড কারখানা দেখে রান্না ঘরে শ্বশুরের কাছে ছুটে এসে শ্বশুর মশাইকে বলে উঠল, বাবা আপনি একি করলেন? আপনি তরকারিতে এক খাবলা নুন দিয়ে দিলেন, লোকে খাবে কী করে? আবারআপনি এক খাবলা হাতে নুন নিয়েছেন? ওটাও বুঝি আপনি আবার ডালে দিবেন?

রতন'ত মেজ বৌকে দেখে আবার তার মেজ বৌমার কথা শুনে থতমত খেয়ে চমকে গেল। আর রতন থতমত খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওমনি তার হাতের বাকি নুন গুলো হাত কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে পড়ে গেল। আর সেই সঙ্গে রতন তার দাঁত চিপে মনে মনে নিজের বৌমাকেই গালি দিয়ে বলল, এই যা, সব খানকির ঝিয়েরা দেখে ফেলেছ।

পরক্ষণে রতন তার মেজ বৌমাকে একটা আব খিটে বলে উঠল, সব মজুররা কি করে খাবে তোকে অত কথা ভাবতে হবেনে। এই কথা বলে দিয়ে রতন তার মেজ বৌমার সামনেই মনে মনে বিড় বিড় করে গালি দিয়ে আবার বলল, শালা খানকির ঝিয়েরা সব দেখে ফেলল গো।

এদিকে মেজ বৌ তো তার শ্বশুর মশাইকে একেবারেই তেমন একটা সহ্য করতে পারেনা। তাই মেজ বৌ শ্বশুর মশাইয়ের কথা শুনে একেবারে রেগে জ্বলে যেতে লাগল।

রতন তার মেজ বৌমাকে বলে উঠল, এই মেজ বৌ শুন তুই এ কথা কাউকে বলবিনে বলেদিলুম। শুনবি তুই কেনে আমি তরকারিই এত এত নুন দিই। শুন তাহলে, বলি তরকারিই নুন না দিলে, মজুররা যে সব গণ্ডে পিণ্ডে খেয়ে একেবারে আমাকে শেষ করে দিয়ে ফোত করে দিয়ে যেবে, আর সেই জন্যেই'ত আমি তরকারিই নুন দিলুম বটে।

শ্বশুর মশাইয়ের কথা শুনে মেজ বৌ রেগে গিয়ে বলল, দেখুন বাবা, তাই বলে আপনি তরকারিই নুন দিয়ে দিবেন, আপনি একাজ করবেন আর নাম হবে সব বাড়ীর বৌদের না বাবা?

মেজ বৌমার কথা শুনে রতন মুখের ভঙ্গি করে নাকি সুরে বলল, আঃ একটু আধটু লোকে বলে'ত বলুক না। তায়ে না হয় কি হবে। তাতে আমাদেরী অনেকগুলা খরচ'ত বেঁচে যাবে। যা যা তুই তোর কাজ কর গে যা দিখিনে বাবু, যা?

রতন এই কথা বলে দিয়ে মেজ বৌমার কাছ হতে ঘরের বাইরে বিড় বিড় করতে করতে বেড়িয়ে চলে এল।

আর এদিকে মেজ বৌ তো শ্বশুর মশাইয়ের কথা শুনে একেবারে রেগে জ্বলে যেতে লাগল, মেজ বৌ রেগে গিয়ে দাঁত চিপে বলল, আবার আমায় কিপটা শ্বশুর বলে কিনা, কাউকে একথা বলবিনে। হুঁ, ওমনি বললেই হল, কাউকে একথা বলবিনে, উঁ, আমি এক্ষুণি শাশুড়ী মাকে শুনাচ্ছি।

১১

এদিকে মজুররা প্রতিদিনের মতো আজকেও রতনের ঘরে স্নান ভাত খেতে হাজির হল।

পরক্ষণে রতন খুড়ার গিন্নী সবার খাওয়ার জায়গা বন্দোবস্ত করে সব মজুরদের ডেকে খেতে বসাল।

আবার এদিকে রতন খুড়া'ত সদরের দোয়ারে খাটের উপর পা ঝুলিয়ে বসে ঠ্যাঙ নাচাতে লাগল। আর সেই সঙ্গে ঠ্যাঙ নাচাতে নাচাতে রতন সামন্ত সব মজুরদের খাওয়া দেখতে লাগল। রতন সবার খাওয়া দেখতে দেখতে ঘাড় নেড়ে বলল, শালা ব্যাটারা, কালকে খুব দমকা খেয়েচু না বঠে, আজকে খানা খা, কত খাবি খা।

এদিকে সব মজুররা খেতে বসে এক দু খামল মুখে ভাত তুলে নিয়েই সবার মধ্যে প্রত্যেকে কানাকানি ভাবে বলাবলি করতে লাগল, নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে বলল, আরে এযে দেখচি আজকেও সব তরকারিই নুনে পুড়ি। আজকেও নুন?

পরক্ষণ বাদে হাবলা হাঁক মেরে বলে উঠল, কিগো বৌদিদিয়ে আজকেও নিশ্চয় তোর বৌয়েরা রেঁধেছে? দেখো বৌদিদিয়ে আজকেও তোর বউয়েরা সব তরকারিই নুনে পুড়ি করে দিয়েছে গো?

রতনের স্ত্রী আজকেও তরকারিই নুন হয়েছে একথা শুনে মজুরদের কাছে এসে বলল, আজকেও নুন! কিন্তু তাই বলে কি রোজ রোজ তরকারিই এত এত এমনি এমনি নুন হয়ে যায় নাকি? কে জানে বাপু? আচ্ছা তোরাই ব'লত, কোন রান্নি কি কোনদিন এইরকম করে এত এত নুন দিয়ে রান্না করে? তাও আবার মানুষের এক আধদিনি হয় এযে আবার দেখছি রোজ রোজ।

রতনের স্ত্রী কথা শুনে সুবল বলল, হ্যাঁগো বৌদিদিয়ে তুমি তো ঠিকি বলেছে? হ্যাঁতো তাওতো বটে।

পরক্ষণে হাঁদা তোতলে তোতলে বলে উঠল, হ্যাঁ— হ্যাঁগো খু—ড়ি, একে ডাঁ-ডাঁ-ডাঁটার ত—রকারি, তা—তা—তার উপর আ—বার নু—নু নুনে পুড়ি, এ-য়ে মান—নুষ কি—কু—কু—কুনু দিন এ—ই ত—ত—তরাকারি দি—দিয়ে, কি—কি--কিছু খা—বার খে—খে—খেতে পারে?

হাঁদুর কথা শুনে রতনের বৌ বলল, সেই'তরে, রোজ রোজ এমনটা কী করে যে হচ্ছে? সে'ত আমিও বুঝতে পারছিনে?

এমন সময় রতন খুড়া গায়ে গামছা বিছতে বিছতে মজুরদের কাছে এসে বলল, কিরে, তোরা সব তোদের বৌদিদিকে কি বলু বঠুরে?

রতনের কথা শুনে হাবল বলে উঠল, দেখো না গো রতনার দা, তোমার ঘরে'ত একে ডাঁটার তরকারি তার উপর আবার তোর বৌয়েরা তরকারিই করেছে নুনে পুড়ি।

হাঁদু তোতলে তোতলে বলে উঠল, দে—দে—দেখো র—তন খু—খু—খুড়া, কা--ল থে—কে তো—তো—তোমাদের এ—খিনে আর— আ—মরা ভা—ভা—ভাত খা---খা—খাবনে গো? তা—তা—তার ব—দলে, আ—আ—আমাদের কে চা—চা—চাল দি--দি—দিয়ে দি—বি।

হাঁদুর কথা শুনে রতন ব'লল কী বললি, তুই, চাল?

এ কথা বলে রতন বাড়ির বউয়েদের গালি দিয়ে ব'লল, এই শালি মাগীর ঝিয়েরা, তোরা সব দিন দিন রাঁধতে শিখু বঠু বল? বলি তোদের জন্যে মানুষগুলা এক কাজ করে খাটাখাটুনি করে এসেও কিনা দুটি হায় করে পেট ভরে ভাত পর্য্যন্ত খেতে পারে নিগো, হারামাজাদির ঝিয়েরা সব দিন দিন রান্না শিখে বঠু, রান্না, না বঠে?

রতন মজুরদের সামনে নিজের দুর্নাম ঢাকবার জন্যে বাড়ির বৌদের লোক দেখানো মিছি মিছি বাজে ভাষায় গালি গালাজ দিতে লাগল, আর রতনের মুখেত সব মজুরেরা এইরকম বাজে ভাষায় গালি গালাজ শুনে হাসতে লাগল।

এদিকে বজজাত শ্বশুর মশাইয়ের মুখে এই ধরনের কথা বার্তা শুনে মেজ বৌ এর তো রাগে হাড় মাস জ্বলে ছাই হয়ে যেতে লাগল, আর সেই সঙ্গে মেজ বৌ শ্বশুর মশাইয়ের কথা শুনে রাগে দাঁতের উপর দাঁত দিয়ে কিসকিসাতে লাগল।

পরক্ষণে মেজ বৌ রেগে গিয়ে শাশুড়ী মাকে দাঁত চিপে ডেকে বলল, মা, ওমা, আপনি এদিকে একবার আসুন'ত?

শাশুড়ী মা মেজ বৌমার কথা শুনে কাছে এসে বলল, কি হল মেজ বৌমা? তুমি আমায় ঐ ভাবে ডাকছ কেনো?

মেজ বৌ রেগে বলে উঠল, দেখুন মা, আমি আজ নিজের চোখে দেখেছি, বাবাকে তরকারিতে নুন মেশাতে। আমার তো মনে হয় বাবাই রোজ রোজ সব মজুরদের খাওয়া কমানোর জন্যে সমস্ত তরকারিই নুন মিশিয়ে দেয়।

মেজ বৌমার কথা শুনে শাশুড়ী মা বলল, ওমা! সে কী! কিন্তু কেনো?

শাশুড়ী মার কথা শুনে মেজ বৌ বলল, কেনো আবার, আমি বললাম না মা, মজুররা সব বেশি বেশি ভাত খায় বলে।

শাশুড়ী মা বৌমার কথা শুনে বলল, ওমা, তাই বলে লোকে ভাত খাবেনে? কিপটা বুড়া একি কাণ্ড গো! তুমি সত্যি বলছ'ত বৌমা?

মেজ বৌ ঘাড় নেড়ে বলল, হ্যাঁগো মা হ্যাঁ, আমি আজ বাবাকে তরকারিই নুন মেশাতে নিজের চোখের দেখেছি, একেবারে আমি হাতে নাতে ধরেছি।

মেজ বৌমার কথা শুনে শাশুড়ী মা বলে উঠল, দাঁড়াও বৌমা, মজুরগুলা সব খেয়ে দেয়ে চলে যাক, তারপর আমি তোমার শ্বশুরকে দেখাচ্ছি মজা, ওমা, এত বদমাইস লোক কিগো?

মেজ বৌ নাক তুলে বলে উঠল, হুঁ, নিজের নুন দিবে, আর পরের মেয়েদের যতসব লোকের কাছে যাচ্ছে তাই করে বাজে বাজে ভাষায় গালি গালাজ করবে। মা, আপনি যাই বলুন, এমন শ্বশুর কিন্তু জগতে একটার বেশি আর দুটো মিলবে না, হুঁ।

শাশুড়ী মা মেজ বৌমাকে আবার বলে উঠল, দাঁড়াও বৌমা, লোকগুলাকে একবার যেতে দাও না, তারপর তোমার কিপটা শ্বশুরকে দেখাচ্ছি মজাটা, বজ্জাত লোক কোথাকারের, এমন কি বদমায়িস লোকরে বাবা।

ওদিকে পরক্ষণে মজুররা সব কোন রকমে নেকের চেকের করে পেটের জ্বালায় দুমুঠো আধপেটা করে খেয়ে দেয়ে পাতে ভাত ফেলে রেখে দিয়ে যে যার থালা বাসন হাতে নিয়ে পুকুর ঘাটে ধুতে চলল।

এদিকে রতন সদর দুয়ার হতে খাটের উপর ঠ্যাং ঝুলিয়ে বসে থাকবার সময় দেখল যে, মজুরেরা সব গাদা গাদা ভাত না খেয়ে থালায় নিয়ে পুকুর ঘাটে ফেলতে চলল। আর তাই দেখেতো রতন কান্নার মতো মুখের ভঙ্গি করে বলল, রাম-রাম-রাম, আমার ঘরে একি লক্ষ্মী ছাড়া গুলা জুটেছেরে বাবা, তোদের কাছে আমি এক্ষুণি যাচ্ছি থাম।

পরক্ষণে রতন তার নিজের স্ত্রীর কাছে এসে বলল, হ্যাঁ গো বিমলার মা, শ্যামলার মা, বলি তুই তোর বৌদের সব বলে দিবি, কাল থেকে যেননা সব মজুরদের পাতে এত এত ভাত দেয়। বলি তুই কি দেখতে পাউনে, মজুররা সব কাঁসিই করে রাশি রাশি ভাত লিয়ে ঢালতে চলল, আমার ঐ পুকুরে।

এমন সময় ভোলা, তার মনিবের কথা শুনে, মনিবের কথায় ফড়ন কেটে বলল, জ্যাঠা, ও জ্যাঠা, সব মজুরেরা এত এত রাশি রাশি তোমার ঐ পুকুরে ভাত ঢালচে তো তাতে কি হয়েছে গো, জ্যাঠা, সেতো তোমার ভাত আর নষ্ট হচ্ছেনে গো জ্যাঠা, সে তোমার ঐ ভাত তোমারি পুকুরের মাছগুলা দিন দিন খেয়ে বড় হচ্ছে গো জ্যাঠা।

ভোলার কথা শুনে রতন রেগে গিয়ে গালি দিয়ে বলে উঠল, উঁ, এই শালা আবার কুথায় ছিলরে শালা, শালা, আমার সব কথাতেই তোর ফড়ন কাটা। দূরহ বলছি শালা, তুই দূরহ আমার চোখের সামনে থেকে। তোর জন্যেই, এই তোর জন্যেই সব আমার ঘরে এই রকম হচ্ছে। এই শুধু তোর জন্যেই আমার ঘরের মেজ বৌটা সুদ্দন আমার মুখের উপর কথা বলতে শিখেছে। তুই শালা সবেতেই আছু না? "ঝোলেও আছু, আবার ঝালেও আছু"।

রতন ভোলাকে একথা বলে দিয়ে তাকে আবার মারতে উপক্রম হয়ে গালি দিয়ে বলল, দূরহ শালা, দূরহ বলছি তুই আমার চোখের সামনে থেকে।

ভোলাতো মনিবের কথায় সমানে হি-হি-করে হেসে চল্ল। পরক্ষনে ভোলা মনিবের হাতে মার খাওয়ার ভয়ে হাসতে হাসতে রতনের কাছ হতে বাইরে বেড়িয়ে এল।

পরক্ষণে রতনের স্ত্রী তার স্বামীকে দাঁত খিঁচিয়ে বলে উঠল, দাঁড়াও তোমাকে কিপটা বুড়ার ঢ্যামনামি ছাড়াব। এবারে সব ছেলেরা বাড়ি আসুক, বাড়ি আসলেই ওদেরকে তোমার যতসব কু-কীর্তি কলাপের কথা বলব।

রতন তো নিজের স্ত্রীর কথা শুনে, নিজের বৌকেই গালি দিয়ে বলল, বলি শালি, তুই আমার কি কিপটা গিরি দেখলি শুনি। বলি তুই আমার কি কিপটা গিরি দেখলি।

পরক্ষণে রতনের স্ত্রী তার আঁচলে বাঁধা এক গোছা চাবির কাঠি পিঠের উপর তুলে নিয়ে মুখে পান চিবোতে চিবোতে বলল, এই বার আমি বুঝতে পেরেছি, কেনো সবদিন তরকারিই নুন হয়। ভাগ্যিস মেজ বৌমা আজ তোমায় হাতে নাতে ধরেছে।

রতন আবার তার বৌকে চুয়াড়ি ভাষায় গালি দিয়ে বলল, বলি এই মাগী, ধরেছে তো তায়ে কী হয়েছেটা শুনি। ধরেছে'ত কী হয়েছে, বলি তরকারিই নুন না দিলে, ঐ রাক্ষসা মজুরগুলো সব গন্ডে পিন্ডে গিলে মরবে যে, দ্যাখ শালি, আমিও তোদেরি ভালোর জন্যেই করি।

রতনের কথা শুনে তার বৌ দাঁত চিপে বলল, মরণ তোমার!

পরক্ষণে রতন সুর নরম করে তার বৌকে ঘাড় নাড়তে নাড়তে মুখের ভঙ্গী করে বলতে লাগল্ আর দ্যাখ লতার মা, তুইয়ি বল, আমি রোজ তরকারিই ঐ রকম

করে নুন দিলে পরে, তাহলে তোদের দিকেও আর অত বেশি বেশি রান্না করতে হবেনে, আবার সব মজুরদের পাতের থালায় তোদের দিকে চৌদ্দবার ধরে ভাত তরি তরকারি এত সব কিছুই দিতে হবেনে। কিগো লতার মা, আমিত এসবকরে তোদের কত কাজের সুবিধা করে দিই নি, তুই বল বঠে।

রতনের কথা শুনে তার বৌ পান চিবোতে চিবোতে বলল, উঁ, বাবু আমাদের ঘাটুনি কমিয়ে দিয়েছে। বেচারা মজুর গুলা, কত খাটা খাটুনির পর দু মুঠো খাবার হায় করে সুদ্দোন থেকে পারলনাগো।

স্ত্রীর কথা শুনে রতন গালি দিয়ে বলল, উঁ, শালির, মজুরদের উপর খুব দরদ একেবারে উথলে পড়ল দেখছি। শালি, আমি যখন না খেয়ে দেয়ে দিনরাত খেটে মরি, তখন-ত আমাকে খাবার কথা কখনও বলুনে শালি।

রতনের স্ত্রী তার স্বামীর কথা শুনে কপালে হাত চাপড়ে বলল, হা ভগবান তুমি কোথায় আছ। আমার কপালে এই ছিল। আমি-ই-কী কিপটার জ্বালায় পড়লুমরে বাবা। আমাকে'ত সারাজীবন কষ্ট দিলই, আবার এখন সব ভদ্রঘরের মেয়ে গুলোকে ও এবাড়িতে এনে জ্বালিয়ে মারছে গো। আমি একী চুয়াড়ের পাল্লাই পড়লুমরে, বাবা। বা ভগবান আমি কবে আমার হাতের লুহা খুলব?

রতন তার স্ত্রীর কথা শুনে আবার গালি দিয়ে বলল, আমাকে তুই কী বললি শালি, আবার আমি চুয়াড় না, আমি চুয়াড়, আমি চুয়াড় তো তাহলে তোর বাপ তোকে আমার হাতে তুলে দিয়ে আমার ঘাড়ে চাপি দিয়েছিল কেনেরে শালি।

রতনের স্ত্রী তার স্বামীর কথায় দাঁত চিপে বলে উঠল, চুয়াড় নয়ত কী? চুয়াড় নয়ত কী? বলি ঘরের বৌদেরকে কেউ যদি সবসময় এই রকম করে তুই তাইটা আবার মাগী বলে কথা বলে। তাহলে সে চুয়াড় নয়ত আবার কী হতে পারে শুনি? কই আমাদের ভোলাও তো বাগালছেনা হয়ে কোন দিন একটা দিনও এই রকম বাজে ভাষা মুখে আনেনি। আর উনি, ভদ্র ঘরের লোক হয়েও চুয়াড়ের মতো সব সময় ঘরের বৌদের বাজে বাজে ভাষায় বাখান দিয়ে যাচ্ছে। চুয়াড় কোথাকার, যাকে বলে আস্ত একটা চুয়াড়।

রতন তার স্ত্রীর কথা শুনে আবার গালি দিয়ে বলল, যা, যানা শালি, তোকে কে হাতের লুহা রাখতে বলেছে। তুই এক্ষুনি তোর ঐ হাতের লুহা খুলে ফেলে দিয়ে কুন চুলায় যাবি, যা, যানা, তোকে কে হাতের লুহা নিয়ে আমার এই দিল্লাত দোরে থাকতে বলে বঠে।

এদিকে ভোলা মনিবের সঙ্গে তার জ্যাঠাইয়ের এই ভাবে ঝগড়া হতে দেখে

সে সদর দুয়ারের ফাঁক থেকে দাঁড়িয়ে হি হি করে হাসতে লাগল। সে এই ভাবে হাসতে হাসতে ঘাটে যে সব মজুররা খেয়ে দেয়ে থালা বাসন ধুচ্ছিল পরক্ষণে ভোলা সেখানেও তাদের কাছে দৌড়ে গিয়ে হাজির হল।

ভোলাকে এই ভাবে হিহি করে হাসতে দেখে সুবল বলে উঠল, হারে এই ভোলা, তুই সবসময় এই রকম হি হি করে হাসু বঠু কেনে বলত।

ভোলা সুবলের কথা শুনে আবারও হি হি করে হেসে ঘাড় নেড়ে বলল, হাসি পাচ্ছে, তাই আমি হাসছি। তাই নাগো কেলাদ্দা, না যাই ওদিকে আবার আমার অনেক কাজ বাকি আছে।

ভোলার কথা শুনে হাঁদা তোতলি তোতলি বলে উঠল, আ........রে, এ-এ-এই ভোলা। তু.....তু...তুই আ....র এ......কটু আ-আ-আমাদের স-বার কা....ছে দাঁ-ড়া-না। তু..তু...তুই এ....কটু তো..র মনিবের ক....ক..কথা আ..আ..আমাদের কে শু....শু...শুনাবি।

হাঁদার কথা শুনে ভোলা বলে উঠল, নাগো হাঁদাদ্দা, আমাকে আবার ও দিকে লালা স্যামলার জন্য খড় কাটতে হবে গো। ওরা দুজনে সারাদিন মাঠে কত হাল টানে, মাচায় ছানি না দেখলে, ঐ কিপটা বুড়া নইলে আবার আমাকে লাঠি দিয়ে পিটাবে। না, এখন যাই গো হাঁদাদ্দা।

ভোলার কথা শুনে সুবল তাকে জিজ্ঞেস করে বলল, হারে ভোলা তোকে খুব রতনারদা পিঠে নারে?

সুবলের কথা শুনে ভোলা তার ঘাড় নেড়ে বল্লল, আমি হলামগে বাগাল পাগল মানুষ। দোষ করি, তাই আমি আমার মনিবের হাতে দুচার ঘা পিটুনি খাই। ওতে আমার একটুও লাগেনে গো সুবলার দা।

ভোলার কথা শুনে হাঁদা আবারও তোতলি তোতলি বলে উঠল, যা...যা..যাস..শ..লা। লা..লা শ্যা..মলা আ..আ..আবার কে..কে..কেরে ভো...লা।

হাঁদার কথা শুনে ভেলা আঙ্গুল বাড়িয়ে বলল, ঐ যেগো কিপটা বুড়ার দুটা গোরু আছে না। ঐ দুটো গরুর নাম লালা, শ্যামলা। চুয়াড় বুড়ার লাল গোরুটার নাম লালা আর শ্যামলা গোছের গোরুটার নাম শ্যামলা।

ভোলার মুখ হতে রতনের দুই গোরুর নাম শুনে পচা নামে আবার আর একজন মজুর বলে উঠল, ওয়েস মালা, কিপটা বুড়ার আবার অনেক কায়দা। গোরুর আবার নাম রেখেছে লালা—শ্যামলা।

হাঁদা তোতলি তোতলি বলল, যা..যা..যা ব....বলেছে।

ভোলা আবারও হি হি করে হেসে বলল, নাগো কেলাদ্দা, এবার যাই, তোমাদের

সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমার অনেক কাজ বয়ে গেল। এই কথা বলে ভোলা হি হি করে হাসতে হাসতে সব মজুরদের কাছ হতে পরক্ষণে চলে এল।

কেলুচরণ পরক্ষণে বলল, শালা ভোলাটা, মনিবের কীর্তি কারখানা দেখে সব সময় হি হি করে হেসে চলে বঠে।

পচা বলল, কী কীর্তিরে কেলাদ্দা, ভোলা কেনে সব সময় এই রকম হাসে বঠে, তুই এর কারণ জানু।

কেলুচরণ ঘাড় নেড়ে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ জানি। সব মাঠে চল, সব মাঠে যেয়েই আমি তোদেরকে রতনার দার কীর্তি শুনাব। ভোলাটার সঙ্গে কথা কইতে কইতে আমাদের সরকারি অনেক দেরী হয়ে গেলরে। দেরী হলে পর কিপটা বুড়াত আবার আমাদের সবার বেতন কেটে লিবেরে পচা।

হাঁদা তোতলে বলল, হ্যাঁ-হ্যাঁ-, যা....ব..লেছ কে....কে..কেলাদ্দা। তা...তা.. তাড়াতাড়ি চলগো।

পরক্ষণে সব মজুররা রতনের ঘরে খেয়ে দেয়ে থালা বাসন পুকুর ঘাট হতে ধুয়ে এনে দেওয়ালে সবাই ঠেস দিয়ে উপুড় করে রাখল।

দেওয়ালে বাসন ঠেস দিয়ে পরক্ষণে পচা বলে উঠল, এই বৌ দিদিয়ে দ্যাখ তুই রতনার দাকে বলে দিবি, কাল থেকে আমরা কেউ আর তোদের ঘরে ভাত খাবনে। এই বৌদিদিয়ে, যদি মাঠে মুড়ি পাঠাও-ত তবেই আমরা সবাই মাঠে জলখাবারটা খাব। আর তা নাহলে আমরা যে যার ঘরে খেয়ে লুবগো বৌদিদিয়ে, তোরা না হয় তার বদলে আমাদের সবাইকে চালি মেপে দিবি।

হাঁদা তোতলে তোতলে বলল, শা...শা..শালা, স..ব দিনও ত...ত..তরকারিই নুন আ...র নু...ন। লো...ক পে..টে না....খে...তে পেয়ে ম..ম..মরে যা..বে যে..রে বা..বা। আ..মরা লো..লোকের ঘরে খা...খা..খাটাতে পা...রি ব..বঠে। কি...ন্তু আ...মরা এ...ই র..কম খা..খা..খাবার কখনও খায়নে....রে বা..বা। হ্যাঁ.....গো, খু..খু...খুড়ি, তো..র বউ..দেরকে এ..এ একটু ভা...ল ক...ক...করে রা...ন্না ক....রতে ব..ল..বি। না...ঙ...লে তো.....রাও যে, নুন ক্ষেয়ে এ..এ..একে বারে নু..নু..নুনের ম....তো গ..লে জ..জ..জল হ..য়ে যা..যা..যাবি যে..গো খু..খু..খুড়িয়ে।

কেলুচরণ বলল, হ্যাঁগো বৌদিদি, আমাদের হাঁদু ঠিকি কইয়েছে।

এদিকে রতন সদরের খাটে বসে বসে মজুরদের সব কথা শুনতে লাগল। সবারির কথা শুনে পিঠে গামছা বিছতে বিছতে রতন হাসতে লাগল।

পরক্ষণে কেলুচরণ আবার বলল, হ্যাঁগো বৌদিদি একটু পান আর দক্তা আছে

নাকি দেদিখিনে, তোদের ঘরে নুন তরকারি খেয়ে মুখটা জীভটা একে বারে রক রকা হয়ে গেছে গো বৌদিদি।

এদিকে রতন কেলুচরণ এর মুখ থেকে যেই পান দক্তার কথা শুনল, সেই ওমনি রতন খাট থেকে ধড়পিড়িয়ে উঠে পা টানতে টানতে গায়ে গামছা বিছতে বিছতে মুখের ভঙ্গি করে কেলুচরণের কাছে এসে বলল, যা শালারা যা, আবার পান ? এমনিই বলে পান মাস্টার। মজুরদের আবার পান খাওয়া কিসের শুনি বঠে।

রতনের কথা শুনে শঙ্কর নামে অপর আর একজন মজুর একটু খানিক তোতলে বলে উঠল, দেখ রতনারদা তুই একথা বলিসনে। মজুররা বলেকি মানুষ না! মজুররা কি পান খাইনে নাকি শুনি? দ্যাখ রতনার দা এই যে আমাদের এখিনে তাই পান দোকানে এত কারা চা....পান খাই, বঠে বল দেখেনি আমাদের মত সব মজুররাই আর তুই বলু আর তাছাড়া তুই আমাদের বলুঠু কিনা, এখন পান মাস্টার একথা আমাকে তুই শিখা না রতনারদা! এখন কখনও পান মাস্টার! আচ্ছা রতনার দা, বর্ষা কালে কুহদিন পান মাস্টার হয়। তুই..য়ি বল...রতনার দা। আর তাছাড়া লোকে কথায় বলে 'আষাঢ়া পান খায় চাষারা'।

শঙ্করের কথা শুনে রতন রেগে গিয়ে চোখ দুটা বড় করে জোরে বলে উঠল, কী বললি তুই শঙ্করা আমাকে।

শঙ্কর রতনের ভয়ে তোক করে একটা আব-ঘিঁটে নিয়ে তার হাত নেড়ে মাথা নাড়তে নাড়তে গোলার স্বর চেপে বলল, না, আমি তোকে একথা বলিনে। তোরা কি আর সত্যি সত্যিই আষাঢ়ে পান খাও। তোরাতো..নানা শুধু তোরা নয় সব চাষিরাই আমাদের দিকে চাষের সময় মানে এই বর্ষাকালে পানের কমদাম বলে সব মজুরদের পান খেতে দেব, আর সেই জন্যেই আমি আরকি তোকে এই কথাটা বললুম।

রতন শঙ্করের কথা শুনে বলল, অঃ, তাই বল সবচাষিরাই তোদের দিকে পান দেয় বটে না। কিন্তু আমি তোদের দিকে পান ও দিবুনে আর দক্তাও দিবুনে।

পরক্ষণে হাঁদা রতনের কথা শুনে একটু খানিক এগিয়ে গিয়ে সব মজুরদের তোতলে জোরে ডেকে বলে উঠল, ও...ও রে। শা.....পা....শানারা, তো...রা স...স...সবাই পা...লি আ...আয়নারে শা...শা...শালার। ঐ সালা কিপটা বু...ড়া তো....দের দি...কে পা...ন দি..বে আর তো...তো...তোরা পা....পা... পান খা....বি।

হাঁদার কথা শুনে রতন গালি দিয়ে বলল, হেঁরে শালা তোদের জন্যে ঘরে পান তৈরী হয় বঠেরে শালা।

পরক্ষণে কেলুচরণ বলল, দ্যাখ রতনার দা প্রত্যেক ঘরেই কিন্তু সবাই সব

মজুরদের নেশা খরচ দেয়। তুই এমন হাড় কিপটা যে, বিড়ি চটাটাও পর্যন্ত সব মজুরদের দিও নে। তোর ঘরেও শুধুই নুন আর ভাত, নুন আর ভাত। তোর ঘরে নুন ভাত খেতে খেতে এই কদিনে আমাদের সবার পেটে হাজা পড়ে একেবারে নুনের জোরকানি পড়ে গেল গো রতনারদা।

কেলুচরণের কথা শুনে রতন বলল, ঠিক আছে ঠিক আছে, তোরা এত করে যখন বলু তখন তাহলে তোরা যা, আমাদের বাগাল ভোলার কাছে শুকা চটা আছে যা ঐখিনেই তোরা তাহলে যা, ওখিন থেকেই না হয় তোরা শুকা চটা লিয়ে লিবি যা। ঐ তো ঐ সব টানে আর ওর কাছেই এসব আছে।

১২

পরক্ষণে কেলুচরণ রতনের কথা শুনে সত্যি সত্যিই বাগাল ভোলার কাছে এসে চটা চাইতে এল। কেলুচরণ ভোলার কাছে চটা চাইতে এসে বলল, কিরে ভোলা তুই এখনও তোর মনিবের লালা শ্যামলার জন্যে ছানি কেটে যাও বঠু। দেখ দেখিনে ভোলা তোর কাছে শুকা চটা আছে নাকি। আমি একটু নেশা করে লিইগে। যাই ভোলা আমার আজকে অনেকক্ষন নেশা করা হয়নে বঠে।

কেলুচরণের কথা শুনে ভোলা হি হি করে হেসে বলল, তুমি যে কী বলগো কেলাদ্দা, আমার কাছে শুকা চটা।

কেলুচরণ বলল, হ্যাঁরে ভোলা, আর তাছাড়া তোর মনিবত আমাকে তাই বলল।

ভোলা হেসে বলল, আমার কাছে শুকা চটা তাও আবার এই বাগাল ভোলার কাছে। বলি তোমরা কেনো এই রকম হাড় গিলা কিপটা লোকের ঘরে কাজ করতে এস বল দিখিনে তোমরা কি আর কারও বাড়িতে কাজ খুঁজে পাওনে।

কেলুচরণ বলল, হ্যাঁরে ভোলা তুই যে আমাকে একথা বলুঠু, তাহলে তুইয়ি বা কেনে এই কিপটার ঘরে রও বঠু বল দিখিনে।

ভোলা কেলুচরণের কথা শুনে ছানি কাটতে কাটতে থেমে গিয়ে হাতে খড়ের আঁটি নিয়ে তার ঘাড় নেড়ে হাত নাড়তে নাড়তে বলল, আমি কী আর এই কিপটার ঘরে এখন্নি এমনি রইচি গো কেলাদ্দা। তুমি জাননে বুঝি আমাদের কি আর তোমাদের মতো সব এক আধটু জমি জমা আছে গো কেলাদ্দা। তোমাদের মতো আমাদের যদি এক আধটু পাঁচ সাত ছটাক জমিন থাকত না, তাহলে কি আর আমি এই খচ্চর ঢ্যামনার ঘরে থাকতুম গো কেলাদ্দা। শালা ঢ্যামনা বুড়ো, আমাকে দুবেলা পেট ভরে খেতে পর্যন্ত দেয়নি গো কেলাদ্দা। শালা বুড়া এত ঢ্যামনা আর শুধু কি আমাকে, এ ঘরের বৌদিদি গুলাকেও। আর কেলাদ্দা তুমিও আর সেই আমার মনিবের মতো

কথা বলা শুরু করে দিয়েছ, তোমাকে আমি কতবার এই ভাবে কথা বলতে মানা করেছিনা।

কেলু হেসে বলল, বললুম যে, তোর মনিবের সঙ্গে থেকে থেকে এটা আমারও অভ্যেস হয়ে গেছে, ঠিক আছে লে, আমি আর তোর কাছে বলবুনে।

ভোলা কেলুর কথা শুনে হাসতে লাগল।

পরক্ষণে কেলুচরণ বলল, কিন্তু ভোলা রতনারদা তোকে যদি আধপেটা করে খাইয়েই রাখে, তাহলে তুই এই কিপটার ঘরে রইচু কেনে।

ভোলা ঘাড় নেড়ে বলল, জানগো কেলাদ্দা আমি কি আর এই কিপটার ঘরে এমনি এমনি রইচি। ভাদ্য আশ্বিনে বাবার যখন খাটুনি থাকেনে বাবা-ত তখন সব ধান চাল এই কিপটা বুড়ার কাছে খেয়ে বসে থাকে। আর আমাকেই তো ঐ সব ধার শুধরাতে হয়গো কেলাদ্দা। আর আমি না ধার শোধকরলে আমাকে ছোট মা ধরে মারে যে গো কেলাদ্দা। আবার আমিনা এই রতন খুড়ার ঘরে কাজ না করলে তাহলে আবার আমার ছোট ছোট ভাই বোনেরা না খেতে পেয়ে ভাদ্য আশ্বিন মাসে শুকিয়ে মরে যাবে যে গো কেলাদ্দা। সেই জন্যেইত আমি শতকষ্টের মধ্যে ও এই কিপটার ঘরে পড়ে রইচি গো কেলাদ্দা।

কেলুচরণ বলল, দেখ ভোলা আমি তোকে বলি শুন। তুই নে ইচ্ছা করে শালা কিপটা রতনারদার সবকিছু নষ্ট করে দিতে পারুনে। এই বার থেকে তুই জানলি ভোলা, শালা রতনারদার সবকিছু ইচ্ছা করেই নষ্ট করে ঢেলে ছুঁড়ে ফেলে দিবি। দেখবি তুই, তাহলেই তোকে আর এই চিটালের ঘরে থাকতে হবেনে।

কেলুচরণের কথা শুনে ভোলা দাঁত চিপে ঘাড় নেড়ে হেসে বলল, সেকী আর তোমাকে আমায় বুদ্ধি দিতে হয়গো কেলাদ্দা। আমি ও কি সেদিক দিয়ে কম ঢ্যামনা। আমি হলুম গে রতন সামন্তর ঢ্যামনা চেলা ভোলা। আমার মনিব যেমন ঢ্যামনা, তার চেলা হলগে দেড়া ঢ্যামনা। আমিও হলুম গে সেই ঢ্যামনা মনিবের চেলা। আমিও ইচ্ছে করেই অর্ধেক দিন আমার মনিবকে পেটে না খাইয়ে মারি।

কেলুচরণ হেসে বলল, ওরেস শালা ভোলা, তুই আবার তোর মনিবকে কি করে পেটে মারুরে।

ভোলা ঘাড় নাড়তে নাড়তে বলল, দেখোনাগো কেলাদ্দা, দেখোনাগো কেলাদ্দা, ঐ চিটাল বুড়ার বড় ব্যাটার বৌটান, আমাকে'ত সবসময় থালা ভর্তি করে বেশি বেশি ভাত খেতে দেয়। খুব বড় ভালোগো বড় বৌদিদি, আর হবে নাইবা কেনে বল। বড় বৌদিদিকি আর যে সে ঘরের মেয়ে। ভদ্র ঘরের মেয়ে আবার কত বড়

বাড়ীর মেয়ে, জানগো কেলাদ্দা। বৌদির ভাগ্যটাই খারাপ নইলে এই চুয়াড় কিপটার ঘরে জানতে শুনতে কে আসত বলত কেলাদ্দা?

কেলুচরণ বলল, সেকি আর তোর বৌদিদি জেনে শুনে এই কিপটার ঘরে এসেছেরে ভোলা, তোর বৌদিদির বাপ রতন সামন্তর ভাল ঘর দেখেছে, আবার ভাল বর দেখেছে, তার উপর আবার তোর মনিবের অনেক জমি জমাও রয়েছে। আর অগাধ সম্পত্তি দেখে তবে'ত এই ঘরে তোর বড় বৌদিদির বাপ তার মেয়েকে দিয়েছেরে ভোলা।

ভোলা কেলুচরণের কথা শুনে ঘাড় নাড়তে নাড়তে বলল, জান কেলাদ্দা বড় বৌদিদি আমাকে বেশি বেশি করে খেতে দেয় বলে, শালা কিপটা বুড়াটা আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে তবেই কাছে খেতে বসেগো। কারণ জান কেলাদ্দা পাছে আমি রতন কিপটার ঘরে বেশি বেশি খাবার খেয়ে ফেলি। আবার বড় বৌদিদি তো আমাকে বেশি করে ভাত খেতে দিলে তখন ঐ চিটাল বুড়া'ত বড় বৌদিদিকে থালা থেকে ভাত তুলে রাখান করায়, আর বলে ঐ টুকু ছেনা কখনও অত ভাত খেতে পারে? তুলে রাখ, তুলে রাখ বলছি। বাকিটা ভাত সেবেলা খাবে। শুধুকি তাই আবার আমাকে বৌদিদি বেশি করে ভাত দেয় বলে, বৌদিদিকে ঐ চুয়াড় বুড়া শালা বাখান দিয়ে মরে। বড় বৌদিদি আমায় বেশি করে ভাত দেয় বলে আর সেইজন্যেই'ত রতন চিটাল তার সামনে আমাকে বস করিয়ে ভাত খাওয়াই গো কেলাদ্দা। যাতে বড় বৌদিদি আমাকে থালা ভর্তি ভাত দিতে না পারে। সারাদিন চারদিকে ছুটছি খাটা খাটুনি করছি তাহলে আমাকে ক্ষিদে পাবেনে, তুমিই বলত কেলাদ্দা। আর ঐ কিপটা এক থালা ভাত দেখে আমাকে বলে কিনা; এই টুকু ছেনা এক থালা ভাত খেতে পারবিনে। আচ্ছা কেলাদ্দা তুমিই ব'লত, আমি এই টুকুনি ছেলে বলে কি একথালা ভাত খেতে সুদ্দান পারবনে?

ভোলার মুখ হতে একটানা লম্বা চওড়া কথা শুনে কেলুচরণ বলল, হ্যাঁ, সেজে ঠিকি বঠে।

ভোলা আবারও একি ভঙ্গিতে বলে উঠল, দেখোনাগো কেলাদ্দা শালা বুড়া এত হাড় কিপটা তবুও দেখো, মা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার এই কিপটার ঘরেই দিন দিন ঘর ভর্তি ভরে রয়ছে গো। মা লক্ষ্মী যে কেনে এই কিপটার ঘর ছেড়ে পালাইনে, বল দিখিনে কেলাদ্দা। জান কেলাদ্দা, শালা আমিও আছি সেই রকম ঢ্যামনা বাগাল। যেমন আমার মনিব ঢ্যামনা সেই রকম আমি তার দেড়া ঢ্যামনা চেলা। শুননাগো কেলাদ্দা। যখন রতন কিপটা আমাকে সঙ্গে বস করে নিয়ে খাই, তখনও আমি ঐ শালা চুয়াড় বুড়ার

কাছ থেকে একটু দূরে সরে বসে খাই, আর তখন আমি ওমনি ইচ্ছে করেই কিপটা বুড়ার খাওয়া তুলবার জন্যে আমার ঐ ঘটির জল বুড়ার ঐ খাবার পাতের থালার দিকে ঢেলে দিই। শুধুকি তাই গো কেলাদ্দা, আবার আমি ইচ্ছে করেই কোন কোন দিন আমার একমুখ গাল ভর্তি ভাত নিয়ে মনিবের ঐ ভাতের থালার উপর হেঁচে কেশে দিই। আর তখনি আমার মুখের ভাত গিয়ে পড়ে ঐ চুয়াড় মনিবের খাবার পাতের থালার উপর। আর তখন'ত চুয়াড় মনিবের ঐ দুচার খামল ভাত ছাড়া আর খাওয়া হলনা। মনিবের পেটে তখনও আর মা লক্ষ্মীর কোন একটা দানাও গেলনা গো কেলাদ্দা। সারাদিন রাতে রতন কিপটার কপালে সেদিন আর মা লক্ষ্মীর অন্ন জুটল না গো কেলাদ্দা। শালা এই শুধু আমার ঢ্যামনামির জন্যেই জানগো কেলাদ্দা। ভোলা একটানা লম্বা চওড়া কথা বলে হি হি করে হেসে ফেলল।

কেলুচরণও হেসে বলল, সত্যি ভোলা তোর যেমন মনিব ঢ্যামনা তার তুই তেমন হয়েছু ঢ্যামনা চেলা বাগাল ভোলা।

কেলুচরণের কথা শুনে ভোলা আবারও হি হি করে হেসে ফেলল।

পরক্ষণে কেলুচরণ আবার বলে উঠল, হারে ভোলা তুই যে এই রকম ঢ্যামনামি করু তোকে রতনারদা রেগে গিয়ে কিছু বলেনে।

কেলুচরণের কথা শুনে ভোলা তার চোখ দুটো বড় করে ঘাড় নাড়তে নাড়তে বলল, বলেনে আবার শালা কিপটা মনিব'ত আমাকে যাচ্ছে তাই করে মারে। আমাকে তো আবার বাজে বাজে ভাষায় বাখনা বাখনিত করতে থাকে। আবার কিপটা মনিবের তো খাওয়া না হলে পরে, পেটে ক্ষিদের জ্বালায় তখন যে আমাকে রাগে দুচার চাপ্পর দুমদাম দিয়েও দেয়। আবার কখনও কখনও আমার মনিব আমার পিঠে দুমা দুম করে দুচরটা কিল দিয়ে পিঠে লাঠির ঘাও আমারে দেয়। জানগো কেলাদ্দা ও আমার মনিবের হাতে মার খেতে খেতে সব সয়ে গেছে। আমি না হয় মারি দুচার চাপ্পর খেলুমগো কেলাদ্দা। কিন্তু আমি আমার কিপটা মনিবের খাওয়াতো পন্ড করলুম। তুমি বল কেলাদ্দা, আমি ঠিক কাজ করিনি? পরক্ষণে এ কথা বলে দিয়ে আবার হিহি করে হেসে উঠল।

পরক্ষণে কেলুচরণ আবার বলল, আচ্ছা ভোলা তুই সবদিনি এই রকম করু।

কেলুচরণের কথা শুনে ভোলা বলল, নাগো না কেলাদ্দা, আমি সবদিন এই রকম করিনে। আমি সবদিন এই রকম করলে পারা তাহলে আমার মনিব যে আমাকে আর খেতেও দিবেনে গো কেলাদ্দা। আর শুধুকি তাই আমাকে এবাড়িতে থাকতেও দিবেনে, ঘাড় ধরে ঠেলতে ঠেলতে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেবে। তাই আমি সবদিন

এই রকম ঢ্যামনামি না করে মাঝে সাজে দু একদিন ছাড়া ঢ্যামনামি করে থাকি গো কেলাদ্দা।

কেলুচরণ বলল, তুই ঠিকি করু জানলি ভোলা। শালা রতনারদা কত্ব ঢ্যামনা বুড়া।

ভোলা কেলুচরণকে আবার বলে উঠল, আবার আমি কী এমনি এই রকম করিগো কেলাদ্দা। আমাকে যাতে না ঐ হাড় চিটাল মনিবের কাছে বসে না খেতে হয় সেই জন্যেই'ত আমি এই রকম করিগো কেলাদ্দা। আর তাহলে বড় বৌদিদি আমাকে আলাদা করে বেশি বেশি পেট ভর্তি করে খেতে দিবে গো কেলাদ্দা। কিন্তু জান কেলাদ্দা, ঐ শালা ঢ্যামনা বুড়া তার সামনে বসিয়ে নাহলে কিছুতেই আর আলাদা করে খেতে দেয়নি আমায়। আবার যদি মাঝে সাজে আলাদা করে আমায় খেতে দেয় তখন শালা ব্যাটা কিপটা রতন কোথায় যে থাকে ঠিক আমার খাবার সময় হলেই পাতের থালায় উঁকি মেরে দেখতে এসে। বড় বৌদিদি আমাকে থালায় কতখানি ভাত দিয়েছে, শালা কিপটা বুড়া তাও দেখতে এসেগো কেলাদ্দা।

কেলুচরণকে এই কথা বলে দিয়ে ভোলা আবারও হিহি করে হেসে উঠল।

পরক্ষণে কেলুচরণ ভোলাকে বলল, হারে ভোলা তোর মনিবকি কুনুদিনও কুটুম্ব ঘরে যায়নে নাকি বলদিখিনে।

কেলুচরণের কথা শুনে ভোলা তার হাত নেড়ে ঘাড় নেড়ে অঙ্গ ভঙ্গি করে বলতে লাগল, আরে কেলাদ্দা, তুমিও সবি জান। তবুও তুমি আমায় একথা জিজ্ঞেস করছ। আমি'ত এই কিপটার ঘরে নাই নাই করে তিন তিনটে বছর কাটিয়ে দিলুমগো কেলাদ্দা। আমি'ত এই তিন চার বছরে সবি দেখছি। শালা রতন ব্যাটা কত কিপটা আবার শুধুকি কিপটা যাকে বলে এক নম্বর ঢ্যামনা, জানগো কেলাদ্দা, আমার মনিবের শ্বশুর ঘর কত বড় লোক! ইয়্যা বড় বাড়ি! তিন চার তলা পাকা বাড়ি। শালা ব্যাটা রতন জ্যাঠার শাশুড়ী কিপটা জামাইকে জামাই ফোঁটা দিবে বলে ডেকে ডেকে আলা, আর শালা আমার মনিবটা এমনি কিপটা যে শাশুড়ীকে নোতন কাপড় দিতে হবে বলে ওমন সুন্দর শ্বশুর ঘর পর্য্যন্ত যায়গো কেলাদ্দা।

কেলুচরণ'ত ভোলার সমস্ত কথা ঘাড় নাড়তে নাড়তে হাঁ হয়ে শুনতে লাগল।

পরক্ষণে ভোলা আবার হিহি করে হেসে বলল, এই দেখোনাগো কেলাদ্দা, পরশুদিন আমি'ত ইচ্ছে করেই দেরী করে আমার কিপটা মনিবের জন্যে জলখাবার নিয়ে গেইলুম্ আর তখন'ত কিপটা বুড়াকে এত ক্ষিদে পেয়েছিল না যে, আমার মনিব ভীষণ পেটের ক্ষিদের জ্বালায় করেছে কি, দুচার খামল মুড়ি হাঁই পাঁই করে

মুখে তুলতে না তুলতেই ওমনি মুখে লঙ্কা কামড়াতে গিয়ে শালা মনিব দিয়েছে নিজেরী চোখে লঙ্কাকে গুঁজে। আর তখনও শালা আমার মনিব তো চোখে লঙ্কার জ্বালায় ছটফট করতে লাগল। আর তখন যা আমার আনন্দ হচ্ছিলগো।

কেলুচরণকে এই কথা বলে দিয়ে ভোলা আবার হিহি করে হেসে উঠল।

পরক্ষণে ভোলার সঙ্গে সঙ্গে কেলুচরণও হেসে বলে উঠল, সেকীরে ভোলা, তুই একী বলুঠুরে।

কেলুর কথা শুনে ভোলা ঘাড় নেড়ে বলল, হ্যাঁগো হ্যাঁ, আমি ঠিক বলছি। শালা কিপটা চুয়াড় বুড়া শাস্তি পেয়েছে কী বল কেলাদ্দা।

একথা বলে দিয়ে ভোলা আবার হিহি করে হাসতে লাগল।

পরক্ষণে কেলুচরণ বলল, সেকীরে ভোলা, রতনারদা এত ঢ্যামনা কিপটা

কেলুর কথা শুনে ভোলা বলল হ্যাঁ, এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নাই। এই যে তুমি আমার সঙ্গে এতক্ষণ ধরে গপ্প করছ না। তোমার কাজে যেতে দেরী হয়েছে জানলে পারাতো আমার মনিব আমার তোমার বেতন কেটে নিবে গো কেলাদ্দা। দেখো তুমি আমি, সত্যি বলছি, একবার যদি জেনেছে যে তুমি এখনও কাজে লাগনে আর তাহলেতো তোমার আজ নিশ্চয় বেতন কাটা যাবে গো কেলাদ্দা, সে আর বলে কথা নাই ভোলার কথা শুনে কেলুচরণ বলল, হ্যাঁ একী কথা বলুঠুরে ভোলা। ভোলা বলল, হ্যাঁ নয় এ্যাঁ।

পরক্ষণে কেলুচরণ দাঁড়িয়ে উঠে বলল, এই ভোলা দেদে আমাকে সিগগির শুকাটা চটাটা দিয়ে দে দিখিনে দে। আমি এক্ষুনি এখিন থেকে তাড়াতাড়ি চলে যাই বঠে।

কেলুচরণের কথা শুনে ভোলা বলল, এ্যাঁ, তুমি আমায় কী বললে! চটাশুকা ও আমার কাছে নাই। আগে কিপটা বুড়া মাঝে সাজে বাগালের মন পোষানোর জন্যে দিত। কিন্তু এখন'ত এই ভোলার যত কষ্টই হোক তবুও এই কিপটা রতন সামন্ত কে ছেড়ে এই বাগাল ভোলার কোথাও যাওয়ার উপায় নেই আর যেতেও পারবেনে তাই সে এখন আমাকে এই সব নেশা পানি একে বারে সব দেওয়া বন্ধ করে দিয়ে ছেগো কেলাদ্দা।

কেলুচরণ বলল, হারে ভোলা তুই আমাকে একথা সত্যি কও বঠু তোরে।

কেলুর কথায় ভোলা আর কোন উত্তর দিল না। খিল খিল করে শুধু হাসতেই লাগল।

১৩

এদিকে রতন সামন্ত সত্যি সত্যিই কেলুচরণের মাঠে কাজে যাওয়ার আগেই সব মজুরদের কাজ দেখতে জমিতে গিয়ে হাজির হল। যে কোন মজুর তাদের কাজ না করে, কেউ কাজে হাজির হল, তো রতন খুড়া জমিনে এসে দেখলযে কেলুচরণ এখনও কাজে আসেনি। তাই রতন কেলুচরণকে জমিনে কাজ করতে না দেখতে পেয়ে সুবলকে জিজ্ঞেস করে বলল, কীরে সুবলা, কেলুতো এখনও কাজে এলনে এতক্ষণ হয়ে গেল সে রইল কুথায়?

রতনের কথা শুনে হাঁদা তোতলে বলে উঠল, জা...নগো খু..খু..খুড়াদা, তো ..মা..দের ঘ..ঘরে নু..ন ভা....তত খে...য়ে খেয়ে কে...কে....কেলাদ্দা দ....দমকা হা....গা...ক..করে গে..ছে...গো। তা...ই সে....এ...খনও এ.....এসতে পা....রেনেগো।

হাঁদার কথা শুনে রতন টিক টিকির মত ঘাড় নাড়তে নাড়তে বলল, না নানা না অত শত সে আমি জানিনে, আমার কাজে এসেছে ঠিক কাজ করতে হবে, আর ঠিক না কাজ করলে আমার ঘরে যে তোদের বেতন কাটা যাবে।

রতন সামন্তর মুখ হতে এই ধরনের কথাবার্তা শুনে সব মজুররা তার সাথে আর কোন কিছু কথা বলল না, সব মজুরি তারা তাদের কাজ করতে থাকল।

এদিকে রতন সামন্ত জমির আলে বসে কিছুক্ষণ ধরে সব মজুরদের কাজ দেখার পর পরক্ষণে রতন অনান্য মজুরদের নাম ধরে বলে উঠল, কীরে হাবলা-সুবলা, কেলু তো এখনও কাজে এলনে। তোরা কেলুকে এলে বলে দিস যে, সে দেরী করে কাজে লাগার জন্যে আজকে তার বেতন কাটা যাবে। আচ্ছা হাবলা-সুবলা, তোরাই বল, তোরা এসে কত কাজ করলি আর ঐ কেলা আমার একটু কাজ করেই পুরা টাকাটা হাসিল করে লিবে। ভাগ্যিস আমি তোদের কাজ দেখতে এসে ছিলুম, নইলে তো কেলা আমার পুরা কাজ না করেও পুরা কাজের বেতনটা লিয়ে লিত। বলি টাকাটা কী আমার সস্তার নাকি শুনি! যে কাজ না করেই বিনা পরিশ্রমিকে তাকে টাকাটা দেওয়া হবে। এই তোরা কেলা কাজে এলে তাকে বলে দিবি যে সে আজকে কাজ কম করার জন্যে সে পুরা বেতন পাবেনে। তাকে আজকে কমবেতন দিওয়া হবে। এই তোরা কাজ কর আমি ভোলাকে দিয়ে তোদের সবার জন্যে জলপাঠি দিই বঠি। রতন সব মজুরদের একথা বলে দিয়ে জমিন থেকে ঘরে চলে গেল।

পরক্ষণে রতন সব মজুরদের কাছ হতে চলে যেতেই তমনি সুবল বলে উঠল, ধূস শালা! না খেতে পাই না খাব তবুও আমি এই কিপটার ঘরে কাল থেকে আর কাজ করতে এসবনে। শালা এত খাটুনির পর দুটি যে হায় করে ভাত খাবি তারও

কোন জো নাই। এমনিই ও শালা রতনা কিপটা। শালা রতনা যদিও বা আবার সব মজুরদের সিবান ভাত খেতে দেয়, তাও তো আবার তরকারিই শুধু নুনে পুড়ি, শালা ভাতে তরকারিই শুধুই নুন। কিছুতেই মুখ দিওয়া যায়নে পর্য্যন্ত।

সুবলের কথা শুনে হাবলা বলল, তুই ঠিক বলেছু জানু সুবলা, আমারতো মনে হয় রতনের ঘরের ঐ বৌ গুলান সুদ্দান এই কিপটা বুড়ার সঙ্গে সেটে আছে। নইলে তরকারিই দিন দিন এত নুন হয় কুনদিন।

পচা বলল, নারে হাবলা, আমার মনে হয় শালা ঐ রতনারি এই কাজ। দেখলিনে যখন আমরা সবাই নুন নুন করি, তখনি রতনের ব্যাটার বউ এর মুখটা কেমন চুন চুন হয়ে যায়। আর তখন রতনের ব্যাটার বৌ লজ্জায় করেকি তারি নিজের মাথার ঘোমটাটা মুখের কাছে টেনে লিয়ে আমাদের সবার কথা শুনে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ে।

হাবলা জমিতে ধান রুইতে রুইতে উঠে দাঁড়িয়ে হেসে বলল, তুই আবার রতনার ব্যাটার বউ এর কি লজ্জা দেখতে পেলিরে।

পচা বলল, আরে তুই কাল থেকে খেতে যেয়ে ওদের বড় বউ এর মুখের দিকে লক্ষ্য করবি, দেখবি তুই আমরা যকনি খাবার সময় তরকারিই নুন নুন করি তখনি আমাদের কথা শুনে রতনার বড় ব্যাটার বউয়ের মুখটা কেমন যেন চুন চুন হয়ে যায়।

কোচা বলল, হ্যাঁরে পচা, কো তুই ঠিকি বলেছু। জানলি আমিও কিন্তু লক্ষ্য করেচি যখনি আমরা বলি নুন নুন তখনি রতনার বড় ব্যাটার বউয়ের মুখটা চুন হয়ে যায়।

পরক্ষণে সুবলা বলল, হ্যাঁরে পচা তুই ঠিকি বলেচু-ত কিন্তু এওতো হতে পারে যে, বাড়ির বউয়েরা হয়ত ঠিকি রান্না করে কিন্তু ঐ রতনার দাই হইত ঢ্যামনামি করে।

হাঁদা তোতালিয়ে বলে উঠল ঘ....ত্ব....ঘরের বৌ......এরাতো স.....ব....স...ময় ঘ....ঘ....ঘরেই থাকে। তা.......হলে র.....তন খু.....খু.....খুড়া নু....নুটা ত....ত....তরকারি দি.... বে ক....খন শু....নি।

পচা বলল, দেখ হয়ত বাড়ির বৌ এরা যখন রান্না চাপিয়ে ঘুঁটা টুটা মিলতে যায়, কিম্বা ঘাটের কাজে যায় আর তখনি হয়ত ঐ শালা রতনার দা খাবলা ভর্তি তরকারিই নুন দিয়ে বসে।

পচার কথা শুনে হাঁদা আবারও তোতলিয়ে বলে উঠল, ও.......রেস শালা ও....ই জ....ন্যেই র....তনা খু...খু....খুড়া, মা...সে মা..সে দো....কান সু.....দ্দা, বু....নের ব....স্তা তু....লে আ...নেরে!

পরক্ষণে পচা বলল, ঠিক আছে, কাল যখন কিপটা রতনার ঘরে খেতে যাব তখনি না হয় বড় বৌএর মুখের দিকে লক্ষ্য রাখব।

পচার কথা শুনে হাবলা বলল, খেপেছু তুই পচাদা, কাল থেকে আমি আর এই কিপটার ঘরে কাজ করতে এসি বঠি।

পচা বলল, কাজ করতে এসবিনেত কী বল, আমার'ত পরের দুয়ারে কাজ করার জন্যে জন্মেছিরে আর তাছাড়া ঘরে বসে থেকেই কী করবি বল। না আমাদের ঘরে বসে থাকলেই দিন চলবে। আমাদের ঘরে বসে থাকলে কি আর টাকা রোজ গার হবে, না খেতেই পাব। না আমাদের পেটই চলবেরে, আর তাছাড়া তুই কিপটার ঘরে কাজ না করলে কি হবেরে হাবলা। তোর মতোন কত লোক এই কিপটার ঘরে কাজ করবে বলে বসে আছে। তাও আবার এই রতনার ঘরে যে একবার ঢুকবে সেতো আর একমাস কাজ না করে ছাড়েনে। রতনারদার কত জমি, নাই নাই করতে ষাট সত্তর বিঘা তো হবেই। আর এত জমিন চাষ করা কি আর চারটি খানি মুখের কথা। শালা রতনারদা এখনও এক হাতে ঘিরেও রেখেছে আর তার ব্যাটারা তো—। আর শালা এত জমিন চাষ করার জন্যে খরচের ভয়ে এক শাট হাল রাখে বটেরে শুধু।

পরক্ষণে হাবলা বলল, তুই যেমনি ঠিকি বলেচু কেলাদ্দা। আমাদের কী আর ঘরে বসে থাকলে দিন চলবে, দিন আনতে দিন চলে। তার উপর আবার একসঙ্গে ই এতদিনের কাজ।

সুবল বলল, দেখ পচাদ্দা এক কাজ কর তার চেয়ে বরং কাল থেকে আমরা রতনারদার ঘরে খেতে যাবনে। রতন খুড়া মাঠে জল খাবার দেয়ত খাব, না দিলে না খাব, তার বদলে না হয় চালি মেপে লুব।

সব মজুরেরা রতনের সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে এই ভাবে কাজ করতে করতে কথা বলা বলি করতে লাগল।

এদিকে এমন সময় অনেক্ষনা বাদে কেলুচরণ রতনের জমিনে এসে কাজ করতে হাজির হল।

তো কেলুচরণ অনেকক্ষণা বাদে জমিনে পৌচ্ছাতই পচা তাকে বলল এই যে কেলাদ্দা, তুই এতক্ষণা কুথায় ছিলি তুই? কাজে লাগার আগেই শালা কিপটা রতন আমাদের কাছে এসে সবার কাজ দেখতে চিলের মতো ছোমেরে ভোমর দিয়ে ঘরে চলে গেছে। আর সুধুকি তাই, শালা রতন আমাদের কাজ দেখতে এসে আবার অনেক ক্ষণ বসেও ছিল। রতন চিমটা আমাদেরকে বলে গেছে তোকে আজকে বেতন কম দিবে।

পচার কথা শুনে কেলুচরণ বলে উঠল, সেকীরে পচা! কতক্ষণ হবে! এরি মধ্যে আবার শালা কিপটা রতনারদা চিলের মতো এসে ছোঁ মেরে কাজ দেখেও চলে গেল। বেতন'ত মাত্র পাঁচটা টাকা দেয় তাও আবার শালা রতনারদা অর্ধেক বেতন কেটে লিবে। তুই একী কথা শুনাও বঠুরে পচা। (এখনকার মজুরের বেতন ৭০ টাকার মতন তখনকার মজুরের বেতন ৩৪ টাকা ছিল)।

হাঁদা তোতলে বলল, হ্যাঁ.....গো কে.....কে.....কেলাদ্দা, আ.......মাদের প......চা ঠি.....কি ব......লেছে।

কেলু শালা কিপটা রতনার দা কুথাকার কেনেযে রতনারদার মা ব্যাটার যত্ন করে নাম রেখে ছিল রতন। রতনের তো নমের সঙ্গে তার গুণের কোন কিছুরি মিল নাইরে জানলি পচা। শালা ভোলাটার সঙ্গে কথা কইতে কইতে আমার কাজে লাগতে অনেক দেরী হয়ে গেল বঠে।

কেলুচরণ এর কথা শুনে হাঁদা তোতলি তোতলি বলল, তু....ই যা.......ব...লেচু কে....কে.....কেলাদ্দা। কে.....নে....যে শা.....লার রে......খেছে র.....তন।

পরক্ষণে পচা বলল, হ্যারে কেলাদ্দা তুই রতনার বাগালের সঙ্গে এতক্ষণ ধরে কী এত গল্প করিছিলি বলত।

কেলু বলল, আমি এতক্ষণ ধরে ভোলার কাছে শালা কিপটা ব্যাটা রতনের গল্প শুছিলুমরে।

হাঁদা তোতলে বলল, কে....কে.....কেলাদ্দা, তু....ই এ....তক্ষণ শা.....লা.....বা.....গালের সঙ্গে কী.....কী....কী এ...ত গ....ল্প ক......ই...ছি লিরে।

কেলুচরণ জমিতে কাজ করতে করতে উঠে দাঁড়িয়ে হাতে এক গোছা ব্যান (ধান চারা) নিয়ে হেসে বলল, হেঁরে হাঁদু, রতনারদার কান্ড কারখানা শুনলে পারা তোদেরও হাসতে হাসতে একে বারে পেটের নাড়ি ছিঁড়ে যাবেরে।

হাঁদা তোতলে বলল, কী...কী....কী ক.....থারে।

কেলুচরণ বলল, শুননারে তোরা, শালা রতনারদার কীর্তি। শালা কিপটা রতনারদা নাকি হাঁক পাঁক করে খেতে খেতে শালা লঙ্কাকে দিয়েছে নিজের চোখে ঢুকিয়েরে, আর শালা তখন'ত শালা রতনারদা'ত চোখে লঙ্কার জ্বালাই ছটফট করছিলরে।

হাবলা রতনের জমিতে কাজ করতে করতে উঠে দাঁড়িয়ে হাতে এক গোছা ব্যান নিয়ে হেসে বলল, হা-স শালা, ক.....বেরে কেলাদ্দা।

কেলু বলল, আরে পরশু নাকি, রতনের এই কীর্তিই তো ভোলারমুখ থেকে শুনতে শুনতে আমার কাজে এসতে দেরী হয়ে গেল বঠে।

কেলুর কথা শুনে সব মজুররাই কাজ করতে করতে উঠে দাঁড়িয়ে এক সঙ্গে হাহা করে হাসতে লাগল।

পরক্ষণে হাঁদা হেসে তোতলে তোতলে বলে উঠল, যা...স শা....লা, কি.....পটা র...তনের বেমন্ত কা....ন্ড। ঠি.....ক...হ....যেছে শা.....লার, আ.....র শা.....লা র.....তন খু.....খু.....খুড়ার বা.....গাল ভো.....লাটা হয়েছে তে.....মনি ঢ্যা......মনা। জা.....নলি প....চাদ্দা, শা.....লা ঢ্যা......মনার কা.....ছে, ঢ্যা......মনা না......থা.....কলে কে.....উ টি.....কতে পা......রবে নি.....রে।

পরক্ষণে কেলু আবার বলল, জানলু হাবলা, শালা রতনারদা এত ঢ্যামনা কিপটা তা আমার জানা ছিল নিরে। আমি শুকা চটা আনতে গিয়ে ঐ বাগালের মুখেই কিপটা রতনারদার সব গুণের কথা শুনলুমরে। জানলু হাবলা শালা রতনারদা এমনি কিপটা যে ঘরের বাগলটাকেও সুদ্দান দুবেলা পেট ভরে পর্যন্ত খেতে দেয়নি, শালা বাগালটাকে আধপেটা করে খাইয়ে রাখে।

হাবলা বলল, শালা রতন সামন্ত (খুড়া) এত সম্পত্তি কিযে করবে।

কেলু আবার হেসে বলল, জানুলুরে তোরা শালা রতনার বাগলটাও হয়েছে তেমনি ঢ্যামনা। শালা কিপটা রতনকেতো তার বাগাল অর্ধেক দিন ভাত খেতে বসে ভাত না খেয়েই পাতের থালা থেকে উঠে চলে যেতে হয়রে।

কেলু চরণের কথা শুনে হাঁদা আবার তোতলিয়ে বলে উঠল, আ...রে এ...এ..এই কে...কে..কেলাদ্দা। কি...পটা র....তন খু...খু...খুড়াকে অ...র্ধেক দি..ন না...খেয়ে কে....কে...কেনে উ..ঠে চ...চলে যে...তে হ......য়রে।

কেলু হেসে বলল, শুন তাহলে হাঁদু, আমি তোদের দিকে শালা রতলার দার বাগালের কীর্তি বলি। রতনার দাতো শালা বাগালটাকে আলাদা করে কখনও খেতে দেয়নি, পাছে ঘরের বউয়েরা তার বাগালকে থালা ভর্তি ভাত খেতে দেয়। আর সেই জন্যেই তখন তার বাগাল ইচ্ছে করে কী করে জানলু হাবলা।

হাঁদা জিজ্ঞেস করল, কী....কী...করেগো কে...কে..কেলাদ্দা।

কেলু বলল, কী করে আবার শালা রতনারদা যখন তার বাগালকে সঙ্গে করে লিয়ে খায় তখন'ত তার বাগাল ইচ্ছা করেইকি শালা বাগাল তার ঘটি ভর্তি জল ঐ তার কিপটা মনিবের পাতের থালার দিকে উল্টে দেয়। কিম্বা বাগাল ভোলা একমুখ ভাত নিয়ে তার মুখের ভাত ইচ্ছা করেই তার মনিবের পাতের থালার দিকে হেঁচে

কেশে দেয়। আর তখনও ভোলার ঐ মুখের ভাত কিম্বা ভোলার ঐ ঘটি ভর্তি জল গিয়ে পড়ে রতনারদার পাতে। তখন'ত রতনাদার সারাদিন আর খাওয়াই হলনে। তখন রতনারদা পেটে ক্ষিদার জ্বালায় বাগালকে রেগে গিয়ে দুমা দুম কিল চড় মেরে উঠে চলে যাই। আর বেচারা রতনারদার তো তখন পেটে ক্ষিদার জ্বালায় ছটফট করতে থাকেরে।

হাঁদা তোতলে বলল, হা....হা হাস শালা, ভো....লা এ..ই র...কম ঢ্যা....মনা। শা...লা, ম...নিব যে..মন ঢ্যা...মনা ব্যা...টা, তে.....মনি তার জু....টেছে ঢ্যা...মনা বা...বা..বাগালটা।

হাঁদার কথা শুনে সব মজুররা জমিনে কাজ করতে করতে হা..হা করে হে..সে উঠল।

১৪

এদিকে আবার রতন সামন্ত দুই ব্যাটার বৌ খাওয়া দাওয়া করে পুকুর ঘাটে বাসন ধোয়া ধুই করতে লাগল। এমন সময় মেজ বৌ বাসন ধুতে ধুতে তার চোখ দুটো গোল্লা পাকিয়ে হাত নাড়তে নাড়তে বলল, জান দিদি তুমিতো ধরতেই? পারলে না, কোনো তরকারিই এত নুন হয়। জানলে দিদি, আমি কিন্তু আজ নুন চোরকে হাতে নাতে ধরেছি, যাকে বলে একেবারে হাতে নাতে গো দিদি।

বড়বৌ হেসে বলল, কী বললি মেজ! তুই আবার কাকে চোর ধরলিরে? তাও আবার একে বারে হাতে নাতে!

মেজবৌ তার চোখ দুটো বড় বড় করে হাত নেড়ে বলল, শুনলাগো দিদি, আমি কি আর তরকারিই নুন চোরকে এমনি এমনি ধরতে পারতুম। এটাতো ঐ ভোলার জন্যেই হয়েছে গো দিদি।

ভোলার জন্যে।

হ্যাঁগো দিদি, ভোলাতো আমাকে ডেকে লুকিয়ে লুকিয়ে না বললে, আমিত এসব কিচুই জানতে পারতুমনে।

বড়বৌ মৃদু হেসে বলল, ভোলা আবার তোকে কি বললরে মেজ।

মেজ বৌ তার নিজের মতো অঙ্গ ভঙ্গি করে হাত নেড়ে বড় বৌকে বলল, দেখোনাগো দিদি, ভোলাতো আজ সকাল বেলায় আমাকে ডেকে চুপি চুপি করে বলল, মেজ বৌ দিদি ও মেজ বৌদিদি, তুমি এদিকে একবার এস। তোমাকে আমি চুপি চুপি একটা কথা বলব, একথা কেউ যেমন না জানতে পারে গো বৌদিদি। জানলে দিদি এমনকি তুমিওনা।

বড় বৌ আবার মৃদু হেসে বলল, কী কথারে মেজ?

মেজ বৌ আবার তার হাস পা নেড়ে অঙ্গ ভঙ্গি করে বড় বৌকে বলতে লাগল, শনিলাগো দিদি, আমাকে ভোলাই তো একথা ডেকে বলল, দেখো মেজ বৌ দিদি, তোমরা ঠিক ঠাক রান্না করছ, অথচ শুধু শুধু তোমাদের তরকারিই এত নুন হয়ে যাচ্ছে কেনে বলত বৌদিদি। আর তার কথা শুনে আমিও ভোলাকে বললাম, তা আমি কী করে জানব বলত ভোলা। আবার আমিও তখন ভোলাকে বললাম, তাইতো রে ভোলা আমিও তো তাই ভাবছি, কোন রান্না কি রোজ রোজ কেউ কখনও তরকারিই এত এত নুন দিয়ে রান্না করে নাকি, জানগো দিদি, আমার কথায় তখন ভোলা বলল কী, দেখো মেজ বৌদিদি আমার মনে হয় এই কাজটা তোমার ঐ কিপটা শ্বশুরেরী কাজ। আর আজ ভোলার কথায় সত্যি হয়েও ছে তাই, আমাদের এই ভোলার জন্যে আমি আজকে তরাকরিই নুন চোরকে হাতে নাতে ধরতে পারলুমগো দিদি।

বড় বৌ বাসন মাজতে মাজতে মুখ নীচু করে হেসে বলল, কেরে মেজ, মেজবৌ মুখ বাঁকিয়ে বলে উঠল, হুঁ কে আবার ঐ যে আমাদের কিপটা বুড়া বদমাস শ্বশুরটার কাজ। বুড়া মরতে যাচ্ছে, আর দুদিন বাদে কাঠে খরে হবে, আর এখনও বুড়ার স্বভাব বদলাল না। মরে গেলে শালা বুড়া কোথায় যে তার কিপটামি দেখাবে তার ঠিক নাই। শালা কিপটা চুয়াড় শ্বশুর এখনও মরেও নে।

বড়বৌ বলল আঃ মেজ যদি কোন রকমে আমাদের দুজনের কথা শ্বশুর মশায় শুনতে পাই না, তাহলে আমাদের আর রক্ষে থাকবেনে।

মেজ বৌ বড় বৌ এর কথায় তবুও থামল না। তাঁর গুণধর শ্বশুর মশাইয়ের কথা বড় বৌকে বলেই যেতে লাগল।

পরক্ষণে মেজ বৌ আবার জোর গলায় বলে উঠল দেখো দিদি, যখন আমাদেরকে ঐ শালা বুড়া কিপটা শ্বশুরটা সব মজুরদের সামনে বাঘনা বাঘনি করছিল না, তখন তো আমার রাগে ঐ কিপটা চুয়াড় শ্বশুরের কথায় সারা শরীর জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছিলগো দিদি। শ্বশুর মশাইয়ের কথা আর সহ্য করতে না পেরে তখনোতো আমি মাকে ডেকে সঙ্গে সঙ্গেই বলে দিয়েছি, যে তরকারিই রোজ রোজ কে এত নুন দেয় আজকে তো মায়েরও সঙ্গে শ্বশুর মশাইয়ের দমকা ঝগড়া হয়েগেছে গো দিদি। আর বুড়াটাও হয়েছে তেমনি শিয়ানা। ব্যাটারা যখন ঘরে এসবে তখনি বুড়া ওমনি সাধু পুরুষ সেজে ভাল মানুষ হয়ে বসে থাকবে। আর ব্যাটারা সব ঘর ছেড়ে চলে গেলেই কিপটা শ্বশুর তার আসল চেহারা বার করবে।

এদিকে এমন সময় ভোলা হঠাৎ হাসতে হাসতে তাগা ঝুনতে ঝুনতে ঘাটে এসে বলল, কিগো মেজ বৌদিদি, আমি তোমায় ঐ কথাটা ঠিক বলিনি।

মেজ বৌ ভোলার কথা শুনে তার কপাল তুলে ঘাড় নেড়ে বলল, হ্যাঁরে হ্যাঁ ভোলা, তুই ঠিক বলেছিস। আচ্ছা ভোলা তুই কী করে একথা জানলি বলত, আমিতো আজকে তোর কথাতেই একেবারে হাতে নাতে তরকারিই নুন চোরকে ধরেছিরে ভোলা।

ভোলা ঘাড় নেড়ে হেসে বলল, কিগো মেজ বৌ দিদি নিশ্চয় ঠিক তোমার ঐ কিপটা শ্বশুর।

মেজ বৌ আবার তার হাত নেড়ে কপালে চোখ তুলে বলল, হ্যাঁরে হ্যাঁ ভোলা, আমাদের ঐ বজ্জাত কিপটা শ্বশুর।

ভোলা আবারও হাসতে হাসতে তার চোখ দুটো বড় বড় করে ঘাড় নেড়ে বলল, দেখোনাগো বৌদিদিরা, পরশু যখন তোমাদের কিপটা শ্বশুর পেটে ক্ষিদার জ্বালায় হাঁই পাঁই করে কাঁচা লঙ্কা কামড়ে মাঠে মুড়ি খাচ্ছিল, তখন তো তোমাদের ঐ কিপটা শ্বশুর করেছে কি হাঁই পাঁই করে কাঁচা লঙ্কা মুখে কামড়াতে যেয়ে করেছে কি দিয়েছে নিজেরী চোখে লঙ্কাকে গুঁজে। আর তখতো আমি তোমাদের ঐ শ্বশুরের কান্ড দেখে মুখে আর হাসি চেপে রাখতে পারিনেগো বৌদিদিরা। আর তখনতো তোমাদের ঐ কিপটা শ্বশুরতো লঙ্কার জ্বালায় দমে ছটফট করতে লাগলোগো বৌদিদিরা। তখনতো তোমাদের ঐ শ্বশুরের চোখে একে লঙ্কার জ্বালা তার উপর আবার তার চোখের জলে বন্যা বয়ে যেতে লাগল গো বৌদিদিরা।

ভোলার কথা শুনে ঘাটে বাসন ধুতে ধুতে দুই বৌ-ই হাসতে লাগল। মেজ বৌতো আবার বাসন ধোয়া বন্ধ করে দিয়ে একেবারে হেসে লুটো পুটি খেতে লাগল।

হেসে পরক্ষণে মেজ বৌ ভোলাকে জিজ্ঞেস করল সেকীরে ভোলা, তুই সত্যি বলছিস?

ভোলা ঘাড় নেড়ে বলল, হ্যাঁগো হ্যাঁ মেজ বৌ দিদি আমি সত্যি বলছি, আর তাছাড়া আজ পর্য্যন্ত তোমাদের এই বাগাল ভোলা কোন দিনও অত মিথ্যে কথা বলেনে গো মেজ বৌ দিদি। আর এই বাগাল ভোলা কখনও মিথ্যা কথা কইবেও না।

মেজ বৌ হেসে বলল, আর তোকে কিছু বলেনে।

ভোলা হেসে বলল, বলেনে আবার শালা বুড়া লঙ্কার জ্বালায় রেগে গিয়ে ওমনি আমারি পিঠে দুমদাম করে দু-চারটে ঘা বসিয়ে দিল।

পরক্ষণে বড় বৌ হেসে বলল, ও তুই তাহলে আমাদের মেজ'র পরামর্শদাতা হেড মাস্টার বল?

ভোলা বড় বৌ এর কথা শুনে ঘাড় নেড়ে বলল, ধূর বড় বৌ দিদি তুমি আমায় একি কথা বলছো গো। তুমি হলেগে সাদা সরল মানুষ। একেবারে যাকে বলে মাটির মানুষ ও তোমার দ্বারাই তোমাকে দিয়ে কোন কিছু চালাকি কাজ করা যাবেনেগো বড় বৌদিদি। তাই আরকি আমি সব কথা মেজ বৌদিদিকেই বলি। এই আরকি নইলে আর কিছুই নয়গো বড় বৌদিদি।

বড় বৌ হেসে বলল, দেখ ভোলা তুই তোর মেজ বৌদিদির কানে মন্ত্রনা দিয়ে আমাদের ভাতের হাড়ি ফাটিয়েছিস। তাও আবার এক একবার নয়। তিন তিন বার তুই আমাদের বাড়ির সবার একসঙ্গে তিন তিনটা দিন খাওয়া বন্ধ করেছিস।

বড় বৌ এর কথা শুনে মেজ বৌ আর ভোলা দুজনেই হি-হি করে হাসতে লাগল।

পরক্ষণে ভোলা হেসে বলল, শুননাগো বড় বৌ দিদি, তোমরা হলেগে কত ভদ্দুর ঘরের মেয়ে, তোমাদের কি আর এই রকম কাঠের জ্বালে ঘুঁটার জ্বালে আবার পাতার জ্বালে রান্না করা অভ্যেস আছে গো। বড় বৌ দিদি? আবার তার উপর মাটির হাড়িই ভাত রান্না, এটা কি তোমাদের মানায়গো বৌদিদি। সেই জন্যেইতো আমি মেজ বৌদিদিকে যুক্তি দিয়ে ছিলুম গো বড় বৌদিদি। যে দেখো মেজ বৌ দিদি তুমি ইচ্ছে করেই পর পর দিন কয়েক মাটির হাড়ির ভাত নামাতে নামাতে ফাটিয়ে দিয়ে কিম্বা কাছড়ে দিবে, দেখবে তাইলেই তোমার কিপট শ্বশুর ঠিক আজ কাল কার অ্যালুমিনিয়াম এর হাড়ি কিনে দিবে। আর তোমার কিপটা শ্বশুর দিলও তাই।

ভোলার কথা শুনে মেজ বৌ খিল খিল করে হেসে যেতে লাগল।

পরক্ষণে ভোলা আবার বলে উঠল, উঁ কিপটা বুড়ার যেন টাকা নাই। কত সিন্দুক ভর্তি টাকা সব দাদাদেরি পয়সাই সিন্দুক ভর্তি। আবার দাদাদের বৌয়েদেরী শালা বুড়া টাইট দেয়গো। শালা তোমার ঐ কিপটা চুয়াড় শ্বশুরটানা বদমাইস, আমি ঐ জন্যেই তো মেজ বৌদিদিকে যুক্তি দিয়ে বলেছিলুম যে, দেখো মেজ বৌদিদি, আমি তোমাকে বলছি তুমি ঐ মাটির ভাতের হড়ির ভাত নামাতে নামাতে দিন কয়েক ইচ্ছা করেই কাছারে ভেঙে দিবে, দেখবে তাহলেই তোমার কিপটা শ্বশুর তোমাদের কে মাটির হাড়ির বদলে আজ কাল কার অ্যালুমিনিয়াম এর নোতন হাড়ি কিনে দিবে গো বৌদিদি। আর হয়েছে ও তাই, তোমাদের এখন মাটির হাড়িই রান্নাও করতে হয়না। এই রকম বদমাইসি না করলে যে তোমাদের কিপটা শ্বশুর মশাইকে জব্দ করা যাবে নেযে গো বৌদিদিরা।

ভোলার কথা শুনে দু-ই বৌ হাসতে লাগল। আবার মেজ বৌতো ভোলার কথা শুনতে শুনতে হেসে ঘাটে বাসন ধুতে ধুতে লুটো পুটি খেতে লাগল।

পরক্ষণে বড় বৌ হেসে বলল, সত্যি ভোলা তুই পারিস বাবা। তুই এই টুকুনি ছেলে হলে কী হবে, তোর ঘিলুতে অনেক বিদ্যা।

পরক্ষণে ভোলা হেসে বলে উঠল নাগো বৌদিদিরা এখন আমি যাই, নইলেতো আবার তোমাদের সঙ্গে আমি কথা বলছি দেখলে পারা তোমাদের ঐ কিপটা শ্বশুর তোমাদেরকেও গালা গালি করবে। শুধুকি তাই আবার আমাকেও পিঠে হাল বাড়ির ঘা লাগাবে।

ভোলার কথা শুনে দুই বৌ আবারও হাসতে লাগল।

পরক্ষণে ভোলা তার দুই বৌদির কাছ হতে চলে গেল।

পরক্ষণে মেজ বৌ হেসে বলল, শুনলে দিদি আমাদের কিপটা শ্বশুর মশাইয়ের কীর্তি!

বড় বৌ সব বাসন পত্র গুটিয়ে নিয়ে হেসে বলল, চল মেজ অনেকক্ষণা ঘাটে এসেছি আবার অনেক হাসি হল. এই বার বাড়ি চল।

মেজ বৌ হেসে বলল, হ্যাঁ দিদি এই বার চল, ভোলার মুখ থেকে তো শ্বশুর মশাইয়ের অনেক কীর্তি শুনা হল।

এই কথা বলে দিয়ে পরক্ষণে দুই বৌ হাসতে হাসতে ঘাট হতে বাসন পত্র গুটিয়ে গাটিয়ে ধুয়ে নিয়ে বাড়ি ফিরল।

এদিকে ভোলাতো সবদিন রাতের বেলায় গোরুর সাথে গোরুর গোয়ালেই এক কোণে রাত কাটাই। তাই ভোলা প্রতিদিনের মতো আজও রাতের বেলায় লণ্ঠনটা এক কোণে জ্বেলে রেখে দিয়ে গায়ে মশা চাপরাতে চাপরাতে গোয়ালের মধ্যে শুয়ে শুয়ে গান গাইতে লাগল। আবার ভোলাতো সবসময় তার মনিবের মরণ কামনা করে। তাই ভোলা সেই জন্যেই রতনের মরণ কামনা করে সুর করে গান ধরে বলতে লাগল—

"ওরে ও রতন বুড়া, তুই কেনে এত ঢ্যামনা
আমি যা মুখে বলেছিলুম তোর তাই হল দ্যাখনা।
তোর চোখে লঙ্কা কী করে ঢুকল বল না,
তোর চোখে আবার লঙ্কা ঘষা হোকনা,
আমিই তোকে মারব দ্যাখনা, তুই কত ঢ্যামনা।
আমিই তোর ঐ সিন্দুক ভাঙব দ্যাখনা।
তখন তুই পেট ফুলে মরবি মরণা

আমাকে তোর ঘরে কত রাখু দ্যাখনা

আমিই তোকে মারব দ্যাখনা

ওরে রতন খুড়া তুই কেনে এত ঢ্যামনা।।"

এইভাবে ভোলা শুয়ে অন্ধকারের মধ্যে তার মনিবেরি গান গাইতে লাগল। এমন সময় রতন হঠাৎ হাতে লণ্ঠন নিয়ে ভোলার নাম ধরে ডেকে বলে উঠল, ভোলা বলি ও ভোলা, তুই মুখ পুড়া ঘুমি পড়লি নাকিরে? ভোলা এই ভোলা উঠ।

এদিকে ভোলাতো মনিবের গলার আওয়াজ শুনতে পেয়ে ভয়ে ধিড় পিড়িয়ে বিছানা থেকে উঠে বলে উঠল, এই যা ঐ মনিব আবার এল। আমার মুখের গান শুনলে পারাতো শালা আমাকে এক্ষুনি লাঠির ঘা লাগাবে আমার পিঠে।

ভোলা এই কথা বলে পরক্ষণে বলল, কিগো জ্যাঠা তুমি এখিনে এত রাতিরে জ্যাঠা তুমি এখনও ঘুমোও নে।

ভোলার কথা শুনে রতন তার হাতের লণ্ঠনটা গোয়ালের মাটিতে নামিয়ে রেখে বলল, নারে ভোলা আমি এখনও ঘুমাইনি আমার মাথাটা কী ভীষণ চুলকাতেছে ভোলা তুই আমার মাথার চুলটা একটু টেনে দিবি চল দিখিনে।

ভোলা রতনের কথা শুনে মনে মনে ভেবে দাঁত চিপে বলল, শালা বুড়ার মাথা চুলকাবেনেত কি, শালা বুড়া এত কিপটা যে, মাথায় কখনও তেল সাবান পর্য্যন্ত নেয়নি। তাহলে বুড়ার মাথা চুলকাবেনেত কি শালা বিনা পয়সায় মাথায় কাঁকড়া মাটিও নেয় শালা বুড়া তাও বিনা পয়সায় নেয়নি গো। শালা বুড়ার মাথায় যদি একঝড়া ময়লা তাহলে মাথা চুলকোবেনেত কী।

পরক্ষণে রতন বলে উঠল, কীরে ভোলা কী হল চল। বলি তুই ওমন করে ভাবুটা কী?

মনিবের কথা শুনে ভোলা বলল, বসগো তাহলে তুমি, এত করে এত রাতিরে বলছ যখন। আমি না হয় তোমার ঐ মাথার চুল এখিনেই টেনে দিই।

ভোলার কথা শুনে রতন তার গায়ে মশা চাপড়ে বলল, ওরে বাবারে এখিনে তুই বরং সদরেই চল। জানু ভোলা, এখিনে দমে মশা। এখিনে তুই আমার মাথার চুল টানতে টানতে যদি আমি আবার এখিনেই ঘুমি পড়ি, তাহলেত আমাকেও আবার তোর মতো মশাই ছিঁড়ে খাবেরে ভোলা। শেষে আমি এখুনি মশার কামড়ে মরব নাকি শুনি। আমার এখুনি মরলে চলে? আমার বলে এখনও কত কাজ বাকি আছে বঠে।

ভোলা তার মনিবের কথা শুনে মনে মনে ভেবে দাঁত চিপে আবারও বলল, শালা কিপটা বুড়ার বাঁচার খুব সখ। সবাই বলে তোর মরার আশায় টেঁকে বসে আছে।

রতন বলল, কিরে ভোলা, তুই অমন করে কি ভাবু বঠু বলদিখিনে?

মনিবের কথা শুনে ভোলা বলল, আচ্ছা জ্যাঠা তোমাকে একটা মশাও কী কামড়েচে, তাই তুমি অমন করচ? আর আমাকে যে দিন রাত এই গোয়িলেতে মশাই ছিঁড়ে খাচ্ছে, কই, আমারতো এতদিনে কোন কিছু রোগ করেনি। এই কথা বলে ভোলা আবার তার পিঠে একটা জোরে হাত দিয়ে চাপড়াল।

রতন বলল, রোগ করেনি ঠিকি কথা কিন্তু রোগ করতে আর কতক্ষণরে ভোলা, একথা বলতে না বলতেই রতন তার নিজের বাহুতে একটা জোরে চাপড় মেরে বলল ওহরে। বলতে না বলতেই আমাকেও মশাই ছিঁড়ে খেয়ে মারল বঠেরে।

মনিবের কথা শুনে ভোলা হাসতে লাগল।

পরক্ষণে রতন বলল, আচ্ছা ভোলা আমিত তোকে মশারি দিয়ে বঠিরে। আর তোরতো মশারি আছে? শালা হারাম জাদা ভোলা, তবুও তুই এই মশার বনে পড়ে রক্ত দিছু বলি, মশা কামড়ে তোর যদি কিছু হয়, শেষে আমাকে জ্বালাবি নাকি শুনি?

ভোলা মনিবের কথা শুনে বলল, নাগো জ্যাঠা আমি তোমাকে জ্বালাবনে আসলে আমার মশারিটা চারদিকে ছিঁড়ে একেবারে কুটি কুটি হয়ে গেছে গো জ্যাঠা, তাই তার চেয়ে আমার এই ভাল। নইলে ঐ কুটি কুটি ছিঁড়া মশারি খাটালে পারা তায়েই বেশি মশা কামড় দিবে গো জ্যাঠা। আর তাছাড়া এ গোয়িলের সব মশাকে বলা আছে, ওরা আমায় চট করে কামড়াবেনে।

রতন ভোলার কথা শুনে বলল, অঃ ঠিক আছে, ঠিক আছে, বলি, এই মুখ পোড়া ভোলা তুই এখন আমার সঙ্গে চলত দেখি।

পরক্ষণে ভোলা বলল, ঠিক আছে জ্যাঠা এখন তাহলে চল। তুমি এত করে বলছ যখন, নাহলে তো আবার আমার পিঠে কিলচড় পড়বে। একথা বলে ভোলা নিজের লন্ঠনটা ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে রতনের লন্ঠনটা হাতে নিয়ে দুপা ওগিয়ে চলল।

ভোলার হাতে লন্ঠন দেখে রতন বলল, হারে এই হারামজাদা ভোলা আমার হাতে লন্ঠনটা দে বলছি। আমি হলুমগে বুড়া মানুষ, আমি কি আর শালা তোদের মত অন্ধ কারে দৌড়াতে পারি। শেষে আবার এই অন্ধকারে হাঁটতে গিয়ে এই বুড়া বয়সে আমার ঠ্যাঙটা ভেঙে যাবেযেরে হারামজাদা। দে বলছি দে হারামজাদা আমার হাতে লন্ঠনটা দে।

রতনের কথা শুনে ভোলা হেসে বলল, চল নাগো জ্যাঠা আমিই না হয় তোমার অন্ধকারে এই লণ্ঠনের আলোয় পথ দেখিয়ে নিয়ে যচ্ছি। এখন আমার সঙ্গে চলত তুমি।

ভোলা একথা বলে দিয়ে তার মনিবের লণ্ঠনের আলোয় অন্ধকারের মধ্যে পথ দেখিয়ে চলল ভোলা কিছুটা পথ দুচার পা এগিয়ে চলর পর ওমনি ঢ্যামনামি করে যে ইচ্ছে করেই করল কি তার হাতের লণ্ঠনটা ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিল।

ভোলা আলোটা নিবিয়ে দিতেই রতন গালি দিয়ে বলল, শালা হারামজাদা বাগাল। তুই ইচ্ছা করেই ফুঁক দিয়ে আলোটা নিভি দিলি?

ভোলা অন্ধকারের ক্ষীণ আলোর মধ্যেই ঘাড় নেড়ে বলল, নাগো জ্যাঠা আমি ইচ্ছা করে লণ্ঠনটা নিবয়নেগো। কি করবোগো জ্যাঠা ওমনি লণ্ঠনের কপাটটা খুলে যেতেই বাতাসে আলোটা নিভে গেল যে।

রতন গালি দিয়ে বলল, চলায় শালা চলায়, আমার হাত ধরবি আয়। নইলে আবার আমি এক্ষুনি এই অন্ধকারের মধ্যে কুথাও ঠুকা ঠুকি হয়ে পড়ে মরব।

মনিবের কথা শুনে ভোলা কাছে এসে হেসে বলল, নাগো জ্যাঠা, তোমার কোন ভয় নাই। আমিতো আছি, এই আমি তোমার হাত ধরে নিয়ে চললুম, চল এবার এগিয়ে চল।

পরক্ষণে ভোলা রতনের হাত ধরে নিয় মনে মনে ভেবে ঘাড় নেড়ে বলল,দাঁড়া শালা কিপটা বুড়া, তোকে আমি আজ এই অন্ধকারে দেখাচ্ছি মজা। তোকে আমি আজ এই অন্ধকারে ফেলে মারবোই মারবো নইলে আমার নাম নামী নয়।

পরক্ষণে ভোলা এই কথা ভেবে তার মনিবের হাত ধরে নিয়ে ইচ্ছে করেই গোরুর গোজের দিকে নিয়ে চলল, আর তখন রতনতো ওমনি অন্ধকারের মধ্যে গোরুর গোজে পা লেগে গোজে পাটা ঠুকি হয়ে গিয়ে গোরুর গোজের উপরেই পড়ে গেল। আবার তখনতো ভোলা ইচ্ছে করেই তার মনিবের হাত হতে নিজের হাতটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে টেনে সরিয়ে নিল।

আর ওমনি তখন তো রতন গোরুর গোজের উপর পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজের কোমরে হাত দিয়ে কাঁদো কাঁদো ভাবে ভোলাকে গালি দিয়ে বলে উঠল, উঁঃ হু..হু রে, ওরে শালা হারামজাদা বাগালরে, বলি তুই কি আমাকে এক্ষুনি মেরে ফেলবি ভাবুঠু নাকি বঠে রে। আবার আমি মরে গেলে তাহলে আমার ঐ সিন্দুকে অত গুলা টাকা কী হবেরে শালা হারামজাদা বাগালরে উঃ হু-রে।

ভোলাত মনিবের মুখ হতে এই রকম কথা বার্তা শুনে অন্ধকারের মধ্যেই খিল খিল করে হাসতে লাগল। আর রতন ভোলার হাসি দেখে তোতই রেগে জ্বলে যেতে লাগল।

পরক্ষণে রতন রেগে গিয়ে ভোলাকে গালি দিয়ে বলল, দাঁড়া শালা বাগাল দাঁড়া, তোকে দূর করব শালা আমাকে ইচ্ছা করে ফেলে দিয়ে আবার হিহি করে হাসা হয় বঠে। আবার শালা আমাকে দেখে দেখে এই দিকে এনেছুরে শালা বাগাল।

মনিবের কথা শুনে ভোলা হেসে বলল, নাগো না জ্যাঠা, আমি তা কখনও ভাবিনি।

রতন ভোলার কথা শুনে তাকে গালি দিয়ে দাঁত চিপে বলল, শালা হারাম জাদা বাগাল তা তুই ভাবুনেত তাহলে শালা বাগাল জেনে শুনে আমাকে এই দিকে নিয়ে এলি বঠে কেনেরে শালা। আমাকে তো গোয়িলের পেছন দিয়ে আম বাগানের মধ্য দিয়েই লিয়ে যেতে পারতিরে শালা হারামজাদা।

মনিবের কথা শুনে ভোলা তার ঘাড় নেড়ে বলল, জ্যাঠা সেতো তোমার আরও বিপদ ছিল গো জ্যাঠা। তুমি ওপাশ দিয়ে গেলে, তুমি যদি আবার ঐ গাছ গুলানে ঠুকা ঠুকি হয়ে মরে যাও, কিংবা তোমার মাথা ফেটে যায়। তাহলে তো তোমার আরো বিপদ হতো গো জ্যাঠা। আবার তাহলে তো তোমার মাথাটা ঐ আম গাছের মধ্যে ঠুকা ঠুকি হয়ে একেবারেই চুনা হয়ে যেত যেগো জ্যাঠা।

পরক্ষণে রতন তার এক হাত কোমরে দিয়ে আর এক হাত উপর দিকে তুলে ভোলাকে বলল, লে নে, আমাকে ধর। ভাগ্যিস আমার ঠ্যাঙটা কোমরটা ভাঙেনি। নাহলে যে এই বুড়া বয়সে আমার কি দুর্গতিটাই হোত, উ, হু রে শালা বাগাল ভোলা রে।

মনিবের কথা শুনে ভোলা দাঁড়িয়ে মনে মনে ভেবে দাঁত চিপে ঘাড় নেড়ে বলল, শালা বুড়ার ঠ্যাঙটা ভাঙলনে? আমি বলে এত মাথা খাটিয়ে কিপটা বুড়াকে এই গোজের উপর ফেলেলুম। আর এত বুদ্ধি খাটিয়েও তবুও শালা বুড়ার ঠ্যাঙটা ভাঙলনে। শালা বুড়া কালকে আমাকে গটাকতেক পিঠে দিবেই দিবে।

পরক্ষণে রতন হাত বাড়িয়ে বলে উঠল, কীরে ভোলা, আমাকে ধর, আমি উঠি। আমি সেই কখন থেকে তোর দিকে উপর করে হাত বাড়িয়েই আছি বঠি।

ভোলা মনিবের হাত ধরে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ জ্যাঠা, আমি তোমার হাত ধরেচি। এইবার তুমি উঠ।

রতন বলল, দেখ ভোলা তুই শালা যা বদমাস না, তুই আবার আমাকে তুলতে গিয়ে কাছরে দিবিনেত?

মনিবের কথা শুনে ভোলা রতনের হাত ধরে ভেবে মনে মনে বলল, শালা ঢ্যামনা বুড়াকে একবারতো কাছারলুম। তায়েও যখন এত করে ঠ্যাঙ ভাঙলনে, তখন আবার আর একবার কাছারলেত বা হয়।

পরক্ষণে ভোলা আবার মনে মনে ভেবে ঘাড় নেড়ে বলল, না শেষে রতন কিপটা আবার আমাকে রেগে গিয়ে মেরে পিটে এখিন থেকে দূর করে দিবে।

পরক্ষণে রতন মনিবকে বলে উঠল, কীরে ভোলা, তুই যে আমার ডেনা ধরেই রইলি আমাকে টেনে তুল, বলি তুই কি ভাবু বঠু বলদিখিনে?

মনিবের কথা শুনে ভোলা বলল, নাগো জ্যাঠা আমি কিছু ভাবিনি। হ্যাঁ জ্যাঠা, আমি তোমায় টেনে ধরচি, তুমি এই বার উঠতো।

ভোলা রতনের হাত ধরে টানতে টানতে বলল, এই উঠেক উঠেক গাড়ি আমাদের জ্যাঠা যাবে ধূম পাহাড়ী।

ভোলা মনিবের হাত ধরে টেনে বলল, হ্যাঁ এতক্ষণে উঠেছে আমাদের জ্যাঠা চল এইবার চল তোমার জায়গায় চল।

রতন বলল, চল আমাকে তাই তুই ঐ সদর ঘরেই পৌঁছে দিয়ে এসবি চল।

ভোলা ঘাড় নেড়ে বলল, হ্যাঁ তাই চলগো জ্যাঠা।

পরক্ষণে ভোলা অন্ধকারের মধ্য দিয়ে তার মনিবকে সদর ঘরে এনে খাটের উপ'র বসিয়ে দিয়ে বলল, নাগো জ্যাঠা, তুমি এই বার খাটের উপর ঘুমি পড়।

রতন ভোলাকে বলল, ঘুমি পড়ব কিরে শালা, যা শালা যা, আমার মাথার উপরের তাকে ডিয়াশালাইটা আছে উঠে লিয়ে আয় যা। ঐডিয়াশালাইটা লিয়ে এসে এই লণ্ঠনটা জ্বাল শালা জ্বাল।

পরক্ষণে মনিবের কথা মতো ভোলা ডিয়াশালাইটা খাপ এনে তার থেকে কতক গুলো কাঠি বেরকারে নিয়ে ভোলা ইচ্ছে করেই জ্বালাতে লাগল।

রতন তাই দেখেতো ভোলাকে গালি দিয়ে বলে উঠল, কীরে হারামজাদা তুই শুধু শুধু অতগুলা কাঠি পুরাও বঠু কেনেরে হারামজাদা শালা? জ্বাল, লণ্ঠনটা জ্বাল বলছি।

মনিবের কথা শুনে ভোলা বলল, কী করবগো জ্যাঠা কাঠি গুলাযে সব মিহি গেছে গো জ্যাঠা। একেবারে জ্বলতে চাইনে। শুধুই জ্বলে নিভে যাচ্ছে।

ভোলার কথা শুনে রতন বলল, দে বলছি হারামজাদা ভোলা দে, আমাকে দে, কত সব কাঠি মিহি গেছে দেখি।

রতন ভোলার হাত হতে ডিয়াশালাইটা নিয়ে একটা কাঠি জ্বেলে লন্ঠনের আলোটা জ্বালিয়ে বলল, কীরে হারামজাদা ভোলা, কাঠি মিহি গেছে নয়, কুথা আমার কাছে মিহাইনেত।

মনিবের কথা শুনে ভোলা ঘাড় নেড়ে বলল, আমি কি করবগো জ্যাঠা আমার কি আর ঐ সব জ্বালা অভ্যেস আছে।

রতন ভোলার কথা শুনে বলল, ঠিক আছে, ঠিক আছে এই আমি শুলুম এখন তুই আমার মাথার চুলটা একটু টেনে দেত। এই কথা বলে রতন শুতে শুতে নিজের কোমরে হাত দিয়ে বলল, উ-হু ওরৈ বাবারে, কাছার খেয়ে আমার কোমরটা কি ব্যাথা লাগে বঠেরে। উঃ-হু...হু...রে।

পরক্ষণে ভোলা হাসতে হাসতে মনিবের কথা শুনে দুলে দুলে তার চুল টানতে লাগল।

পরক্ষণে রতন বলল, হারে ভোলা, তুই আমার সেদিনের চোখে লঙ্কা ঘষার কথাটা কাওকে ও বলুনেতরে হারামজাদা।

মনিবের কথা শুনে ভোলা হেসে বলল, নাগো জ্যাঠা আমি কাউকে একথা বলিনে। আর তাছাড়া তুমি হলেগে এই বাগাল ভোলার জ্যাঠা, আবার আমি তোমারি অন্ন গিলি, তাহলে আমিকি একথা কাউকে কখনও বলতে পারি?

বাগালের কথা শুনে রতন বলল, ঠিক করেচু, নইলে আবার এই কথা কেউ শুনলে পারা আমাকে দেখে সবাই আবার হাসা হাসি করবে বঠে।

রতন একথা বলে পরক্ষণে নিজের ট্যাঁক হতে চার আনা বের করে ভোলার হাতে দিয়ে বলল, এই লে, ভোলা তুই কাল এই চার আনা দিয়ে তোর নেশা করবি।

মনিবের কথা শুনে ভোলা হেসে ফেলল, আর রতনতো ভোলার হাসি দেখে তাকে গালি দিয়ে বলল, শালা হারামজাদা ভোলা, তোর খুব হাসি পাইবঠে না। মাথার চুল টান বলছি চুল টান হারামজাদা।

ভোলা মনিবের কথা মতো চুল টানতে লাগল। পরক্ষণে রতন চুল টানতে টানতে ঘুমিয়ে পড়ল, মনিব ঘুমিয়ে গেছে তাই দেখে ভোলা তার ঠোঁটটিপে ঘাড় নেড়ে বলল, শালা কিপটা বুড়া মনে হয় ঘুমিয়ে পড়েছে, না এই বার এই সুযোগে পালাই। ভোলা একথা বলে মনিবের কাছ হতে চম্পট দিল।

এদিকে আবার ভোলা পরের দিন সকাল বেলায় ঘুম থেকে উঠতে দেরী দেখে রতন সাত সকালে ঘুম থেকে উঠে তার কোমরে হাত দিয়ে চলতে চলতে গোয়ালের

কাছে এসে ভোলাকে ডেকে বলল, ভোলা আরে এই ভোলা, আরে এই হারামজাদা ভোলা বলি তুই দেখতে পাউনি বঠে, তোর উঠতে কত বেলা হয়ে যায় বঠে কেনেরে শালা বাগাল। বলি আজকি আর গোয়িল থেকে গোরু গুলান বের করতে হবেনে, না গোয়িলও কাড়াবিনেরে শালা হারামজাদা ভোলা। দেখদিখিনে উঠে কত বেলা হল বঠে, শালা বাগালের আবার অত বেলা পর্য্যন্ত পড়ে পড়ে ঘুমান হয় বঠে।

মনিবের হাঁক ডাক শুনে ভোলা ঘুম থেকে উঠে গা ভাঙতে ভাঙতে হাই তুলে বলল, কাল রাতে যে তোমার মাথার চুল টানতে টানতে আমার শুতে যে অনেক রাত হয়ে গেসল গো জ্যাঠা, আর তাইতো আমার এখনও ঘুম ভাঙেনে গো জ্যাঠা।

ভোলার কথা শুনে রতন গালি দিয়ে বলল, বলি শালা বাগালের আবার অত ঘুম কিসের শুনি। যা যা তাড়াতাড়ি উঠে আমার লালা শ্যামলাকে বেশ ভাল করে আগে খাইয়ে দিবি যা, তারপর অন্য গোরুকে বের করে খাবার দিবি। অনেক দেরী হয়ে গেল বঠে। ওদেরকে আবার এক্ষুনি মাঠে লিয়ে যেতে হবে। যা তাড়াতাড়ি উঠে যা বলছি শালা বাগাল। উঃ বাগালের আবার বেলা পর্য্যন্ত পড়ে পড়ে ধুমানা হয় বঠে।

ভোলা আবার হাই তুলতে তুলতে গা ভেঙে বলল, যাচ্ছি তো দেখতে পাচ্ছ না, তুমি এখিন থেকে যাওতো এখন।

পরক্ষণে রতন বলল, আর শুনে ভোলা এদিকে তোর বাকি কাজ সেরে দিয়ে জমিনে যাবি, জমিনে গিয়ে দেখে এসবি, আজ জমিতে কতজন মজুর কাজে লেগেছে। জমিতে লোক দেখে এসে তোকে আবার ওদের সব ব্যাটাদের জন্যে জলখাবার লিয়ে যেতে হবে।

মনিবের কথা শুনে ভোলা একটু খানিক গিয়ে পেছন ফিরে তার দাঁত চিপে মুখে ভেঙছি কেটে বলল, উঁ, শালা কিপটা বুড়া কোথাকার, এখনও মরেওনে।

এদিকে ভোলা তার মনিবের কথা মতো নিজের কাজ টাজ সেরে মাঠে গিয়ে জমিতে মজুরদের সব কাজ দেখতে হাজির হল। তো ভোলা জমিতে এসে কেলুচরণকে হাঁক মেরে ডেকে বলল, ও কেলাদ্দা? কিগো তোমরা আজ কতজন আমার মনিবের কাজে লেগেছো গো কেলাদ্দা শালা কিপটা মনিব আমাকে দেখতে পাঠাল।

কেলুচরণ হেসে বলল, হ্যারে ভোলা তুই তোর মনিবকে খুব টাইট দেও নারে?

ভোলা হেসে ঘাড় নেড়ে বলল, হ্যাঁগো কেলাদ্দা, আমি শালা কিপটা বুড়াকে মাঝে সাজে এমন টাইট দিইনে, এই দেখোনাগো কেলাদ্দা আমি না মেজ বৌদিদিকে

দিয়ে কালকেই একে বারে হাতে নাতে চোর ধরিয়েছি। শুধু কি তাই গো কেলাদ্দা, এই দেখোনাগো কেলাদ্দা, কালকে রাতের বেলা শালা বুড়াকে আমিত ইচ্ছা করেই গোরুর গোজের উপরে ঠেলে ফেলে দিয়েছিলুম গো কেলাদ্দা। তবুও আমার মনিবের আর ঠ্যাঙ ভাঙলনে গো কেলাদ্দা, শুধু শুধু ফেলাই সার হলগো কেলাদ্দা।

ভোলার কথা শুনে হাঁদা তোতলে বলে উঠল, ও...ও.....ওবেস শা....লা। তু....ই তু...ই বি....বি...বিরাট আ.....ছুত। তো.....র তো....র মে....জ বৌ...দিদি কি....কি...কিসের চো...চোর ধ...ধ.....ধরেছেরে ভো.....লা?

ভোলা ঘাড় নাড়তে নাড়তে ভ্রু কুঁচকে হাত নেড়ে বলল, হ্যাঁগো, চোরগো চোর, সে হল নুন চোর।

কেলু বলল, নুন চোর!

ভোলা আবার হিহি করে হেসে বলল, এই দেখোনাগো কেলাদ্দা, কালকেই তো যখন বড় বৌদিদি রান্না করতে করতে ঘাটে জল আনতে গিয়েছিল, আর তখন ঐ আমার কিপটা মনিব কি করল জানলে।

হাঁদু কী....কী....কীরে।

আর তখনতো আমার মনিব এক খাবলা নুন নিয়ে করল কি জানগো হাঁদাদা, এক খাবলা নুন নিয়ে তরকারির মধ্যে দিয়ে দিবেনেগো কেলাদ্দা। আর তখন'ত মেজ বৌ দিদি, আমার কথা মতো রান্না ঘরের দিকে লুকিয়ে লুকিয়ে এক দৃষ্টিতে নজরেখেছিল। আর শালা বুড়া যখন তরকারিই এক খাবলা নুন দিয়ে, আবার একখাবলা নুন ডালে দিতে যাচ্ছিল, আর তখনিত মেজ বৌদিদি তার কিপটা শ্বশুরকে একে বারে হাতে নাতে ধরে ফেলল গো কেলাদ্দা।

ভোলার কথা শুনে কোচা বলল, কী...রে ভো...লা, এ.....এটাও নিশ্চয় তোর বুদ্ধিই।

ভোলা আবার হিহি করে হেসে বলল, দেখোনা দেখোনা, কালকেনে আমাকে আমার কিপটা মনিব নেশা করার জন্যে চারখানা ঘুষ দিয়েচে গো আবার।

পরক্ষণে ভোলা প্যান্টের পকেট থেকে চারানা বের করে বলল, এই দেখোনাগো কেলাদ্দা, চারানা আমার প্যান্টের পকেটে এখনও আছে।

কোচা বলল, হ্যারে ভোলা, তোকে কিপটা রতনারদা চারানা পয়সা নেশা করতে দিল?

ভোলা হেসে বলল, দিবেনে মানে নাহলে যে পাছে আমি সবাইকে এই কিপটা বুড়ার চোখে লঙ্কা ঘষার কথা বলে দিই।

ভোলার কথা শুনে সবমজুররা তাদের কাজ করতে করতে হা হা করে হেসে উঠল, হেসে পরক্ষণে সুবলা বলল, তোর কী বুদ্ধিরে ভোলা।

ভোলা আবার হিহি করে হেসে বলল, না আমি এখন যাই গো কেলাদ্দা। আবার আমাকেও এক্ষুনি তোমাদের সবার জন্যে জলখাবার বেঁধে বয়ে আনতে হবেগো কেলাদ্দা।

পরক্ষণে হাবলা ভোলাকে ডেকে বলে উঠল, আরে এই ভোলা, শুন শুন তুই আমাদের সবার জন্যে বেশি করে জলখাবার লিয়ে এসবি হ্যাঁ ভোলা।

হাবলার কথা শুনে ভোলা ঘাড় নাড়তে নাড়তে বলল, সেকি আর তোমাদেরকে আমাকে একথা বলতে হয়গো হাবলারদা। তোমরা এখানে যতজন আছ, তার চেয়ে আমি জনা পাঁচেকের জলখাবার জ্যাঠাইকে মিছি মিছি বলে বেশি করে তোমাদের সবার জন্যে মেপে মেপে জলখাবার আনবোগো হাবলারদা। নাহলে তো আবার ওই কিপটা বুড়া নিজে দাঁড়িয়ে থেকে মেপে মেপে তোমাদের জন্যে জলখাবার আনবে। তোমরা সারাদিন এই কিপটার ঘরে এত খাটা খাটুনি করবে, তাহলে তোমাদের কি আর ওই সেরে মাপা মুড়িতে পেট ভরবে গো। তাই আমি সেইজন্যেই তো তোমাদের পনের জনের জায়গায় কুড়ি জনের নাম করে তোমাদের সকলের জন্যে বেশি করে জলখাবার আনব গো।

ভোলার কথা শুনে হাঁদা তোতলে বলে উঠল, স...স..সত্যি ভো...ভোলা। তো...তো...তোর কি....কি..কি বু..দ্ধিরে। যা....যা, তু......ই এ.খন আ....মাদের জ.....ন্যে বে......শি ক.....রে তা.....ড়া....তাড়ি জ...ল খা.....খা.....খাবার আনগে যা।

ভোলা ঘাড় নেড়ে বলল, হ্যাঁগো হাঁদাদ্দা, তোমাকে আবার আমার এ কথা বলতে হয়? এই আমি দৌড়ে গেলুম আর এলুম বলে। এ কথা বলে ভোলা সত্যি সত্যিই সবমজুরদের কাছ হতে হি হি করে হাসতে হাসতে ঘরে চলে গেল।

পরক্ষণে পচা কাজ করতে করতে উঠে দাঁড়িয়ে বলে উঠল, দ্যাখলি তোরা আমি যা আঁচ করেছিলুম তাই হলগো কেলাদ্দা।

হাবলা বলল, শালা রতনার বাগালটা খুব শিয়ানা আছে বঠেত।

পরক্ষণে কেলু বলল, আমিও তো তাই আঁচ করেছিলুমরে আর আমি ভোলাকে এই কথাটাই বলেছিলুম। আর সত্যি হলও তাই গো কেলাদ্দা।

হাঁদা পরক্ষণে তোতলে তোতলে বলল, দে....দে..দেখেচু শা....লা, কি...কি....কিপটা বুড়া কে...মন ঢ্যা...ঢ্যা.....ঢ্যামনা। নি.....নিজে ত...ত....তরকারি নু....ন দি...বে, আ...র

শা.....শালা র....তনা খু....খু....খুড়া, ঘ...রের বৌ.....গুলা কে শু....ধু...শু..ধু যা...চ্চে তা...ই ক...করে বা....বাখান দি...দিবে, আ...র বৌ.....দের বা....খা..ন দি...য়ে ব....বলে কিনা, হা...হা...হারামজাদা ঝি...ঝি....ঝিয়েরা। খা...খা....খানকির ঝি.....ঝিয়েরা স.....সবদিন রা...ন্না থি...থি...থি খুবই।

কোচা বলল, সত্যি কেলু শালা কিপটা বুড়াটা বেশ আছে তো। মজুরেরা সব থালা থালা ভাত খাবে বলে তরকারিই লুকিলুকি নিজেই নুন দেয় আর দিয়ে কিনা রতনারদা, তার বৌদের উপর দোষ চাপায়। তাই বল কুলু রান্নির রান্না সবদিন এমনি এমনি নুন হয়ে যায় নাকিরে শালা ঢ্যামনার ব্যাটা রতন কিপটা।

পরক্ষণে হাঁদা আবার তোতলে বলে উঠল, আ...আর দে...খ প...প...পচাদ্দা, ব্যা...টা র..তন খু...খু..খুড়া এ...এত ঢ্যা....মনাকি পচা। শা....লা ভ....দ্দর ভ...দ্দর স...ব মে...য়া দের ঘরে এনে তা.....দেরকে কি....শা....স্তিটাই না.....দেয় গো। ঘরের বউ এরা য.....ন্দিনা কাঁ....কা..থে ঘুঁ....ঘুঁটে না দে...দেয়, তা....হলেতো আ.....আবার ওই খুড়া ওমন সুন্দর সুন্দর সব বৌ গুলোকে যা....যাচ্ছেতাই করে গা..লি গা...লাজ দে..য়গো। আ...আমি'ত নি..দের কানে এ....একদিন শু....শুনেছি গো প...প..পচাদ্দা। শা...লা খু..খুড়ার ক..ত প..য়..সা, শা...লা কেমন সুন্দর সুন্দর ঘরের বউ গুলোকে শু...ধু বা...খলা বা...খনি দে....য গো। আ..বার জানগো পচাদ্দা ওই শা..লার মে..জ বৌ..তো ও..ওমন শ্ব...শুরকে পা...ত্তাই দেয়নি। খু..খুড়ার ব..ড় ব্যা..টার বৌ...টা খু..খু..খুব ভা..ভা..ভাল কিনা, তা...ই ব...বড় বৌ...কেই খু..খু...খুড়াদ্দা পেয়ে বসেছে।

কোচা বলল, যা বলেচু মাইরি হাঁদা।

পরক্ষণে শঙ্কর বলল, আর শুধুকি তাই গো কেলাদ্দা শালা রতন কিপটার বাগাল ভোলা না হলে বলতেও পারেনে আবার রতনার দাকে জব্দও করতে পারেনে। শালা রতনারদাতো দমে কিপটা গো কেলাদ্দা, আবার রতনা বলে কিনা মাটির হাড়ির ভাত রান্না করতে, আবার কিপটা খুড়া সব বউদের বলে না কইগো রতনারদা বৌদের বলে কিনা যে মাটির হাড়ির ভাত খেলে পরে নাকি পেটের অসুখ হবেনে। আর শালা বতনারদার বাগাল ভোলাটাও হয়েছে তেমনি ঢ্যামনা, ভোলাতো তাঁর মেজ বৌকে কানে ফুসলান দিয়ে তিন চার বার ভর্তি মাটির ভাতের হাড়ি ভাঙিয়েছে। আবার শালা রতনারদার বাগাল মেজ বৌ এর কানে ফুসলান দিয়ে যুক্তি দিয়ে বলে কিনা দেখো মেজ বৌদিদি তুমি এক কাজ করবে তুমি না ইচ্ছা করেই হাড়ি ভর্তি ভাতকে তুলে কাছড়ে দিবে, তখন দেখবে তুমি মেজ বৌদিদি, তুমি এই রকম দুচার দিন করলেই না তাহলেই তোমাকে আর অত কষ্ট করে এই রকম মাটির হাড়িই

ভাত রান্না করতে হবেনে। দেখবে মেজ বৌদিদি, তাহলেই তোমার ঐ কিপটা শ্বশুর তোমাদেরকে রান্নার জন্যে আজ কালকার দামী অ্যালুমিনিয়ামের হাড়ি কিনে দিবে। জানগো কেলাদ্দা, শালা রতনার দাকে তার বাগাল আর মেজ বৌ না হলে জব্দ করতে পারেনে।

শঙ্করের কথা শোনে সবমজুররা জমিতে কাজ করতে করতে হা হা করে হাসতে লাগল।

পরক্ষণে হাঁদা তোতলে বলে উঠল, ক..ক..কবেরে শ...শ..শঙ্করারদা?

শঙ্কর বলল, সে অনেক দিনের কথা, হ্যাঁ, তাহলে বই কি বছর তিন চারেকের কথা।

পরক্ষণে হাবলা বলল, জানলে গো কেলাদ্দা আজ আমাদের সবাইকে ঐ কিপটা রতনারদার ঘরে জলখাবার আর খেতে হবেনে। শালা রতনারদার কীর্তির কথা শুনেই আমাদের সবার হেসে হেসে একেবারে পেট ভরে যাচ্ছে গো কেলাদ্দা।

কেলু হেসে বলল, যা বলেচু সত্যি মাইরি শঙ্করা।

পরক্ষণে হাঁদা তোতলে বলল, যা বলেছ শালা ভোলাটার আ..আর র.....তন খু...খু...খুড়ার মে..জ বৌটার বু...দ্ধি বঠে।

১৭

এদিকে ভোলা দৌড়াতে দৌড়াতে হাঁপিয়ে গিয়ে হাঁস ফাঁসিয়ে দু-চার হাত দূর থেকে তার মনিবকে ডেকে বলল, জ্যাঠা জ্যাঠা ও জ্যাঠা, আজকেনে আজকেনে অনেক বেশি মজুর কাজে লেগেছে গো।

ভোলার কথা শুনে রতন আশ্চর্য ভাবে বলে উঠল, হ্যাঁ! অনেক বেশি! হারে মুখ পুড়া কত বেশি মজুর হয়েচেরে? আজকে'ত এত বেশি মজুর হওয়ার কথা নয়।

মনিবের কথা শুনে ভোলা একটু খানি ভাবার ভান করে তার মাথা চুলকে ডান হাতের গাঁট গুনতে গুনতে মাথা নেড়ে বলল, নাগো নাগো জ্যাঠা কালকের চেয়ে জনা পাঁচেক মজুর বেশি হয়েছে।

ভোলার কথা শুনে রতন তার মাথা চুলকে একটু খানিক ভেবে মুখের ভঙ্গি করে মাথা নেড়ে বলল, নারে ভোলা উঁ-হু আজকে তো মোটেই এত মজুর হওয়ার কথা নয়। তুই নিশ্চয় আবার মিথ্যা কথা বলুঠ্ঠ তো রতন ভোলাকে মারার উপক্রম করে বলল, শালা হারামজাদা ভোলা, তুই ফের আবার আমার কাছে মিথ্যা কথা কই বঠু।

ভোলা ঘাড় নেড়ে বলল, নগো জ্যাঠা আমি সত্যি বলছি।

পরক্ষণে রতন ঘাড় নেড়ে মুখের ভঙ্গি করে বলল, না তোকে আমার মনে হয় কেমন যেন সন্দেহ সন্দেহ লাগে বঠে। তুই নিশ্চয় মাঠে না গিয়ে আবার ফের তুই ডাক পাখির পেছন পেছন ছুটতে গেইলু না হারামজাদা। আর সেই জন্যেই তুই এখনও এত হাঁস ফাঁস করু বঠু না। আবার তুই জমিনে কজন মজুর হয়ে বঠে তা না দেখতে যেয়ে আন্দাজে নিজের চোখে না দেখে ঢিল মারু বঠু না হারামজাদা?

মনিবের কথা শুনে ভোলা ভেঙচি কেটে বলল, উঁ, তোমার যদি আমাকে এতই সন্দেহ সন্দেহ লাগছে, তাহলে তুমি নিজে গিয়েই দেখে এসনা। তোমার জমিতে কজন মজুর লেগেছে তুমিও গিয়ে দেখনা, ওই একি মজুর হয়েছে। এই আঙ্গুল গুনে গুনে জনা পনর কুড়ি জন হবে।

ভোলার কথা শুনে রতন বলল, ওরে বাবারে, আবারও যায় ওতটা রাস্তা এই কাদায় কাদায়, না তার চেয়ে আমি তোর সঙ্গে একেবারে জল খাবারটা লিয়েই যাব, কী বল ভোলা?

ভোলা ঘাড় নেড়ে বলল, হ্যাঁ গো জ্যাঠা, তাই যেও, না হলে যা মাঠে কাদা না।

পরক্ষণে রতন তার নিজের স্ত্রীকে হাঁক মেরে বলল, কিগো বিমলার মা, তুই কুথায় গেলি, তুই এবার সব মজুরদের জন্যে তাড়াতাড়ি জলখাবার লিয়ে যাবার ব্যাবস্থা কর।

স্বামীর গলা শুনতে পেয়ে রতনের বৌ বলল, ঠিক আছে, ঠিক আছে মাঠে যা দিবার তাই দিয়ে দিচ্ছি।

রতন আবার তার স্ত্রীকে ডেকে বলল, বলি এই বিমলার মা শুন বঠে তুই কিন্তু একদম মজুরদের জন্যে বেশি বেশি করে মুড়ি দিবিনে বলে দিলুম। সেরে করে মেপে মেপে প্রত্যেককে একসের করে মুড়ি দিবি নাহলে পারা শালা মজুরদের যতই দিবি ওরা ততোই খেয়ে মরবে। উঁপরের পেলে শালা ব্যাটাদেরতো খুব মজা। একে বারে সব শালারা ডোল ভর্তি করে খেয়ে মরবে, সব শালারা পরের পেয়ে এমন খেয়ে মরবে যেন উঠতে বসতে পর্য্যন্ত পারে নেগো। শালা দিকে যেমন কতকাল আর ঘরে খেতে হবেনে। বলি, বিমলার মা, এত একসঙ্গে ডোল ভর্তি করে খেলে পারা কেউ কখনও বেশি কাজ করতে পারবে নাকি শুনি? শেষে এত এত সব শালারা খাবার খেয়ে কাজ না করে হাঁস ফাঁস করতে করতে জমির আইড়ে বসে সময় কাটাবে।

তাই তোকে বলি কি শুন বিমলার মা, সবাইকে কম কম করে মুড়ি খেতে দিবি। আর এখন সবার জন্যে তাই সেরে মেপে এত সের করে মাঠে মুড়ি দে বঠে।

এদিকে ভোলা মনিবের কথা শুনে খিল খিল করে হাসতে লাগল। হেসে ভোলা দাঁত চিপে বলল, শালা কিপটা চিটাল চুয়াড় বুড়া কোথাকার। এখনও মরেও নে, কথা বলার কোন ছিড়ি ছাড়া ভঙ্গি ভাঙ্গা চাল চুলো দেখলে মরে যায়। সব সময় অভদ্দর অভদ্দর ভাষায় কথা বলা। লও বঠু, খাও বঠু, খাও বঠু হুঁ কথা বলার ছিরি দেখনা।

পরক্ষণে রতনকে তার স্ত্রী দাঁত চিপে গালি দিয়ে বলল, ও মরণ জ্বালা, হাড় মাস জ্বালা নো কিপটে বুড়া কোথাকার। আমার চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যাও বলছি। বললাম মত যা দিবার আমি দিয়ে দেব। তোমাকে আবার এখানে কে আঁট গেড়ে বসতে বলল শুনি? যাও বলছি, যাও এখান থেকে দূর হও। তোমার জন্যে বৌমাদের কাজের অসুবিধে হচ্ছে।

রতন স্ত্রীর উপর রেগে গিয়ে গালি দিয়ে বলল, তোকে আমি যা বললুম শালি, তুই এখন তাই করত দেখি। জনা দশ বারোর জন্যে একটা বস্তায় করে জল খাবার বেঁধে দে। একদম বেশি বেশি করে মুড়ি দিবিনে বলে দিলম। যদি মুড়ি লসকান হয়নে তাহলে তুই শালিকেই ঐ মাঠের ফেরত মুড়ি খাওয়াব।

রতনের কথা শুনে তার বৌ রেগে গিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে স্বামীকে বলল, তবু আমার চোখের সামনে থেকে দূর হওনে। এই রকম হাড় কিপটে বুড়া জগতে একটার বেশি আর দুটা কখনও মিলবে নারে বাবা, হা ভগবান তুমি কেনে যে এই কিপটালোকটাকে মানুষ করে পাঠালে। তা তুমিই জান ভগবান, মানুষ পেটের জ্বালায় লোকের দুয়ারে দিন মজুরের কাজ করতে এসেছে। কোথায় মানুষকে তৃপ্তি ভরে শান্তি করে দুমুটো পেট ভরে খেতে দিবে, না করে হাড় জ্বালানা বুড়ার এখানেও কিপটামি।

পরক্ষণে রতন স্ত্রীর কথা শুনে সেখান থেকে বাইরে বেরিয়ে আসার সময় বিড়বিড় করে বলতে লাগল, শালি তুইও শালি আমার কিপটামিটা দেখলি শালি। শালি আমিত তোরি ব্যাটাদের জন্যে কিপটামি করে এই ধনদৌলত বিষয় আসয় এত সব, সবি করি বঠরে শালি। আর শালি আমাকেই কিনা গাল দিয়ে বলু বিলুঠি দূর হউ আমার চোখের সামনে থেকে তো রতন নিজের স্ত্রীকে এই ভাবে গালি দিতে দিতে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল।

এদিকে আবার রতন সামন্তর জমিতে সব মজুররা কাজ করতে করতে তাঁরি কান্ড কারখানা নিয়ে তারা সবাই নিজেদের মধ্যে গল্প করতে লাগল। তো রতনের কীর্তি কলাপের কথা কইতে কইতে মজুররা সব কাজ করতে করতে হাসতে লাগল।

পরক্ষণে হাঁদা হাসতে হাসতে তোতলে বলে উঠল, ব...ব...বলি এ...এই শ...শ..শঙ্করদা। তু.....তু...তুইতো খু..ব ভা...ল গা...ন গা..ই..তে পা..রু রে, তু..ই এ..একটা র...তন খু...খু..খুড়া কে লি...য়ে বি..বি...বিনিয়ে গা...ন ধ....র...দি..খিনে। কা..জ ক..ক..করতে করতে গা...ন না শু..শুনলে পা..পারা কাজে ম..ন প..ড়ে নি..রে শ...শ..শঙ্করদা।

হাবলা হেসে বলল, হ্যাঁরে, শঙ্করারদা কাজ করতে করতে গান না শুনলে পারা কারও কাজে মন পড়ে, তুই ঐ কিপটা রতনার দার একটা গান ধর দিখিনে।

শঙ্কর হাসতে হাসতে মাথা নেড়ে আলতো ভাবে তোতলে বলে উঠল, তোরা সবাই ঐ কিপটা রতনারদার গা-গান শু...শুনবি বলুঠ্। তোরা শু..শুন তাহলে, বলি এই কেলাদ্দা, তোরা একটু লক্ষ্য রাখবিরে ঐ রতনার দা আমাদের জন্যে জল খাবার লিয়ে এসে বঠে নাকি। আমি এখন ঐ রতনার দারি গান ধরি বঠি, আর শালা রতনারদা যদি একটি বার আমার মুখে তার নামে গান শুনেনে, তাহলে তো রতনারদা একেবারে নেঙটা হয়ে বাখানে বাখান দিয়ে জল বসি দিবেরে।

শঙ্করের কথা শুনে সবাই হাহা করে হেসে উঠল।

পরক্ষণে শঙ্করা জমিতে চাষের কাজ করতে করতে মাথা নাড়তে নাড়তে গান গাইতে লাগল। শঙ্করা গান ধরে সুর করে বলতে লাগল—

"ও শুনরে ভাই শুন তোরা সবাই
আমরাও আঁচ করেছিল ঐ কারণটাই
শালা কিপটা ব্যাটার মুখের জায়গায়
নিজেই গুঁজল চোখে কাঁচা লঙ্কা
আর তার মেজ বৌ ধরল তরকারিই নুনের কারণটা
উ-শালা কিপটা ব্যাটার, উ শালা কিপটা ব্যাটার
জুটেছে এক শিয়ানা বাগালটাও
ঐ বাগাল ব্যাটা করবে তোর সর্বনাশ
আমরা তোর চালাকি করব ফাঁস

ওহ যেমন মনিব তেমনি চেলা
তোর সবশেষ করবে ঐ বাগাল ভোলা
ওরে ও কিপটা ব্যাটা রতন
তোকে তোর বৌএরা করবেনি কোন যতন।"

শঙ্কর রতনের সম্পর্কে কাজ করতে করতে তার মাথা নাড়তে নাড়তে এই ভাবে গান গাইতে লাগল। আবার কেউবা তার গান শুনে গানের মাঝে মাঝে হেসে বলে উঠল, আহা আর তার গান শুনে সবাই কাজ করতে করতে হেসেই চলল।

কিন্তু এমন সময় হঠাৎ হাঁদা তোতলে রতন সামন্তকে দেখে বলে উঠল, ও...ওরে শ.....শঙ্করারদা, ব....বলি তু...ই এ...খন থা...থাম। তো..কে আ....র এ..খন গা..ন গা..ইতে হ..বেনেরে। দে...খচু শ...শ...শঙ্করারদা, ঐ...শা...লা..শালা র..তনা খু..খু..খুড়া আ...মাদের জন্যে জ..জল খা..বার লি..য়ে এসে ব...বঠেরে। আর বেশি দূ...দূরে নয়। এই সা..সামনে চলে এ...সে ব..ঠেরে, ভা...ভাগ্যিস আ..মি ব্যাটাকে দেখে ফে..লেচি, না..হলে শ...শ..শঙ্করারদা তো...র মু...খে য...যদি এক বার এই রকম ঐ কি....পটা খুড়া গা...ল শু..শুনলে পা...রানা। তাহলে তোকেও আর রতন খু...খু..খুড়া রক্ষা রাখবে নিরে। আর সেই সঙ্গে আ...মাদেরকেও রতন খু..খুড়া যা..চ্ছে তা..ই ক..রে বা..খানে বা..খান দিয়ে জল বসি দিবি রে।

অঙ্গ ভঙ্গি করে হাঁদার কথা শুনে উঠে দাঁড়িয়ে রতনের দিকে তাকিয়ে মুখ বাঁকিয়ে দাঁত চিপে গালি দিয়ে আবার বলল, উঁ শালা কিপটা ব্যাটা রতন, তোকে তোর বৌএরা করবেনি কুনু যতন আবার তোকে তোর বাগাল ভোলা মারবে যখন তুই বুঝবি তখন।

শঙ্করের কথা শুনে আবার সব মজুররা তাদের কাজ করতে করতে হা হা করে হেসে উঠল।

এদিকে রতন জমিনে এসে দেখল যে ভোলা যা বলেছিল তার চাইতে জনাপাঁচেকে মজুর জমিতে কম কাজ করছে। আর রতনের তো তাই দেখে তার চোখ একেবারে কপালে উঠে গেল। তো রতন তাই দেখে ভোলার উপর রেগে গিয়ে তার চোখ কপালে তুলে গালি দিয়ে ঘাড় নেড়ে দাঁচ চিপে বলল, শালা হারামজাদা বাগাল তুই যে তাই জমিনে এসে কত জন লোক কাজ করছে দেখে গেইলু বঠে। তাহলে এত লোক কম কেনেরে হারামজাদা ভোলা। তাহলে আমি এতক্ষণে বুঝেছি বঠে আর ধরেও ছিলুম তাই, তখন তুই শালা বাগাল নিশ্চয় জমিনে এক্ষুনি! তুই ফের আবার ডাক পাখির পেছন পেছন দৌড়াতে গিয়েছিলি না বঠে শালা হারামজাদা বাগাল।

মনিবের কথা শুনে ভোলা একহাতে জলের পাত্র আর একহাতে বাসন পত্র ব্যাগের মধ্যে ঝুলিয়ে নিয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, নাগো জ্যাঠা আমি সত্যি বলছি। আমিও সত্যি সত্যিই জমিতে এসেছিলুম। আমি আজ ডাক পাখির পেছন পেছন ছুটতে জায়নেগো জ্যাঠা। আর আমি তখন তো এসে তাই দেখলুম গো জ্যাঠা। জানলে জ্যাঠা তাহলে আমার মনে হয় ঐ লোক গুলা নিশ্চয় অন্য লোকেদের মজুর আর এই আমাদের জমিনের গোড়ায় এসে আইড়ে বসে বসে সেই লোকগুলা সব গপ্প করছিল। আর সেই সঙ্গে বসে বসে তারা চটাও টানছিল।

ভোলার কথা শুনে রতন মজুরদের কাজেই বলে উঠল, হ্যাঁ! কী! এরা আমার কাজ বন্ধ করে দিয়ে জমির মধ্যে লোক জুটিয়ে আইড়ে বসে গপ্প করছিল। আবার চটাও টানছিল।

রতনের কথা শুনে শঙ্কর বিড় বিড় করতে করতে চোখের মুখের ভঙ্গি করে বলতে লাগল, শালা তোকে তোর ঐ বাগাল ভোলাই শায়েস্তা করবেরে শালা। ভোলা তুই তোর ঢ্যামানামি চালি যা ভোলা, তুই এলিগে সবার বোম ভোলা। আবার তুই হলিগে কিপটা রতনার ঢ্যামনা চেলা।

পরক্ষণে ভোলা তার হাতের সমস্ত কিছু জমির আলে নামিয়ে দিয়ে মনিবকে বলে উঠল, নাগো জ্যাঠা এরা কোনো এদের কাজ বন্ধ করে দিয়ে গপ্প করবে। ও এরা তোমার জমিনে ঠিকি কাজ করছিল। আর ঐ লোক গুলা জমিনের আলে বসে গপ্প করছিল। আবার তার সঙ্গে সঙ্গে ওরা চটাও টানছিল, তুমি কি তোমার মজুরদের চটা দিয়েছিলে কি বল জ্যাঠা, তাই এরা তোমার কাজ বন্ধ করে দিয়ে চটা টানবে?

রতন মুখের শব্দ করে অঙ্গ ভঙ্গি করে পস্তাতে লাগল। পরক্ষণে রতন মুখের ভঙ্গি করে ভোলাকে বলল, এখন দেখতরে ভোলা এবার এত গুলান মুড়ি শুধু শুধু নষ্ট হবে। জানলু শালা তুই হারামজাদা ভোলা, তুই না যেখিনেই যাবি তুই সেখিনেই কিছু একটা গন্ডগোল না বাঁধিয়ে ছাড়বিনে।

সব মজুরেরা জমিতে কাজ করতে করতে রতনের কাছে ভোলার চালাকি দেখে হাসতে লাগল। হাসতে হাসতে হাঁদা তোতলে সবাইকে বলে উঠল, ও...ওরেস শা..লা। ভো...লাতো! দমকা ঢ্যা..মনা সিয়ানা চা..লাক।

পরক্ষণে রতন জমির আলে মুড়ির বস্তা নামিয়ে বলল, এই ভোলা, তুই এদেরকে ঠিকঠাক করে খেতে দে। ততক্ষণা আমি এক বার পাঁই করে জলার জমিটা একটু খানি দেখে এসি বঠে। আর শুন হারামজাদা ভোলা, প্রথমে সবাইকে কম কম করে

খেতে দিবি। তার পর চাইলে আবার তোর হাতের মুঠা মুঠা করে পুয়া মেপে মুড়ি দিবি। না চাইলে আর নিজের থেকে ঐ রক্ষস গুলাকে একদম মুড়ি দিবেনে বাকি মুড়ি ঘরকে ঘুরে লিয়ে যাবি। সেই মুড়ি গুলান আবার কালকে ঘুরে এনে রাক্ষস ব্যাটাদের জন্যে আনতে হবে।

পরক্ষণে রতন মজুরদের হাঁক মেরে ডেকে বলে উঠল, এই তোরা এবার সবাই খেয়ে নেরে তোদের জন্যে অনেক্ষণা খাবার এসে গেছে। নইলে পারা আবার এই বর্ষার জলে বস্তার মুড়ি মিহি যায় বঠে। আর হ্যাঁ বঠে এই ভোলা, সবাইকে দেখে খেতে দিবি বঠে আমি এখন জলার জমিই চলি বঠি রে ভোলা।

রতনের মুখ হতে এই ধরনের কথা বার্তা শুনে উপস্থিত মজুর সবাই হাসতে লাগল।

পরক্ষণে ভোলা ঘাড় নেড়ে বলল, হ্যাঁগো জ্যাঠা, ঠিক আছে, তুমি তাই যাও।

পরক্ষণে রতন এই কথা বলে দিয়ে দুপা পিছনে ফিরে জমির কাছ হতে এগুতে না এগুতেই ওমনি ভোলা ভেঙচি কেটে বলে উঠল, তোর কিপটা গিরি বার করব আমি, এত জনার এই কটি মুড়ি এনে আবার বলে কিনা বাকি মুড়ি কালকে খাওয়া হবে। উঁ আবার বলে না কই বাকি মুড়ি সবাইকে দুটি দুটি করে দিয়ে ঘরে ঘুরে নিয়ে যাবে। আমি মুড়ি ঘরে নিয়ে যাব বেশটি করে। ভোলা বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে বলল, এই কাঁচ কলাটি সব মজুররা খেতে না পারলেও তবুও আমি দের সবাইকে বেশি বেশি করে পেঠ ভর্তি করে খাওয়াব আর ওরা না খেতে পারলে বাকি মুড়ি এই বিলের জলে ভাসিয়ে দিয়ে যাব।

ভোলার কথা শুনে সব মজুররা হাসতে লাগল।

পরক্ষণে ভোলা আবার হেসে বলল, এই যে তোমরা তাড়াতাড়ি খেয়ে নিবে এসগো। নাও নাও তাড়াতাড়ি খেয়ে নিবে এস, এই সময় আমার কিপটা মনিব নাই, নইলে পারা আবার এক্ষুনি কিপটা বুড়া চলে এসবে। আবার তোমরা শুনলেতো নিজের কাজে আমাকে আমার মনিব কি বলে গেল। আমাকে আমার মনিব বলে গেছে তোমাদেরকে কম কম করে খেতে দিতে। তোমরা তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে খেয়ে নিবে এস দিখি। নাও নাও তোমাদের আর এখন অত হাসতে হবেনে, শালা কিপটা বুড়া এই কটি মুড়ি নিয়ে এসে বলে কিনা সবাইকে দুটি দুটি করে মুড়ি খেতে দিয়ে বাকি মুড়ি ঘর নিয়ে চলে যাবি। উঁ, বললেই হল, আমি নিয়ে গেলে'ত।

ভোলার এই রকম কথা বার্তা শুনে সব মজুররা হি হি করে হেসে যেতে লাগল।

পরক্ষণে কেলুচরণ হেসে বলল, সত্যি তুই-ই পারবি ভোলা তোর মনিবকে জব্দ করতে। তুই হলি রতনার দার জব্দ মুগর। আবার তুই হলি বোম ভোলা নইরে ভোলা।

কোচা বলল, যা বলেছ কেলু, নামটা ওর ভোলা হলে কি হবে। শালা ভোলার শিয়ালের মত বুদ্ধিরে, শালা ভোলা তুই বেশ চালাক'ত।

ভোলা হেসে বলল, নাগো কেলাদ্দা, আমার নাম ভোলা নয় আমার নাম হলগে ভ-ও-লা-সমান ভোলা।

কেলু ভোলার কথা শুনে হেসে বলল, ঐ হল ত-বঠে।

পরক্ষণে ভোলা হাত নাড়তে নাড়তে ঘাড় নেড়ে বলল, নাওগো আর এখন তোমাদের অত কথা কইতে হবেনে। এখন তোমরা সকলে তাড়াতাড়ি খেয়ে নাওতো আমি তোমাদেরকে তাড়াতাড়ি খাইয়ে কেটে পড়ব।

হাঁদা তোতলে বলল, শা....শা..শালা এ...ই ভো...লা, তো..র কী...করে এ...ত বু..দ্ধিরে।

ভোলা বলল, বললাম না তোমাদেরকে এখন আর কোন কথা না কইতে, এই সময় তাড়াতাড়ি যত খুশি পেট ভরে সবাই মুড়ি খেয়ে নাও। আমি মিথ্যা কথা বলে তোমাদের জন্যে বেশি বেশি করে জল খাবার এনেছি নইলে আবার এখুনি ঐ কিপটা বুড়া চলে এল বলে কথা।

হাবলা হাতে ডিশ নিয়ে ভোলার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ ঢাল ঢাল ভরতি ভরতি করে ডিশে মুড়ি ঢাল। শালা কিপটা রতনারদার কাঁচা লঙ্কা আর মুড়ি চালাগোও কেলাদ্দা।

পরক্ষণে সব মজুররা যে যার মুড়ির ডিশ নিয়ে জমির আলের মধ্যে উবু হয়ে খেতে বসল।

পরক্ষণে হাঁদা মুড়ি খেতে খেতে মুখে একমুখ মুড়ি নিয়ে বাঁহাতে কাঁচা লঙ্কা নিয়ে উপর দিকে তুলে দেখিয়ে তোতলে তোতলে বলে উঠল, দে...খোগো কে...কে..কেলাদ্দা। ল..ঙ্কা দে..খো, শা...লা র...তন খু..খু..খুড়া এ..ত কিপটা আ...মাদেরকে ল...ঙ্কা মু...ড়ি খা..ওয়াবে তা..ও আ...বার এ...ই টু...কু কাঁ...চা লঙ্কা।

ভোলা হেসে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমরা আমার মনিবের কাছে এই কাঁচা লঙ্কা মুড়ি খাচ্ছ, এটাই যথেষ্ট। আর তোমাদের ভাগ্যও ভাল। নাও তোমরা আর কেউ মুড়ি নিবে নাকিগো কেলাদ্দা।

কেলুচরণ মুখে একমুখ খাবার নিয়ে নিজের ডিশটা ভোলার দিকে এগিয়ে দিয়ে

আদো আদো ভাষায় বলল, তুই এত করে বলুঠ্ঠ যখন, তাহলে আছেত দুটি দে তখন।

ভোলা কেলুচরণকে মুড়ি দিয়ে বলল, এই নাও যা মুড়ি আছে তোমরা সবাই তারাতারি করে খেয়ে নাও।

পরক্ষণে কোচা তার মুড়ির ডিশটা ভোলার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, ঠিক আছে দে তাহলে দুটি, এই সময় বেশি করে চারটি খেয়েই লিই বঠে।

সবারির খাওয়া হয়ে যেতে পরক্ষণে হাঁদা তার পেটে হাত বুলাতে বুলাতে তোতলে তোতলে বলে উঠল, জা..জা..জানুলু ভো..লা, তো...র জন্যে আ..জ আ..মাদের স...কলের দ...মকা খা..খা..খাওয়া হ..ল..রে ভো ..লা। তু...ই খু...ব ভা..লোরে ভো...লা। সবদিনের চা...ইতে আ..জকে কাঁ...চা ল...ঙ্কা মু...ড়িটা বে...শ ভা...ল করে আ..রামসে পে...ট ভর্তি করে খা..খা..খাওয়া হো..লরে ভোলা।

হাঁদার কথা শুনে ভোলা ঘাড় নেড়ে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ ঢের হয়েছে এখন দাও দাও তোমরা সব বাসন পত্তর গুলা এখন আমায় তাড়াতাড়ি দাও দিখিনে। তোমাদেরকে আর অত আমার গুণ গান গাইতে হবেনে, নইলে আবার এখুনি কিপটা মনিব চলে এল বলে কথা।

ভোলার কথা শুনে শঙ্কর হেসে বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ তুই এবার যা বঠে।

ভোলা সকলের খাওয়া হয়ে যেতে সে পরক্ষণে বাসন পত্র বস্তার মধ্যে গুছিয়ে নিয়ে পিঠে করে বয়ে নিয়ে মাঠ হতে ঘরে চলে এল।

ভোলা চলে যেতেই পরক্ষণে সুবলা বলে উঠল, জানলি হাঁদা, এই রকম বাগাল না হলে পারা শালা তোর ঐ রকম কিপটা রতন খুড়াকে জব্দ করা যাবে নেরে। আর ঐ বাগাল ভোলাই একমাত্র রতন সামন্তকে জব্দ করতে পারবে রে। চল চল আর খেয়ে দেয়ে জমির আইড়ে বসুনে, শালা রতন এখনও আমাদেরকে বসে থাকতে দেখলে পারা আবার নইলে সবার এখুনি বেতন কেটে রেখে দিবে।

হাঁদা তোতলে বলে উঠল, আ...রে এ..ই সুবলারদা আ..র এ..কটু খানি ব..সনা এখনও তো রতন খু...খু..খুড়া এ..সেনিতরে, আ...জকে যা..পেট ভ..রে খাওয়া গে..লনেরে হা...বলার দা, দ..মকা খা..ওয়াগেল।

এই ভাবে সব মজুররা জল খাবার খেয়ে দেয়ে জমির আলে বসে কিছুক্ষণ ধরে গল্প করতে লাগল। এমন সময় রতন দূর হতে দেখল যে, এখনও সবমজুর জমির আলে বসে রইছে আর রতন দূর হতে চোখের কাছে দু-হাত রেখে তাই দেখে তো বলে উঠল, আর এয়ে দেখছি সব মজুর গুলা এখনও পেট মোটা করে খেয়ে দেয়ে

জমির আইড়ে বসে গপ্প করে বঠে। কতখানি সময় হয়ে গেল আর এখনও কিনা সব হারামজাদারা জমিনে কাজ করতে নামেনে। জমিনের আইড়ে বসেই সব গপ্প করে চলে বঠে গো, এখনও এদিকে আবার ভোলাটাকেও দেখতে পাওয়া যায়নে গো। শালা হারামজাদা বাগালটা বোধ হয় পালিয়েগেছে গো, না আমি এখন সব মজুরদের কাছে যাই। গিয়ে দেখি বঠে কতটা কাজ হল বঠে।

পরক্ষণে রতন তাড়াতাড়ি করে মজুরদের কাছে আসার জন্য কাদামাটিতে জমির আলে আলে নটর পটর করে হাঁটতে লাগল। তো কাদা মাটিতে তাড়াতাড়ি হাঁটতে গিয়ে কয়েপা যেতে না যেতেই রতন ওমনি পা পিছলে গিয়ে বিলের কাদা জলে ধপাস করে চিৎপটাঙ হয়ে কাছরে খেয়ে বসল। আর তখন'ত রতন জলকাদায় কাছার খেয়ে গোটা শরীরের কাদা মাটি মাখা হয়ে গেল। আবার শুধুকি তাই, তাঁর সমস্ত মুখেও এমন কি রতনের পেটে গিয়ে ঢুকল। তাই রতন কাদা মাটিতে কাছার খেয়ে কাঁদো কাঁদো ভাবে মুখের ভঙ্গি করে বলতে লাগল ওরে বাবারে ওরে মারে, আমি আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলুমরে গোটা গায়ে আমার কাদা মাখা হয়ে গেল বঠে রে। রাম রাম রাম, আবার আমার পেটেও গেল বঠে। শালা ভোলাটা ও আবার আমার কাছে এখন নাই বঠে। শালা ভোলাটা এই সময় থাকলে পারা আমার কত কাজে লাগত বঠে। ভাগ্যিস আমি এই কাদা জলের মধ্যে পড়েছিলুম, নইলে পারা এক্ষুনি শুকা মাটি হলে পারা শালা আমার কোমরটা ভেঙে যেতো বঠে গো। তো রতন বিলের মধ্যে কাদা মাটিতে কাছার খেয়ে আবার এ কথা বলতে লাগল কাদা জল খেয়ে উপুর হয়ে বসে বসেই একথা বলতে লাগল।

রতন পরক্ষণে গোটা গায়ে কাদা মাটি মেখে ভূতের মতো হয়ে সব মজুরদের কাছে এসে হাজির হ'ল।

এদিকে তো আবার সব মজুররা রতনের ও তার বাগাল ভোলার সম্পর্কে কথা বার্তা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগল, রতন যে আবার তাদের সবার কাছে কাজ দেখতে আসবে সেদিকে তাদের ভ্রূক্ষেপ রইল না। তো রতন সব মজুরদের কে জমির আলে বসে থাকতে দেখে এমন সময় হঠাৎ তাদের কে কাছে এসে কয়েক হাত দূর থেকে সবাইকে ডেকে বলে উঠল, কীরে তোরা সেই কখন থেকে খেয়ে দেয়ে এখনও জমির আইড়ে বসে গপ্প করু বঠু? বলি, তোরা হারামজাদারা আমার কাজ করতে এসু বঠু, নাকি গপ্প করতে এসু বঠুরে? বলি, তোরা যদি এখনও বসে আছু তাহলে আমার কাজ করবি কখনরে সব শালার।

পরক্ষণে সব মজুবরা রতনের হঠাৎ সাড় পেয়ে থতমত খেয়ে চমকে উঠল, কিন্তু রতনের সারা শরীরের দিকে তাকিয়ে কাদা মাটি মাখা দেখে সবাই হেসে উঠল।

পরক্ষণে রতন সবার হাসি দেখে রেগে গিয়ে গালি দিয়ে বলে উঠল, শালা, আমাকে দেখে তোদের খুব হাসি পাই বঠে না শালারা।

পরক্ষণে কেলু হেসে বলল নাগো রতনারদা আমরা বেশি ক্ষণ বসিনে। কেলু তার হাত বাড়িয়ে আঙ্গুল দেখিয়ে বলল ঐ দূরে যাইযে গো রতনারদা তোর বাগাল ভোলা আমাদেরকে জল খাবার খাইয়ে এই সবেমাত্র যাচ্ছে গো রতনারদা, তোর বাগাল ভোলা এখনও গাঁ কোলে ঢুকে নেগো রতনারদা।

রতন কেলুচরণের কথা শুনে তার চোখের সামনে হাত রেখে দেখল সে সত্যি সত্যিই ভোলা এখনও মাঠ থেকে ঘরে যাচ্ছে নাকি, কিন্তু রতন তার বাগাল ভোলাকে আর তার চোখের ঠাওর করতে পারল না।

এমন সময় চুপি চুপি সুবলের কানে হাঁদা আস্তে করে তোতলে হেসে বলে উঠল, দ্যা..খ সু...সু. .সুবলারদা, শা..লা কা..দা মা..টি মে..খে এ..কে বা..রে ভূ..ভূ..ভূত হয়ে গে...ছেরে।

হাঁদার কথা শুনে হাবলা মুখে আঙ্গুল দিয়ে আস্তে করে হেসে বলল, চুপ রতনাদা এক্ষুনি শুনে ফেলবে।

পরক্ষণে কোচা সবাইকে বলল, এই লে..লে..লে সাবই নইলে এবার লেরে লে উঠ। সবাই এবার জমিনে নাম দিখিনে, তোদের কাজ সারতে বেলা চলে যাবে যে. নইলে আবার তোরা কখন ধান রুইবি শুনি?

রতন বলল, হ্যাঁ হ্যঁা তোরা এই বার তাড়াতাড়ি উঠ বঠে। নইলে আবার আজকে কাজ শেষ করতে পারবিনে বঠে তোরা। আমি এক্ষুনি ভোলাকে দিয়ে তোদের সবার জন্যে জল পাঠাই বঠি। আবার সেই সঙ্গে তোদের কাজও দেখতে, তোরা কাজ করু বঠু না বসে থাকু বঠু। তাই দেখতে আমি এক্ষুনি ভোলাকে তোদের কাছে পাঠায় বঠি, এই আমি এখন চললুম তোদের কাছ হতে।

পরক্ষণে রতন সত্যি সত্যিই কাদামাটি মাখা অবস্থায় সব মজুরদের কাজ হতে বিল থেকে ঘরে চলে এল।

এদিকে হাবলা রতন চলে যেতেই কাজ করতে করতে সবাইকে বলল, দেখলি তোরা সবাই শালা কিপটা ব্যাটা রতন একেবারে হাল করে বিলে কাছার খেয়ে গোটা গায়ে কাদা মেখে মরেচেগো। শালা রতনারদাকে একেবারে চিনা যায় নেগো সুদ্দান।

শালা ব্যাটাকেতো দেখলে মনে হয় কুথা থেকে আস্ত একটা জ্যান্ত ভূত উঠে এলরে বাবা।

হাবলের কথা শোনে সবাই হাসতে লাগল। হেসে পরক্ষণে সুবলা বলে উঠল, দেখ কেলাদ্দা, চলদিখিনে আমরা কুথাও অন্যের কাজে পালি যায়। আমরা আর এই কিপটার ঘরে কাজ করবনে। সে রতনারদা আমাদেরকে পরিশ্রমের পয়সা দেয় দিবে, না দেয়, না দিবে। আর আমার তো মনে হয় তুই দেখবিও কেলাদ্দা আমাদেরকে জমির আইড়ে এতক্ষণা বসে থাকতে দেখেছে, আর আজকেও আমাদের সবাইকে রতনারদা কম বেতন দিবে।

সুবলের কথা শুনে কেলু ঘাড় নেড়ে বলে উঠল, যা বলেচু তুই মাইরি সুবলা। এই রতনারদার ঘরে আজ আর কাজ করতে হবেনে, ঢ্যামনামি করে একদিন সবাই কাজ ফেলে রেখে পালি চল দিখিনে। আর না হয় এই রতনারদার ঘরে কাজ করতেই এসবনে, সে যে কেউ রতনারদার ঘরে কাজ করতে এসতো এসবে।

পরক্ষণে কেলু কাজ করতে করতে তার হাতের ব্যন (ধান চারা) গুলাকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল, ধূত তেরিকা, নিকুচি করে বঠে এই কিপটার ঘরে কাজ করাকে।

কোচা ও বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, চল এইবার সবাই এই কিপটার জমির এখিন থেকে চল পালাই, আবারও এই কিপটার ঘরে, এই কিপটার মরে আর নয়। একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে কোচাও তার হাতের ব্যান গুলা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। আবার তার সঙ্গে সঙ্গে সব মজুররাই তাদের হাতের বান গুলা জমির দূর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল। আর তার সঙ্গে সঙ্গে হাঁদা তার হাতের বাকি ব্যান গুলা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল, ধূ..ধূ..ধুর শা...লা, তো...র ঘ..রে কা...জ ক...রাকে নি..নি...নিকুচি ক..রেচি।

এই ভাবে রতনের জমিতে বর্ষায় চাষের কাজ করতে করতে মাঝখান থেকে সব মজুররা বিল হতে উঠে চলে গেল।

এদিকে রতন মাঠ হতে গায়ে কাদা মাখা অবস্থায় ঘরে এসে ভোলার নাম ধরে ডেকে বলল, বলি ভোলা, হারামজাদা ভোলা, তুই কুথায় গেলি? বলি, তুই এক্ষুনি একবার মাঠ যা দিখিনে, গিয়ে দেখে আয় বঠে যা সব মজুররা জমিনে ঠিক ঠাক কাজ করে বঠে নাকি। এতনাক্ষণে সবাই আবার কাজ বন্ধ করে দিয়ে ফাঁকা পেয়ে সব শালারা গপ্প জুড়ে বসে আছে নাকি বঠে। তাওতো ওই শালাদের কে বিশ্বাস নাই বঠে।

মনিবের গলা শুনতে পেয়ে ভোলা গোয়াল ঘর থেকে বেড়িয়ে এসে মুখ নীচু করে বলে উঠল, আঃ তোমার আবার কি হল ব'লত, এই তো সবে মাত্র মাঠ হতে এলুম। আবার এই জল কাদায় কাদায়।

ভোলার কথা শুনে রতন রেগে গিয়ে বলে উঠল, আবার আমার মুখের উপর ফের পড়ন কাটুবঠু, আমি এখন যা, বলি বঠি তুই এখন তাই কর বলচি হারামজাদা শালা বাগাল।

ভোলা প্রথমে মনিবের দিকে মুখ তুলে দেখেনি কিন্তু ভোলা পরক্ষণে যেই মুখ তুলে দেখল, তখন ওমনি সে দেখল যে তার মনিবের গোটা গায়ে মাটি মাখা অবস্থাই রয়েছে। আর ভোলাতো তাই দেখে নিজের মুখ টিপে খিল খিল করে হা-হা-হে-হে ভাবে হাসতে লাগল।

পরক্ষণে রতন তার বাগালের হাসি দেখে ভোলাকে আবার গালি দিয়ে ব'লল, শালা হারামজাদা বাগাল আমাকে দেখে তোর খুব হাসি পাই বঠে না শালা, যা বলছি যা শালা এক্ষুনি মাঠে যা। গিয়ে দেখগে যা সব মজুররা ঠিক ঠাক কাজ করে বঠে, নাকি এতক্ষণা শালারা কাজ না করে বসে গপ্প করে বঠে গো।

ভোলা হেসে বলে উঠল, যাচ্ছি তো দেখতে পাচ্ছ না, উঁ, দেখনারে যেন শালা কোথ থেকে আস্ত একটা জ্যান্ত ভূত চলে এলরে শালা।

রতন ভোলার কথা শুনে বলল, শালা এই বাগাল হয়ে কিনা আবার মনিবের সামনে দাঁড়ায়ে মনিবকেই গাল দেও বঠু। মনিবের কথা শুনে ভোলা খিল খিল করে হাসতে হাসতে কিছুটা পথ এগিয়ে গেল।

ভোলা কিছুদূর পথ এগিয়ে যেতেই পরক্ষণে রতন আবার হাঁক মেরে ডেকে বলল, আর হ্যাঁ শুন ভোলা হারামজাদা জলার জমির দিকেও একটু খানি পাঁই করে চক্কর দিয়ে এসবি।

মনিবের কথা শুনে ভোলা ভেঙচি কেটে বলল, শালা বুড়া এখনও মরেও নে মরলে পারা সবারির গায়ে হাওয়া লাগে।

কিছুক্ষণ বাদে ভোলা হেলে দুলে জমির কাছে এসে দেখল যে তার মনিবের জমিতে একটা মজুরও নাই। সবাই পালিয়েছে, তাই দেখে ভোলা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে বলে উঠল, যাব বাবা এসে সবাই এই কিপটার কাজ ছেড়ে পালাল; না, তাহলে আমিই বা এখিনে থেকে আর কি করি। না আমি বরং এখন যাইগে হেলা এখন ঐ মজুরের, কাছে যায়। গিয়ে বেণীরদাকে এখন হাল করতে বারণ করিগে।

ভোলা সত্যি সত্যিই কিছুক্ষণ বাদে হেলা মজুর এর কাছে এসে হাজির হল হেলা মজুরের নাম ধরে ডেকে বলল, এই যে গো বেণীরদা তোমাকে আজ আর এত বেলা পর্য্যন্ত হাল করতে হবেনেগো। আমাকে আমার মনিব বলে পাঠিয়েছে যে, তোমাকে আজ আর হাল করতে হবেনে। তুমি এবার হাল ছেড়ে আমার মনিবের আদরের লালা শ্যামলাকে নিয়ে ঘরে চল, আর কাল থেকে নিতাইদা হাল করতে এসবেগো। সত্যি বলছি কাল থেকে তোমাকে আর এই কিপটার ঘরে হাল করতে হবেনে গো বেণীরদা। তোমাকে দিয়ে জমিনে আর হাল করতে আমার মনিব বারণ করেছে।

বেণী জমিতে হাল করতে করতে লাঙ্গল থামিয়ে আর্শ্চয্য ভাবে বলল, মানা করেছে! কিন্তু কেনোরে ভোলা।

পরক্ষণে ভোলা গোরুর গায়ে হাত চাপড়ে হাত বুলাতে বুলাতে ব'লল, আসলে জানলে কি বেণীরদা, এই লালার শরীরটা খুব একটা ভালো নয়গো কেমন যেন তখন জ্বর জ্বর করছিল; তাইতো বাবু আমার মানা করতে পাঠাল, যে তোমাকে আজ আর হাল করতে হবেনে।

ভোলার কথা শুনে বেণী বলে উঠল, সে কীরে চ তাহলে বলচু যখন আবার তোর মনিব যখন তোর হাত দিয়ে মানা করতে পাঠিছে। আর তাছাড়া তুইতো আর আমাকে এমনি এমনি বলচুনে। তোকে তোর মনিব মানা করতে পাঠিছে তাই তুই আমাকে হাল করতে বারণ করচু। পরক্ষণে ভোলা বেণীকে লাঙ্গল করতে মানা করে দিয়ে মুখের মধ্যে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দাঁত চিপে বলে উঠল, না এইবার যাই গিয়ে মনিবকে বলি গে, যে সব মজুররাই ঠিক ঠাক কাজ করছে।

পরক্ষণে ভোলা এই কথা বলে দিয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে মাঠ হতে তার মনিবের কাছে এসে হাজির হল।

রতন ভোলাকে সঙ্গে সঙ্গেই মাঠ হতে ফিরে এসতে দেখে বলে উঠল, কীরে হারামজাদা, তুই এখুনি মাঠ গেলি আর চলে এলি, বলি, সবাই ঠিক ঠাক কাজ করে বঠেতোরে শালা হারামজাদা বাগাল ?

ভোলা হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, হ্যাঁগো জ্যাঠা তোমার জমিতে সবাই ঠিক ঠাক কাজ করছে। তবে আর একটু খানি বাকি আছে তাহলেই সব শেষ হয়ে যাবে গো জ্যাঠা।

রতন বলল, হ্যাঁরে সব শেষ হয়ে যাবে! সেকী রে হারামজাদা হ্যাঁ শালা হারামজাদা তুই আবার বলু বঠু কিনা আমার এত জমিনের কাজ এক্ষুনি সব শেষ হয়ে যাবে।

মনিবের কথা শুনে ভোলা হেঁসে বলল, হ্যাঁগো জ্যাঠা, তোমার কাজ এবার সব শেষ হয়ে যাবে, তোমার তো আবার সবদিন কত কত মজুর জমিতে কাজ করছে গো জ্যাঠা, তাহলে তোমার কাজ কি এখনও বাকি থাকে গো জ্যাঠা। ও তোমার চাষের কাজ এখন শেষের পথেই বললে হয়।

রতন ভোলার চালাকির কথা একটু ও বুঝতে পারল না। পরক্ষণে রতন বলে উঠল, ঠিক আছে ঠিক আছে, তুই এখন যা নেয়ে টেয়ে এসে চারটি জল ঢালা ভাত খেয়ে লিবিগে যা।

মনিবের কথা শুনে ভোলা তার ঘাড় নাড়তে নাড়তে বলল, সেতঃ নাহয় যাচ্চি। কিন্তু আচ্ছা জ্যাঠা তুমি আবার সেই অভদ্দর অভদ্দর গাঁইয়া ভাষায় কথা বলছ। তোমাদের এখানটাতো নিগঘাত একে বারে গাঁ গাঁ নয়গো। তোমাদের এখানটাতে একটু হলেও শহরের ছোঁয়া আছে গো, তাই তুমি তোমার ঐ ব্যাটাদের মতো বৌদের মতো ভদ্দর ভদ্দর ভাষায় কথা বলতে পারনে?

ভোলার কথা শুনে রতন গালি দিয়ে বলল শালা হারামজাদা বাগাল তুই ফের আমাকে আবার জ্ঞান দিও বঠু? বলি শালা হারামজাদা বাগাল, এটা যে আমার মাতৃ ভাষারে। যা শালা যা বলছি যা, তাড়াতাড়ি গা হাত পা ধুয়ে দুটি পেটে জলঢালা ভাত গিলে মরগে যা।

মনিবের কথা শুনে ভোলা মনে মনে গাল দিয়ে দাঁত চিপে ঘাড় নেড়ে বলল, শালা কিপটা ব্যাটা আবারও আমি তোর ঘরে কাল কাটাই। সবাই তোর কাজ ছেড়ে পালিয়েছে, আবারও আমি তোর ঘরে থাকি। তবে ঘরে এখন আমি জল ঢেলে পালাই। আর জলঢালা ভাত নয় তোর ঘরে শালা কিপটা ব্যাটা তোর ঘরে জলঢালা আর পান্তা ভাত খেতে খেতে আমার বলে পেটে হাজা পড়ে গেছে। এখন আবারও তোর ঘরে আমি জলঢালা ভাত খাই, এখন আমিও এই সুযোগে কেটে পালাই।

রতন ভোলাকে থমকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলে উঠল, কীরে হারামজাদা তুই এখনও দাঁড়িয়ে আছু বঠু যে, বলি ঢ্যামনা বাগাল তুই কী ভাবু বঠুরে শালা? যা শালা যা গাপা ধুয়ে এসগে যা বলি, বঠি। এসে দুটি জলঢালা ভাত জলে ফেলে খেয়ে লিবি গ্যে যা। শালা হারামজদা বাগাল, আমার ঘরে যবে থেকে এসে মরে বঠে, তবে থেকেই আমার ঘরে একটা না একটা কান্ড করে চলে বঠে গো। আবার

শালা হারামজাদা আমার ঘরে যবে থেকে ঢুকেছে, শালা আমার এই পাঁচ বছরে পাঁচ অবস্থা করে দিয়েছেগো।

ভোলা তার মনিবের কথা শুনে একটু খানিক দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে পিছন ফেরে তার মনিবকে ভেঙচি কেটে বলল, উঁ, শালা কিপটা বুড়া, আমি আবারও তোর ঘরে।

ভোলা আর স্নানও করলনা আর তার মনিবের ঘরে খাবারও খেল না। ভোলা সোজা গোয়ালে গিয়ে তার সব জামা পত্তর ব্যাগের মধ্যে গুছিয়ে নিয়ে দুই হাত জোড় করে কপালের মধ্যে দুই হাত ঠেকিয়ে গড় করে বলল, মাগো মা লক্ষ্মী তুই ও আর এই কিপটার ঘরে থাকিসনে মা। নইলে পারা তোকেও এই কিপটা ব্যাটা রতনা না খাইয়ে শুকিয়ে শুকিয়ে একেবারে মেরে ফেলবে মা। রোজ দিনের শেষে তোর ভাগ্যে ঐ পুকুরের এক গ্লাস জল ছাড়া আর কিছুই জুটবে না গো মা লক্ষ্মী।

এদিকে এমন সময় রতন সদরের খাট থেকে বসে ভোলার নাম ধরে ডাকতে লাগল, রতন ভোলাকে হাঁক মেরে ডেকে বলল, বলি ওরে ও ভোলা, বলি ও হারামজাদা ভোলা, তোর কি এখনও লাওয়া হলনে? এদিকে টপাক করে একবার আয় বলি বঠি। এদিকে এসে চারটি জল ঢালা ভাত খেয়ে লিবি আয়বলি বঠি। খেয়ে দেয়ে আমার লালা শ্যামলাকে ভাল করে লাইয়ে আবার খেতে দিতে হবে আয় হারামজাদা আয় এদিকে একবার টপাক করে আয় বলি বঠি।

এদিকে ভোলা তার মনিবের গলা শুনতে পেয়ে ঘাড় নেড়ে চোখ বড় বড় করে বলতে লাগল, ওই হল, ওরে বাবারে আবারও এই কিপটার ঘরে, সবাই পলিয়েছে। এঘরে আমিও আর নয়, এবার আমিও এই আমার তলপা তলপি নিয়ে পালাই। তোর লালা শ্যামলা হলগে তোর জিনিস, সে তোরি থাক, তোর সব মজুর কাজ করতে করতে পালিয়েছে, তাহলে তোর বাগাল ভোলা আবারও তোর ঘরে থাকে না। অনেকদিন আমি এই ঘরে থেকেছি, আর নয়। এইবার আমিও কেটে পড়লুম, ভোলা একথা বলে দিয়ে সত্যি সত্যিই সে তার জিনিস পত্র বেঁধে নিয়ে চলল।

এদিকে রতনতো সেই কখন থেকে খাট থেকে বসে ভোলার নাম ধরে একি ভাবে বলি ও ভোলা, ভোলা ও ভোলা, এই ভাবে তার নাম ধরে ডেকেই চলল। ভোলাতো আর তার মনিবের ডাকে সাড়া ও দিল না আর কাছে ও এল না। আর ভোলা তার মনিবের ডাকে আসবেই বা কি করে ভোলা, তার মনিবের ডাক শুনতে পেলে তো আর ভোলা তার মনিবের ডাক শুনলেও আসত না।

ভোলা মনিবের ডাকে সাড়া না দিতেই রতন ঘাট থেকে উঠে ভোলা ভোলা

করে ডাকতে ডাকতে গোয়াল ঘরের দিকে ভোলাকে দেখতে এল। আবার রতন ভোলাকে গোয়াল ঘরে ডেকে বলে উঠল, বলি, ও হারামজাদা ভোলা, তুই কুথায় গেলি বলত, আমি যে সেই কখন থেকে তোকে এত ডাকি বঠি, তবুও তুই হারামজাদা আমার ডাকে সাড়া দিওনি, তুই খুব ঢ্যামনা হও বঠ্ নারে শালা হারামজাদা বাগাল।

রতন এই ভাবে গালি দিতে দিতে গোয়াল ঘরে ঢুকল, তো রতন গোয়াল ঘরে ঢুকেত দেখল যে, ভোলা এখানেও নাই। তাই রতন ভোলাকে এখানেও না দেখতে পেয়ে গালি দিয়ে বলল, শালা হারামজাদা বাগালটা যে কুথায় যায়, শালা হারামজাদা ভোলাটা তাহলে এখন গেল কুথায়। তাহলে হারামজাদা নিশ্চয় আবার ডাক পাখির পেছন পেছন ছুটতে পালিয়েছে। দেখি ঐ পুকুর পাড়ের দিকে গিয়েই দেখি।

এদিকে ভোলা তার মনিবের ঘর ছেড়ে চলে যাবার সময় কিছুটা পথ এগিয়ে গিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে বলে উঠল, হ্যাঁ আমি একেবারে এই বাড়ীর আশা ছেড়ে যাচ্ছিনে। আমি আবার এই বাড়িতে আসব, তবে যবে এই কিপটা বুড়া মরবে তবেই আমি এই বাড়িতে আসব। আবার যদি বৌদিদিরা আমাকে ডাকে তাহলেও আমি এ বাড়িতে আসবনে নচেৎ না। এই বাড়িতে যতদিন কিপটা ব্যাটা থাকবে ততদিন আমি আর এই বাড়িতে থাকচি না, না এখন অমি পালাই ঐ কিপটা বুড়া আবার এল বলে কথা।

এদিকে পরক্ষণে রতন ভোলার খোঁজে পুকুর পাড়ের দিকে চলল, সেই সঙ্গে রতন ভোলার নাম ধরে ভোলা ভোলা বলে চিৎকার করে ডাকতে লাগল। ভোলাকে এই ভাবে হাঁকমেরে ডাকতে ডাকতে থমকে দাঁড়িয়ে গিয়ে রতন আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, প্রচন্ড মেঘ ও ধরে বঠে, আবার থেকে থেকে দমকা বাতাসও বইয়ে বঠে। আবার সেই সঙ্গে বিজললতাও দেয় বঠে, জল পড়ে নাকি কেই বা জানে? আমি যে এখন শালা হারামজাদা বাগালটাকে কুথায় খুঁজে পায়। যাইগে ঐ দিগটা না হয় আর একটু এগিয়ে গিয়ে দেখি এসি বঠি। শালা বাগাল নিশ্চয় আবার ডাক পাখির পেছন পছেন ছুটে বঠে।

রতন সত্যি সত্যিই এই ঝড় হাওয়ার মধ্যে ভোলাকে ডাকতে ডাকতে পাড়ের দিকে এগিয়ে চলল। ভোলা রতনের ডাকেও সাড়া আর দিলনা। আর ভোলা তার মনিবের ডাকে সাড়া দিবেই বা কী করে, ভোলাত আর তার মনিবের ডাক কানে শুনতে পেল না। আর তাছাড়া ভোলা এখন রতনের ডাক শুনতে পেলেও রতনের ডাকে সে আর কোন মতেই সাড়া দিত না।

এদিকে নিতাই রতন সামন্তকে ভোলার নাম ধরে এই ভাবে ডাকতে ডাকতে পুকুর পাড়ের দিকে যেতে দেখে বলে উঠল, বলি আরে ও রতনারদা তুমি এমন সময় এই ভাবে কাকে ডাকতে ডাকতে চলেছ গো? দমকা বাতাস বইছে যে আবার সেই সঙ্গে থেকে থেকে বিদ্যুৎ ও চমকাচ্ছে। মনে হয় এক্ষুনি বৃষ্টি এসবে, শুনগো রতনারদা, তুমি এখন ঘরে চলে যাও।

রতন বলল, ঘরে চলে যাব! ও কি কথা কও বঠুরে নিতাই, কিন্তু—

নিতাই বলল, তুমি কাকে ডাকতে ডাকতে এমন সময় এই দিকে চলেছ গো রতনারদা?

রতন কাঁধে গামছা আর হাতে লাঠি নিয়ে বলল, হারে নিতাই, তুই আমাদের হারামজাদা বাগাল ভোলাটাকে দেখে বঠুরে। দেখতরে আমি এখন শালা বাগালটাকে কুথায় খুঁজি বঠে। শালা বাগাল নিশ্চয় ডাক পাখির পেছন পেছন ছুটে বঠে। কুন দিকে যে গেল।

নিতাই বলল, ভোলা! ভোলাকে কেনগো রতনারদা?

রতন গাড় নেড়ে বলল, দেখতরে নিতাই শালা হারামজাদা ভোলাটা খাবে বলে দিয়ে সেই যে কুথায় গেল আর এখনও সে খেতে এলনে। এখন আমি তাকে কুথায় খুঁজি বঠি বলত নিতাই?

নিতাই বলল, তোমাকে আর অত কষ্ট করে তোমার বাগাল ভোলাকে খুঁজতে যেতে হবেনে গো রতনারদা। তোমার ভোলা আর তোমার এরিয়াই নাই। সে তার সবকিছু বেচকা বুচকি বেঁধে লিয়ে তোমার এখান থেকে কেটে পড়েছে।

নিতাই এর কথা শুনে রতন আশ্চর্য ভাবে বলল, হ্যাঁ কেটে পড়েছে! নিতাই তুই একি কথা বলু বঠুরে, ভোলা হারামজাদা তাহলে এখন কুথায় চলে বঠেরে।

রতনের কথা শুনে নিতাই বলল, হ্যাঁ নয় এ্যাঁ। আবার তোমার সব বাঁধা মজুররাও জমিনে কাজ করতে করতে পালিয়েছে।

নিতাই এর কথা শুনে রতন বলল, আচ্ছা নিতাই তুই কী করে জানলি বলত? বলি হারামজাদা, তুইও শালা কি আগে থেকে জানতে নাকি বলত শুনি বঠি।

রতনের কথা শুনে নিতাই বলল, নানা রতনারদা, আমি কি করে তোমার কাজের ব্যাপরে আগের থেকে জানতে পারব বলত? আর তাছাড়া আমি তোমাদের এসব কথা জানবোই বা কেমন করে। আর তাছাড়া তোমাদের ওসব কথা আমার জানবারি

বা কি দরকার? ভোলা তোমার ঘর থেকে যাবার সময় পথেই আমাকে এসব কথা বলে গেল, তাই আমি জানতে পারলুম গো রতনারদা।

রতন বলল, আমি হলুম তার মনিব আর আমি থাকতে থাকতে কিনা শেষে তোকে বলে গেল শালা বাগাল।

নিতাই বলল, হ্যাঁ ভোলা আমায় যাবার সময় সব কথা বলে গেছে।

রতন বলল, হ্যাঁ নিতাই তুই একি কথা শুনাও বঠুরে, তাহলে শেষে আমাকে ছেড়ে সবাই পালাল। শালা হারামজাদা বাগাল ঐ ভোলাটাও শেষে আমার বাড়া ভাতে জল ঢেলে দিয়ে চলে গেল।

রতনের কথা শুনে নিতাই খিল খিল করে হাসতে লাগল।

পরক্ষণে রতন আবার রেগে গিয়ে তার হাতের লাঠিটা নাড়াতে নাড়াতে দেখিয়ে বলে উঠল, শালা হারামজাদা ভোলা আমার কাছে আর একবার তোর হারামখোর বাপটা ধান ধার চাইতে এসবেরে শালা, তখন আমি তোকে আর তোর বাপকে দেখে ছাড়বরে শালা। শালা হারামজাদা ভোলা তুইও শেষ পর্যন্ত আমার সঙ্গে বেইমানি করলি। আমার বাড়া ভাতে ছাই ফেলে দিয়ে চলে গেলি।